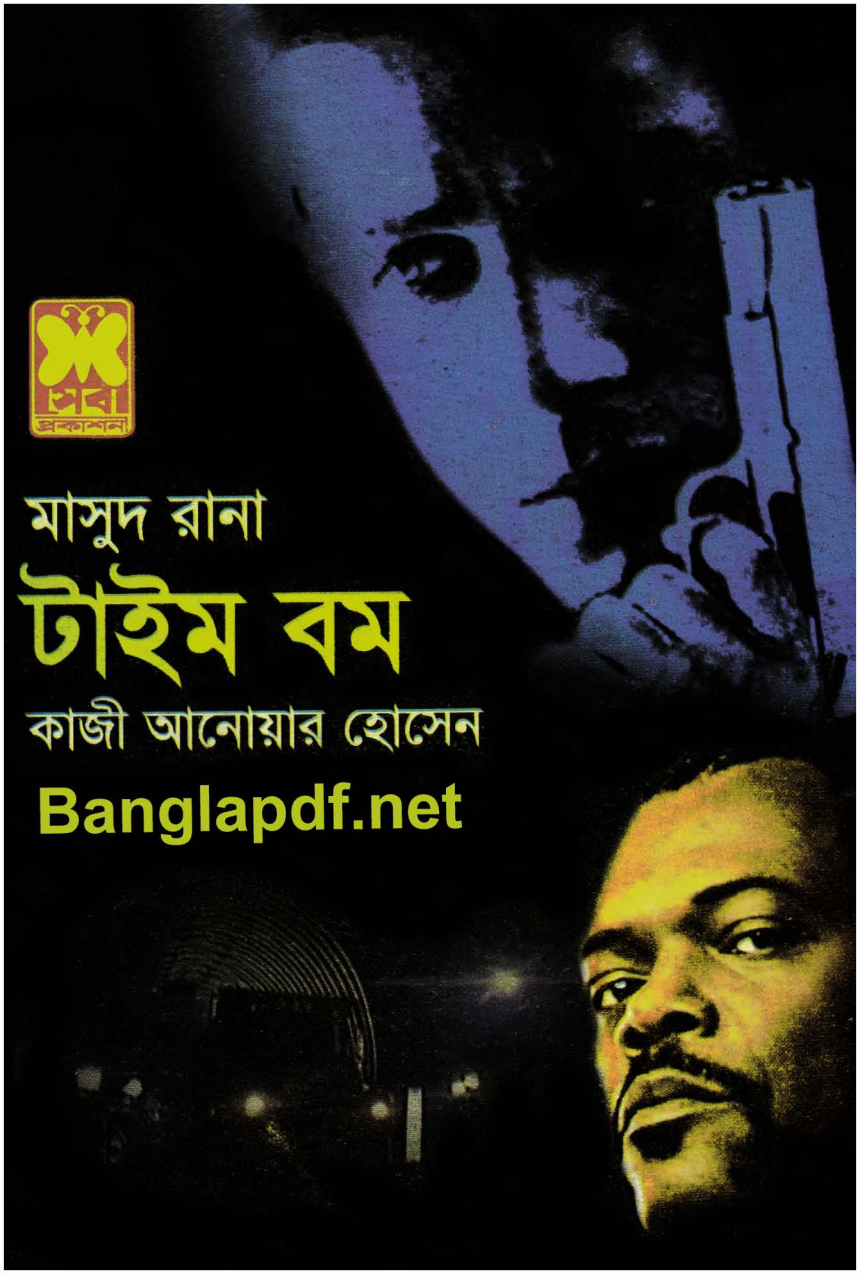

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

টাইম বম

কাজী আনোয়ার হোসেন

Banglapdf.net

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

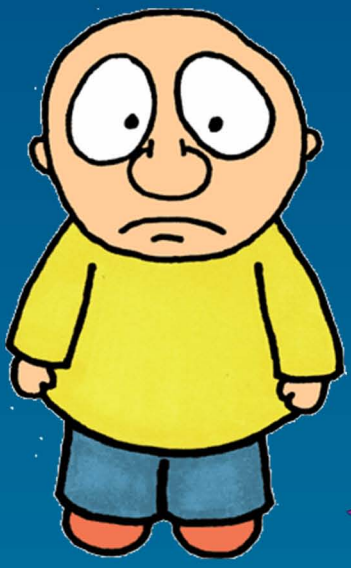

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪২৯

টাইম বম

কাজী আনোয়ার হোসেন

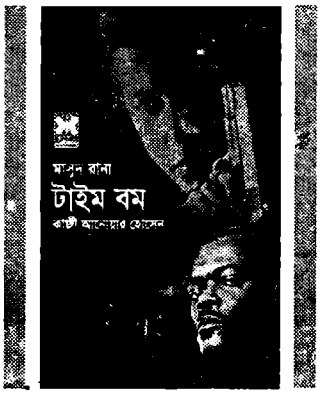

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7429-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব. প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-429
TIME BOMB
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

সাতাত্তর টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা। সাবধান।!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শাস্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রমণ দুঃসাহস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তরুণের তাজ*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্দার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা।*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের বাচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিচ্ছুচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুইন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম।

এক

রাত বিদায় নিয়েছে। নিউ ইয়র্কের ফ্যাকাসে নীলাকাশে মুখ তুলেছে বড়সড় একটা কমলা রঙা ফুটবলের মত সূর্য। কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে ঝুলে থাকল ওটা পুব দিগন্তে, নরম লালচে আলো ফেলল ইস্ট রিভারের বুকে, অদ্ভুত রহস্যময় করে তুলল বিপুল জলরাশিকে। তার দুই বোন কুইন্স ও ব্রুকলিন থেকে ম্যানহাটানকে আলাদা করেছে ওই কমলা কিরণ।

রাতের তাপমাত্রা ছিল আশি ডিগ্রি। আটলান্টিক থেকে আসা ঝিরঝিরে হাওয়ায় মাছের মৃদু আঁশটে গন্ধ। সারারাত পরিবেশকে শীতল করার চেষ্টা করেছে এই হাওয়া।

এইমাত্র একসঙ্গে ডাইভ দিয়েছে তিনটে সি গাল, ঝপাৎ করে নেমেছে ঢেউয়ের বুকে, কয়েক পলক পর আবারও উঠে এসেছে ওপরে, ঠোঁটের ফাঁকে তড়পাচ্ছে রুপালি মাছ। ক্রিচ-ক্রিচ বিচিত্র আওয়াজ তুলে হাওয়ায় ভেসে চলল ওরা ব্রুকলিন সেতুর আর্চ করা স্টিলের দুই স্প্যানের নীচ দিয়ে। ওখানে যেন অদৃশ্য দড়ি থেকে ঝুলছে কমলা সূর্যটা।

ধীরে ধীরে জেগে উঠছে ঘুমন্ত নিউ ইয়র্ক নগরী।

এরই মাঝে দ্বীপের ইন-উড ও ওয়াশিংটন হাইট্স্ থেকে শুরু করে সেই দক্ষিণের ওয়াল স্ট্রিটের সরু ক্যানিয়নে নড়েচড়ে উঠেছে মানুষ। আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে তাড়াতে চাইছে

ঘুম-ঘুম আড়ষ্টতা।

আপটাউনের সেন্ট্রাল পার্ক রিযারভয়েরের চারপাশে দৌড়াচ্ছে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষগুলো, আর দরদর করে ঘামছে অকাতরে।

এরই মধ্যে শহরের পশ্চিমে ব্রডওয়ের দু'দিকে, ফুটপাথের পাশে তাজা শাকসব্জি, ফলমূল ও ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে বসে গেছে কোরিয়ান গ্রিনগ্রোসাররা।

ডেলিভারি ট্রাকগুলো দৈনিক *দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর* বাণ্ডিলগুলো ধুপধাপ ফেলছে রাস্তার পাশের কিওস্কগুলোর সামনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসব পত্রিকা পৌঁছে যাবে সংবাদপিপাসু নিউ ইয়র্কবাসীদের হাতে। রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, সংস্কৃতি সংবাদ, খ্যাতিমানদের কেলেঙ্কারি, স্পোর্টস, খুন-জখম-দুর্ঘটনা ও বিপর্যয়ের রোজকার ডোজ সেবন করবে তারা। যেন এসব না জানলেই নয়।

শহরের সাবওয়ে স্টেশনগুলো থেকে হুড়মুড় করে উঠে আসছে কমিউটাররা, চট্ করে কার্ট ভেণ্ডারদের কাছ থেকে কফি ও ডোনাট কিনে খেয়ে নিচ্ছে যে-যার অফিসে ঢোকার আগে।

দাড়িওয়ালা ইহুদি মার্চেন্টরা চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট ও দীর্ঘ কালো কোট পরে বেরিয়ে পড়েছে বাণিজ্যে, তাদের ধর্মের কাউকে দেখলে ইদ্দিশ ভাষায় শুভকামনা করছে। ব্যস্ত পায়ে চলেছে ডায়মণ্ড ডিসট্রিক্টের ফোরটি-সেভেন্থ স্ট্রিটে যে-যার হীরার দোকানের দিকে।

আরও ডাউনটাউনে, উকিল ও সিকিউরিটি ট্রেডাররা যার যার কোম্পানির পিনস্ট্রাইপ্‌ড্ ইউনিফর্ম পরে চলেছে কাজে। গলায় ঝুলছে টাই, পরনে টানটান সাসপেণ্ডার। কোর্ট বা স্টক এক্সচেঞ্জের আশপাশের এয়ার কণ্ডিশণ্ড সুউচ্চ অফিসে পৌঁছলেই

ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

নিউ ইয়র্কের গ্রীষ্মের বিশ্রী পরিবেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে অফিস-দালানগুলোকে। আকাশ জুড়ে ভারী চাদর হয়ে ঝুলছে ভেজা বাতাস, তার ভিতর উড়ছে কড়কড়ে ধুলো। কাজ শেষে বাড়ি ফিরলেই আয়নায় দেখতে হবে, হাত-মুখের উপর জমেছে এক পরত কাদা— যেন শরীরে গজিয়ে ওঠা নতুন খসখসে চামড়া।

পথঘাট ও ফুটপাথ যেন উত্তপ্ত আভেন।

বছরের এ সময় বাড়তে থাকে খুনোখুনির হার। শান্ত মানুষও খেপে ওঠে সামান্য কারণে; আর যারা খ্যাপাটে, তারা হয়ে ওঠে বদ্ধ উন্মাদ।

এইমাত্র ভোর হয়েছে, কিন্তু অসংখ্য হোটেল থেকে দল বেঁধে বেরোতে শুরু করেছে উৎসাহী টুরিস্টরা। প্রায় সবার সঙ্গেই ক্যামেরা ও গাইড বুক।

ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ অ্যাভিন্যুর উত্তর-দক্ষিণমুখী মস্ত সড়ক। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে গাড়িগুলো। যারা শপিং করতে চায় ব্লুমিজ, মেসিজ, স্যাক্স ফিফ্‌থ্ অ্যাভিন্যু বা নিউ ইয়র্কের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে, হানা দিতে বেরিয়ে পড়েছে তারাও।

এসব অভিজাত দোকানের অন্যতম মিস ওয়াইল্ড'স। গোটা বিশ্ব থেকে টুরিস্ট আসে ওখানে পছন্দের জিনিস কিনতে। আরেকদল আসে শুধু দেখবার জন্য। কী না পাওয়া যায় এখানে!

যখন টাকা হবে, তখন তারাও কিনবে।

ফিফটি-সেভেন্থ্ এবং ফিফ্‌থ্-এ নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে নামকরা শপিং ক্রসরোড। তারই কোণে কয়েক দশক ধরে ইঁটের রাজকীয় দালান জুড়ে মিস ওয়াইল্ড্স স্টোরের রাজত্ব।

এখনও খোলা হয়নি। কর্মচারী বা মালিকপক্ষ আসেনি। থম মেরে বসে আছে প্রকাণ্ড দালান। কিন্তু হঠাৎ করে বিকট আওয়াজ তুলে ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ ঘটল দোকানের ভিতর।

ভীষণভাবে কেঁপে উঠল গোটা দালান, তারপর ভুস্ করে ধসে গেল অত বড় বাড়ি। মনে হলো নির্দিষ্ট এই দালানেই আঘাত হেনেছে টর্নেডো। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে জমিন। নানাদিকে গিয়ে পড়ল ভাঙা ইঁট আর কাঁচের টুকরো। চারপাশের রাস্তাগুলোর দিকে ছুটল বিপুল ধুলো, টনকে টন। তার ভিতর মিশে রইল ধোঁয়া। ওই ধুলোর ভাসমান ঢেউ ও ধোঁয়া ঢেকে ফেলল ফ্যাকাসে নীলাকাশকে।

আজকের মত নতুন শিফট শুরু হয়েছে নিউ ইয়র্কের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট হেডকোয়ার্টারে, এমনসময় খড়মড় করে উঠল তাদের সুইচবোর্ড, ফোন করেছে এক পুলিশ অফিসার। হড়বড় করে জানাল, এইমাত্র ফিফটি-সেভেন্থ এবং ফিফথ্-এ নামকরা শপিং ক্রসরোডে ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ হয়েছে।

অফিসারের ধারণা: ওখানে বোমা ছিল।

'একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিস ওয়াইল্ডস্ স্টোরের গোটা দালান,' বলল সে। আরও জানাল: মাত্র আধঘণ্টা পর বোমা ফাটলে ব্যস্ত ফুটপাথে মারা পড়ত কয়েক হাজার পথযাত্রী।

এরই ভিতর ওই এলাকা লক্ষ করে রওনা হয়েছে কন এডিসন টিম, ওখানে গ্যাসের লিকের কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে কি না তা দেখবে তারা।

কী ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখবে দক্ষ গোয়েন্দাদল, কিন্তু আপাতত পুলিশ ফোর্স ধারণা করছে— ওখানে ফাটানো হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বোমা।

ডিটেকটিভদের খোঁয়াড়ে ধমকের সুরে একের পর এক হুকুম জারি করছেন চিফ অভ ডিটেকটিভ, ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন।

অস্ত্র লোড করা আছে কি না চট্‌পট্ দেখে নিচ্ছে তাঁর ছেলেরা, পরে নিচ্ছে জ্যাকেট, বুক-পকেটে নোটবুক রেখে শেষবারের মত চুমুক দিয়ে নিচ্ছে কফির কাপে, এবার ছুটতে হবে আপটাউন লক্ষ্য করে।

এখন পর্যন্ত বোমা ফাটানোর কৃতিত্ব দাবি করেনি কেউ। এ মুহূর্তে বুঝবার উপায় নেই আসলে কী ঘটেছে, কারা ঘটিয়েছে।

সাধারণ মানুষের বুকে এখনও জেঁকে আছে দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বা টুইন টাওয়ার বিস্ফোরণের আতঙ্ক। আজকাল সবাই ভাবে: মোটামুটি বুদ্ধি আছে এমন যে-কেউ ডিনামাইট, অ্যালার্ম ঘড়ি আর তার পেলেই তৈরি করতে পারে ভয়ঙ্কর সব বোমা।

হয়তো তেমনই হয়েছে মিস ওয়াইল্ডস্ স্টোরে।

ডিটেকটিভ স্কোয়াডের নতুন সদস্য নিষ্পাপদর্শন করবিন বেকার অন্যরা যা ভাবছে সে কথাটাই বলে বসল, 'মিস ওয়াইল্ড'স্? ওখানে বোমা মারবে কেন কেউ?'

'খুব কম দামে মহিলাদের জুতো বিক্রি করছিল,' মন্তব্য করল অফিসার মাইকেল গ্রিয়ার। 'তুমি তো জানো, এসব দেখলে পাগল হয়ে ছুটে যায় মহিলারা। তাদেরই একজন বোম-রাগা রেগে যায় পছন্দের জুতো না পেয়ে, কাজেই, বুঝতেই পারছ...' বুদ্ধিমান অফিসার সে, কিন্তু একের পর এক পচা কৌতুক আসে ওর মনে।

মহিলা ডিটেকটিভ ক্রিস্টি হল ভুরু কুঁচকে বলল, 'ব্রুকলিনের কেউ। ষাঁড়ের মত ওই লোকই কাজটা করেছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল ব্রুকলিনের মুসকো মাইকেল গ্রিয়ার। এই মেয়ের সঙ্গে কখনও কথায় পারে না ও।

চিফ অভ ডিটেকটিভ ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসনের সেক্রেটারি মেরি জোন্স চারপাশের সবার গলা ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'জনসন! আপনার ফোন!'

তাকে পাত্তা না দিয়ে নির্দেশ জারি করে চলেছেন ক্যাপ্টেন জেরেমি: 'ডিক, তুমি নোটিফিকেশন দাও— বম স্কোয়াড, স্পেশাল সার্ভিসগুলো, স্টেট পুলিশ আর এফবিআই। ...রেইলি, গাল্ট— তোমরা যাও সেন্ট জন্স হসপিটালে, ইমার্জেন্সি রুমে কেউ এলে কাভার করবে। ...রিভ্স্, তোমার কাজ সিটি ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে। আশপাশের দালানের ক্ষতি হয়েছে কি না দেখবে। দরকার হলে ওখান থেকে লোক সরিয়ে নেব আমরা। ...লিউনি, তুমি মেয়রের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো। ...ক্রিস্টি, তুমি সাক্ষীদের তালিকা তৈরি করবে। ...ডালাস, রাসেল— তোমরা ইউনিফর্মড্ পুলিশকে জানিয়ে দাও, ঘটনাস্থল থেকে তিন ব্লক দূরে রাখতে হবে সবাইকে। ...আর হ্যাঁ, টিভি ক্রুদের সরিয়ে রাখবে ওখান থেকে!'

মুখ বিকৃত করলেন ক্যাপ্টেন।

একবার মিস ওয়াইল্ডস্ স্টোরের ধ্বংসস্তূপের ছবি টিভিতে দেখালেই সর্বনাশ! সারা সকাল ওই দৃশ্য দেখাবে ইবলিশগুলো।

ক্যাপ্টেন ভাল করেই জানেন, হেরে যাওয়া খেলায় প্রতিযোগিতা করছেন তিনি। শহরের মাঝে বোমা ফেটেছে, এটা হয়ে উঠবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খবর। নিয়মিত সব অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে ওই খবর দেখাবে টিভি চ্যানেলগুলো। অকুস্থলের লাইভ কাভারেজ দেবার জন্য আসবে টিভি রিপোর্টাররা। যা ঘটবে, তা ঠেকাতে পারবেন না তিনি, কিন্তু চাইছেন সংবাদ-লোভী রিপোর্টারগুলোকে যতটা সম্ভব দেরি করিয়ে দিতে।

হয়তো এরই ভিতর স্বস্তি পাওয়ার মত কোনও তথ্য

মিলবে। সেক্ষেত্রে আতঙ্ক কমবে সাধারণ মানুষের।

প্রকাণ্ড ঘরের আরেক প্রান্তে সেক্রেটারি মেরিকে দেখলেন জনসন, ঘনঘন হাত নাড়ছে সে। 'এখন সময় নেই!' মাথা নাড়লেন তিনি। চট্ করে দেখে নিলেন আশপাশ, অন্য কাজগুলো কাকে দেয়া যায়, ভাবছেন। 'রিকি,' কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, 'তুমি ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্বে থাকছ। বিকেল তিনটার আগে সিক্সথ্ অ্যাভিন্যু খুলে দিতে না পারলে দোজখের জ্যাম শুরু হয়ে যাবে।'

জনসনের সামনে চলে এসেছে সেক্রেটারি মেরি জোন্স। এবার আগের চেয়ে অনেক জরুরি সুরে বলল, 'ক্যাপ্টেন জনসন! ওই লোক! বলছে মিস ওয়াইল্ডস্-এ বোমা রেখেছে!'

দূরের একটি টেলিফোনের দিকে আঙুল তাক করল সে।

ঘরের ভিতর হৈ-চৈ চলছে, মহিলার কথা কয়েক সেকেণ্ড পর মগজে ঢুকল ক্যাপ্টেনের। চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, ছুটে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর অফিসে। ওখানে আওয়াজ কম। খপ্ করে তুলে নিলেন ল্যাণ্ড ফোনের ক্রেডল। 'মেজর কেস ইউনিট, ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন,' মাউথপিসে বললেন।

ওদিকের প্রান্তে ঠাণ্ডা সুরে কথা বলতে শুরু করেছে কেউ।

সাধারণত কারও কণ্ঠ শুনেই আন্দাজ করতে পারেন জনসন সে কেমন। কিন্তু এখন স্থির করতে পারলেন না এই লোক কী ধরনের।

তার মেসেজ অদ্ভুত।

'সে এখন তোমাদের শহরে। তাকে ডেকে নাও। তা যদি না করো, আবারও বোমা ফাটবে।'

আর কিছুই বলছে না লোকটা। আর কোনও তথ্য নেই।

বেশিরভাগ সন্ত্রাসী নিজ কুকীর্তি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার

করে।

আবার আরেকদল মিথ্যা বড়াই করে, আমিই বোমা মেরেছি।

এ-লোক ওই দুই দলের কেউ নয়।

একে কোনও ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারছেন না জনসন।

'আগেও মাসুদ রানার সাহায্য নিয়েছ, এবারও নেবে।'

মাসুদ রানা?

চমকে গেছেন ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন।

দুঃসাহসী ওই বাঙালি যুবকের সঙ্গে এই লোকের কী?

'আমরা জানি না উনি নিউ ইয়র্কে আছেন কি না,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'এখন তুমি জানো।'

'আপনি কে?' নরম স্বরে বললেন জনসন।

'আমাকে মর্ডাক নামে ডাকতে পারো,' বলল সে।

ইউরোপিয়ান পুরুষালী কণ্ঠ, মনে মনে বললেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু স্থির করতে পারছেন না কোন্ দেশের লোক।

'মিস ওয়াইল্ডসের বোমা দিয়ে শুরু করেছি। এরপর একের পর এক ফাটবে। সে যদি আমার কথা মত না চলে।'

লোকটা টেরোরিস্ট, না কি বদ্ধ উন্মাদ?

কী যেন মুচড়ে উঠল ক্যাপ্টেনের পেটের ভিতর। আলসারের বাজে অ্যাটাক শুরু হয়েছে। 'পরিষ্কার করে বলুন। আপনি কী চান?' বামহাতে বুক পকেট থেকে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট বের করে মুখে ফেললেন তিনি।

'আমি মজার একটা খেলা খেলব।'

সেই ছোটবেলা থেকে খেলাধুলো অপছন্দ করেন জনসন। বড় হওয়ার পর আরও জোরালো হয়েছে ওই অনুভূতি।

আর মানুষের বাড়িঘর নষ্ট করা বা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া কোনও খেলা হতে পারে না, ভাল করেই জানেন।

'কী ধরনের খেলা?' জানতে চাইলেন জনসন।

'মর্ডাকের কথা মত চলতে হবে রানাকে,' নিচু স্বরে বলল লোকটা। 'নইলে...' চাপা হাসল সে।

মগজ খেলাতে শুরু করেছেন জনসন।

ওই উচ্চারণ বা সুর আগে কখনও শুনেছেন?

কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়লেন।

না, এ লোকের সঙ্গে কখনও কথা হয়নি তাঁর।

টের পেলেন, চিনচিনে পেটের ব্যথা বাড়তে শুরু করেছে।

'আগামী কয়েক ঘণ্টা আমার সঙ্গে খেলবে মাসুদ রানা,' ওদিক থেকে বলল লোকটা। 'ঠিক যা বলব, করবে— নইলে... শাস্তি পেতে হবে তোমাদেরকে।'

'কী ধরনের শাস্তি?'

'একের পর এক পাবলিক প্লেসে ফাটবে দশ পাউণ্ডের বিস্ফোরক।'

বড় করে ঢোক গিললেন জনসন। এতবছর পুলিশে চাকরি করছেন, কোনটা মিথ্যা হুমকি আর কোনটা সত্যি, পরিষ্কার বুঝতে পারেন।

মর্ডাক লোকটা বদ্ধ-উন্মাদ হতে পারে, কিন্তু বোমা ফাটিয়েছে সে-ই।

ডিটেকটিভদের সোনার শিল্ড বাজি ধরতে পারেন তিনি।

বামহাতের তালু দিয়ে মাউথপিস চেপে ধরলেন জনসন, পাশের ঘরের উদ্দেশে গলা উঁচু করলেন: 'গ্রিয়ার! রানা এজেন্সিতে ফোন করো! বলবে মিস্টার রানার সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

নিউ ইয়র্কে একত্রিশ হাজার পুলিশ, সবাইকে বাদ দিয়ে মিস্টার রানাকে চাইছে কেন লোকটা? তিনি স্বাধীনচেতা মানুষ, ভিনদেশের নাগরিক; তাঁর কিংবা উন্মাদ কোনও ক্রিমিনালের আদেশ-নির্দেশ শুনতে বাধ্য নন।

বেশ ক'বার অত্যন্ত জটিল কেসে বাঙালি ওই যুবকের সাহায্য নিয়েছেন জনসন, এক-আধবার সাহায্য করেছেনও। কাছাকাছি গিয়ে টের পেয়েছেন, যেমন বিশাল হৃদয় মানুষটার; তেমনি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মগজ। ওঁকে ফিরিয়ে দেয়নি কখনও, কৃতজ্ঞ করে দিয়েছে শুধু অবিশ্বাস্য জটিল কিছু রহস্যের সমাধান করেই নয়; কৃতিত্বের দাবি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে।

'আমরা মিস্টার রানার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন,' মাউথপিসে বললেন জনসন।

'মর্ডাকের কোনও তাড়া নেই, তাড়া তোমাদের,' বলল লোকটা। 'আমি রানাকে চাই। শুধু জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় রাজপথে ওকে দেখতে চাই। কোথায় যেতে হবে সময়ে জানিয়ে দেব।' খট্ করে কেটে গেল লাইন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জনসন। ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে ডেস্কের উপরের ড্রয়ার খুললেন, ভিতর থেকে বের করলেন বোতল ভরা অ্যাণ্টাসিড পিল। চারটে ট্যাবলেট নিয়ে মুখে ফেলে চিবুতে শুরু করলেন।

মাসুদ রানার সঙ্গে যোগাযোগ করুক গ্রিয়ার, তিনি নিজে কথা বলবেন, প্রয়োজনে যাবেন রানা এজেন্সিতে। এবার এমন এক আবদার করতে হবে, যা ফোনে বলা যায় না!

দুই

নিউ ইয়র্ক। ভোর হয়েছে একটু আগে।

হারলেমের কাছেই মর্নিংসাইড হাইট্‌স্।

রানা এজেন্সি।

ক'দিন হলো সাদা রঙের পোঁচ পড়েছে পুরনো বাড়িতে।

তিনতলা অফিস-দালান।

উপরতলায় মানুষ বলতে এখন এক বাঙালি যুবক এবং এক মধ্যবয়স্ক আমেরিকান ভদ্রলোক।

'জাঙ্গিয়া পরে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা। 'কেন?'

পাঁচ মিনিট হয়নি অফিসে ঢুকেছেন নিউ ইয়র্কের চিফ অভ ডিটেকটিভ, ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন।

পরস্পরকে ভাল করেই চেনেন দু'জন। পরস্পরের প্রতি রয়েছে শ্রদ্ধা।

কুশলাদী শেষে দেরি না করে কাজের কথা পেড়েছেন ক্যাপ্টেন, খুলে বলেছেন জটিল পরিস্থিতির কথা। এবং কাতর স্বরে অনুরোধ করেছেন— মিস্টার রানা আপনার সহযোগিতা এখন খুবই প্রয়োজন আমাদের।

'এর কারণ আমাদের জানা নেই,' মাথা নাড়লেন জনসন। 'লোকটা উন্মাদও হতে পারে। যদিও কথাবার্তায় তাকে পাগল মনে হয়নি। জানি, এরকম একটা অনুরোধ করা ভাল দেখায়

না। কিন্তু অনন্যোপায় হয়েই আপনার কাছে এসেছি।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে রানা, কুঁচকে গেছে ভুরু।

বেশ কয়েকবার নিউ ইয়র্ক পুলিশের হয়ে কাজ করেছে রানা এজেন্সির ছেলেরা। ও নিজেও। বদলে বাঙালিদের এই গোয়েন্দা সংস্থাকে নানা তথ্য ও সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

'জানি, আপনি মস্ত মনের মানুষ, জান বাজি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপদগ্রস্তদের রক্ষা করতে,' নরম স্বরে বললেন জনসন। 'আর এটা জানি বলেই এসেছি এই উদ্ভট অনুরোধ নিয়ে। সত্যিই যদি লোকটা যেখানে-সেখানে বোমা ফাটায়, মরবে বহু মানুষ। শিশু-মহিলা... চুপ হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে একবার কপালের ঘাম মুছলেন হাতের চেটো দিয়ে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য এজেন্ট মাসুদ রানা এবার দশদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে আমেরিকায়। এবং নানা কাজে পেরিয়ে গেছে তার ছয়টি দিন। এর ভিতর সবমিলে ঘুমাতে পেরেছে আঠারো ঘণ্টা, প্রতি দিন তিন ঘণ্টা করে।

এখন ঘুমে ভেঙে আসছে শরীর, ভীষণ জ্বলছে দুই চোখ।

লস অ্যাঞ্জেলেস এবং অন্য কয়েকটি শহরের শাখা ঘুরে নিউ ইয়র্কে এসেছে মাঝরাতের পর। উঠেছে অফিস সংলগ্ন ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে। ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে স্নান শেষে সামান্য খাবার সেরে বসেছে অফিসে একগাদা ফাইল নিয়ে। এত সকালে অফিসের আর কেউ এসে পৌঁছায়নি।

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কড়া নির্দেশ: এসব শাখার সার্ভিস আরও অনেক ভাল করতে হবে।

আমেরিকায় পৌঁছবার পর থেকেই একের পর এক জটিল

সব কেসের সূত্র ঘেঁটে জুনিয়র এজেন্টদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কীভাবে এগুতে হবে। তারই ফাঁকে হিসাবপত্রও দেখতে হচ্ছে। প্রতিটি ফাইনাল রিপোর্ট যাচ্ছে বিসিআই-এ।

সবাই জানে, রানা এজেন্সি থেকে এক পয়সা নিজে নেয় না রানা, আয়-রোজগার যা হয়, সব যায় বিসিআই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে।

আজ কাজের ফাঁকে টিভি দেখছিল রানা, হঠাৎ নিউ ইয়র্কে বোমা বিস্ফোরণের খবর দিল একটি চ্যানেল। আর তার পর পরই ফোন এল চিফ অভ ডিটেকটিভ, ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসনের কাছ থেকে।

ভদ্রলোক তক্ষুণি আসতে চাইলেন আলাপ করতে।

সম্মানিত মানুষটাকে মানা করতে পারেনি রানা।

'আসলে আমাকে কী করতে হবে?' সামনে বসে থাকা ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইল ও। চুমুক দিল ঠাণ্ডা, কালো কফির মগে।

কষ্ট করে মুখ স্বাভাবিক রাখলেন ক্যাপ্টেন। ভাবলেন, ওই বিষের মত কফি তাঁর পেটে গেলে আলসারের ব্যথা তিনগুণ বাড়ত। ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন। 'বলতে গেলে কিছুই জানি না, মিস্টার রানা। চলুন, গাড়িতে যেতে যেতে আলাপ করি?'

পাশের কফি-টেবিল থেকে ওয়ালথার পি.পি.কে. তুলে নিল রানা, কাঁধের হোলস্টারে রেখে চাইল ক্যাপ্টেনের দিকে।

'বেশ, চলুন, যাওয়া যাক।'

চেয়ার ছাড়লেন ভদ্রলোক। 'আমরা প্রথমে যাব হারলেমে।'

দু' মিনিট পর অফিসের সদর দরজায় তালা মেরে পিওনের কাছে চাবি দিয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নেমে এল রানা নীচতলায়।

ভ্যানে করে এসেছে আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

রানাকে দেখে মৃদু হেসে নড করল পরিচিত দু'জন।

সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে রানা উঠে বসতেই পিছনের সিটে বসলেন ক্যাপ্টেন জনসন।

ড্রাইভার রওনা হয়ে গেল হারলেমের একপ্রান্ত লক্ষ্য করে।

'আপনাদের আজকের রোস্টার?' ক' মুহূর্ত পর বলল রানা। হয়তো এসব তথ্য লাগবে না, তবুও জেনে রাখা ভাল।

রাস্তার উপর চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জনসন। 'শুধু জরুরিগুলো বলছি। ব্রুকলিনের উত্তর-পশ্চিমের রেড হুক এলাকায় গতরাতে খুন হয়েছে তিনজন। মর্ডাক তার শার্টের নোংরা আস্তিনে যাই রাখুক, শহরের অন্য এলাকার অপরাধীদের কুকীর্তি কমেনি। এলিমেন্টারি স্কুলের এক নামকরা হেডমাস্টার খুন হয়েছেন দুই ড্রাগ ডিলারের ক্রস-ফায়ারে। এলাকাবাসী নিরাপত্তা চাইছে পুলিশের কাছে। অফিসার ম্যাসন ও গ্যাট্রিকে পাঠাব। আরেকজনকে পাঠিয়েছি মেয়রের অফিসে।'

নিউ ইয়র্কের নতুন মেয়র চাপ দিচ্ছেন পুলিশবাহিনীকে: অত্যন্ত কঠোর হতে হবে অপরাধীদের প্রতি। তরুণ এক কমিশনারকে দায়িত্ব দিয়েছেন মেয়র। এবং গত তিন মাস কমে এসেছে খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি-চুরি। কিন্তু গতরাতের তিনটে খুন সাধারণ মানুষের উপর খুবই খারাপ প্রভাব ফেলবে, এটা মেয়র অফিসের কর্মকর্তাদের জন্য সুখকর নয়।

'এ ছাড়া স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে গায়েব হয়ে গেছে চোদ্দটা ডাম্প ট্রাক,' বললেন ক্যাপ্টেন।

'কনস্ট্রাকশন বিজনেস চালু করতে চাইছে কেউ?' আস্তে করে বলল এক অফিসার।

কী ভেবে যেন আনমনে মাথা নাড়ল রানা।

খেই ধরলেন জনসন, 'এ ছাড়া কয়েকটা ইন্স্যুরেন্স জালিয়াতি

হয়েছে। আর ওই চোদ্দ ট্রাক যারা চুরি করেছে, এতক্ষণে নিউ ইয়র্ক এলাকা ছেড়ে সরে গেছে। আজই ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাবে কণ্ট্র্যাক্টার। তারপর হয়তো টাকা ভাগ করে নেবে চোরদের সঙ্গে।'

কোনও মন্তব্য করল না রানা।

স্বাভাবিক গতির চেয়ে জোরে চলেছে ভ্যান।

মনে মনে বললেন জনসন, বিদ্যুতের গতিতে চলে মাসুদ রানার মগজ। কে জানে, এখন কী ভাবছে বেপরোয়া যুবক?

নীরবতা নেমে এসেছে গাড়ির ভিতর।

বুকে উত্তেজনার ঢেউ টের পাচ্ছে রানা। পিছন থেকে আড় চোখে ওকে দেখছে পুলিশ অফিসাররা। জেনে গেছে, ওর সঙ্গে শত্রুতা আছে ওই বোমাবাজটার।

ক্রিস্টি হল বা মাইকেল গ্রিয়ারকে ভাল করেই চেনে রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওদের উপর চোখ বুলিয়ে নিল। মৃদু হেসে বলল, 'গতরাতের লটারির নাম্বারগুলো কেউ জানেন?'

'সিক্স-থ্রি-সিক্স-টু,' কোরাসের মত বলল গ্রিয়ার ও ক্রিস্টি, যেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নামতা পড়ছে।

ওরা নিয়মিত লটারি কিনছে, আশা করছে একদিন বড়লোক হয়ে যাবে জ্যাকপট পেয়ে। চিরমুক্তি পাবে আর্থিক কষ্ট থেকে

'ব্যাজের নাম্বার ধরছেন, ডালাস?' জানতে চাইল রানা

শ্বেত-ভালুকের মত মস্ত আকৃতির অফিসার লাজুক হাসল 'জী, মিস্টার রানা। প্রতি সপ্তাহে। সিক্স-সিক্স-ওয়ান-ওয়ান।'

নিউ ইয়র্কের পুলিশদের বেশিরভাগই যার যার ব্যাজের নাম্বার অনুযায়ী বাজি ধরে, যদি লেগে যায়!

'ডালাস, আপনার ছেলেমেয়ে কেমন আছে?'

'গত দু' বছরে বড় হয়ে গেছে,' বলল ডালাস। 'ভাল

আছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। আসলেই, বাচ্চাদের নিয়মিত খেয়াল করে না দেখলে হঠাৎ করেই একদিন বোঝা যায়, এখন আর তারা পিচ্চি নেই।

পুলিশ ভ্যানের ড্রাইভার বামে মোড় নিল।

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, ক্যাপ্টেন।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা, কোট খুলে ফেলল। তারপর হোলস্টার খুলে রাখল সিটে। শার্ট খুলতে শুরু করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'গেঞ্জিটা রাখা যাবে?'

'না,' বললেন জনসন। 'এমনকী পায়ের জুতোও না।'

বিনা বাক্যব্যয়ে গেঞ্জি ও ট্রাউযার্স খুলে ফেলল রানা। পিছন-সিটে বসে আছে সুন্দরী অফিসার ক্রিস্টি, বিব্রত বোধ করায় অন্যদিকে চোখ ফেরাল। জুতো খোলার পর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে গুঁজল আণ্ডারওয়্যারের ভিতর পিছন দিকে। ইলাস্টিক চেপে রেখেছে ওটাকে, কিন্তু বাইরে থেকে এক নজরেই বোঝা যায় কী আছে ওখানে।

পিছন-সিট থেকে ওর দিকে চেয়ে আছেন জনসন। খচখচ করছে তাঁর মন— তিনি জানেন, মাসুদ রানাকে মস্ত বিপদে ঠেলে দিচ্ছেন তিনি। হারলেম ভাল জায়গা নয়। নিগ্রো ডেলিঙ্কোয়েন্ট ড্রাগ অ্যাডিক্টদের চোখে পড়ে গেলে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলেই স্রেফ মানা করে দিতে পারত ছেলেটা। তাকে এ কাজে বাধ্য করার ক্ষমতা এমন কী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টেরও নেই।

কিন্তু নিরীহ মানুষ খুন হবে বুঝতে পেরে একটি প্রশ্ন না করে রাজি হয়ে গেছে রানা।

'আবারও ফিরছেন ওয়ান হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি-ফিফথ্ স্ট্রিটে?'

জানতে চাইল রানা।

না, তা নয়। এইমাত্র ব্রেক কষেছে ড্রাইভার।

'আপনার অফিসে যাওয়ার আগে আবারও ফোন করেছিল,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'বলেছে দশ ব্লকের ভেতর কোনও পুলিশকে চায় না সে।'

'জানা গেল না আমাকেই কেন চাই তার,' মন্তব্য করল রানা।

একই কথা ভাবছেন ক্যাপ্টেন। নিগ্রো এলাকার মাঝে রানাকে ছেড়ে দিতে হবে। শ্বেতাঙ্গ বা বাদামি বর্ণের কাউকে এখানে সহ্য করে না ব্ল্যাক আমেরিকানরা। যে-কোনও মুহূর্তে খুন হবে রানা।

'আর কিছুই জানি না, বলেছে এখানে নামাতে হবে,' বললেন জনসন। 'বুক থেকে ঝুলবে স্যাণ্ডউইচ বোর্ড।'

এ কথা আগে বলেননি ভদ্রলোক।

নিজেকে টার্গেট প্র্যাকটিসের বোর্ড বলে মনে হলো রানার। গাড়ি থেকে নামলেই দু' পাশের বাড়ি থেকে গুলি আসতে পারে।

'বেশ,' দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। খালি গা। কোমরে বক্সার শর্টস্। পায়ে মোজা। নিজেকে জোকার মনে হচ্ছে ওর এ বেশে।

ওর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন ক্যাপ্টেনও, চট্ করে দেখে নিলেন ডানে-বামে।

কেউ নেই।

খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ।

কে জানে কেন হারলেমকেই বেছে নিয়েছে মর্ডাক!

আর কেন এই সরু রাস্তাটা?

দু'পাশের বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন।

বাড়িগুলো পুরনো, ভাঙা। একপাশে পুরনো বার, উল্টোদিকে জীর্ণ লণ্ড্রিম্যাট। একটু দূরেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রির দোকান। পাশেই গ্রোসারি স্টোর। লণ্ড্রিম্যাটের সামনে প্রাচীন এক গাড়ি। বলা উচিত গাড়ির কংকাল। হুড খোলা। সেই কবে নাড়িভুঁড়ি লুট হয়ে গেছে। চাকাগুলোও। চার জানালা ও উইণ্ডশিল্ড ভাঙা। বডি ভরা দগদগে খয়েরি-হলুদ জং।

সড়াৎ করে খুলে গেছে উপরের এক অ্যাপার্টমেন্টের জানালা।

ঝট্ করে মুখ তুলে চাইলেন জনসন। ভাবছেন, লোকটার হাতে পিস্তল বা রাইফেল থাকবে।

কিন্তু তেমন কিছু দেখা গেল না।

হিলহিল্লে. সাদা-কালো এক বিড়াল লাফ দিয়ে উঠল জানালার চৌকাঠে। ধনুকের মত পিঠ বাঁকা করে ম্যাঁও-ওঁ-ওঁ আওয়াজ তুলে আবারও নেমে গেল ঘরের ছায়ায়।

ফাঁকা পড়ে আছে রাস্তা।

এইমাত্র গ্রোসারি দোকানের দরজা দিয়ে বেরুল দুই তরুণ। পরনে ছেঁড়া জিন্সের প্যান্ট ও নোংরা শার্ট।

এই ব্লকের সামনে-পিছনটা আবারও দেখলেন জনসন, সাদা বড় স্যাণ্ডউইচ বোর্ড বের করলেন গাড়ির ভিতর থেকে।

ওটা আনতে বলেছে মর্ডাক।

স্যাণ্ডউইচ বোর্ড বাড়িয়ে দিতে আপত্তি তুলল না রানা, দু'পাশের ফিতার দৈর্ঘ্য ঠিক করে নিল, তারপর ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিল সাইনবোর্ড। একটু তিক্ত শোনাল কণ্ঠ, 'জামার আস্তিন নেই, তবে ল্যাপেল মন্দ নয়।'

'পনেরো মিনিট পর আপনাকে তুলে নেব,' বললেন জনসন। সন্দেহ ও অস্বস্তি নিয়ে চারপাশে চোখ বোলালেন।

মর্ডাক যেখানেই থাকুক, লুকিয়ে আছে।

'কষ্ট করে আসতে হবে না,' মনে মনে বলল রানা। 'পাঁচ মিনিট না-ও বাঁচতে পারি!'

'ঠিক আছে, মিস্টার রানা,' বারকয়েক কেশে নিয়ে বললেন জনসন, 'আমরা আসছি পনেরো মিনিট পর।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

গাড়িতে উঠে পড়লেন ক্যাপ্টেন। মর্ডাক বলেছে রানাকে কী করতে হবে ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দেবে সে। এতে একটু ভরসা পেয়েছেন জনসন। আপাতত রানাকে খুন করতে চাইছে না উন্মাদটা। বলেছে কথা মত চললে কোনও বোমাও ফাটাবে না।

তিন

ঘুরে চেয়ে রানা দেখল ইউ-টার্ন নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল পুলিশের ভ্যান। আর দেখা গেল না ওটাকে। বুকের স্যাণ্ডউইচ বোর্ডের লেখায় চোখ রাখল। পড়া শেষে দেখে নিল চারপাশ। গা জ্বলছে ওর। একবার আসুক হারামজাদা মর্ডাক, বুলেটের ভাষায় বুঝিয়ে দেবে মাসুদ রানাকে ঘাঁটাতে হয় না!

হাঁটতে শুরু করে বিরক্ত হয়ে উঠল। বড়সড় স্যাণ্ডউইচ বোর্ডের নীচের অংশ খটা-খট লাগছে ওর হাঁটুর উপর। উঠে এল পাশের ফুটপাথে, চলেছে উত্তরদিকে। সামনে অ্যামস্টারড্যাম

অ্যাভিন্যুতে মিশেছে হাণ্ড্রেড থার্টিএইট্থ্ স্ট্রিট। চারপাশে চোখ রেখেছে ও, অস্বাভাবিক কোনও নড়াচড়া দেখলে আরও সতর্ক হবে।

সামনের রাস্তায় কোনও গাড়ি থামতে পারে, গুলি আসতে পারে যে-কোনও সময়।

ব্লকের মাঝামাঝি যেতেই হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। ঝট্ করে পিস্তলের বাঁটে চলে গেল রানার হাত। ওর চোখ খুঁজছে আওয়াজের উৎস।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে মাঝবয়সী মোটা এক কুচকুচে কালো মহিলা। একবার দেখে নিল ঠিকঠাক দরজায় তালা দিয়েছে। কয়েক ধাপ নেমে পা রাখল খয়েরি কাদাটে ফুটপাথে।

রানা লক্ষ করছে মহিলার প্রতিক্রিয়া।

হাঁ হয়ে গেছে কালো-মানিক। কয়েক সেকেণ্ড পর সামলে নিল চমক। 'কোন্ নরক থেকে এলে, বাপু?' বিস্ময় নিয়ে বলল। 'তোমার জামা নেই কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। এসব যেন ব্যাপারই নয়— এটাই স্বাভাবিক, যখন তখন প্রায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাদামি বর্ণের লোক। 'গুড মর্নিং, ম্যাম! সিটি কাউন্সিলে দাঁড়াচ্ছি। আমাকে ভোট দেবেন তো?' আন্তরিক হাসি উপহার দিল রানা।

আর একটা কথাও বলল না মহিলা, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। তাকে পাশ কাটাল রানা, টের পেল ওর পিঠে সেঁটে আছে মহিলার দৃষ্টি।

দোকানের জানালা দিয়ে এইমাত্র দুই ভাস্তের উপর চোখ পড়েছে জো মাইনারের। ধীরে ধীরে আসছে কোডি আর মাইক, চোখে-মুখে সত্যিকারের আনন্দ। দু'জন মিলে বয়ে আনছে বিশাল এক

বুমবক্স। ওটার ওজন হবে ওদের দু'জনের চেয়ে বেশি। স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে নিয়ে নষ্ট মোবাইল ফোনের উপর কাজ শুরু করল জো মাইনার। কথা দিয়েছে আজ বিকেলের আগেই জিনিসটা ঠিক করে দেবে। দোকান থেকে বেরুবার দরকার নেই, ছেলেদুটো তো এখানেই আসছে।

আস্তে করে মাথা নাড়ল জো। কোনও বাতিল বুমবক্স চাই না ওর। তা ছাড়া, জিনিসটা সম্ভবত চোরাই। কোডি আর মাইকের মাধ্যমে ওর কাছে ওই মাল বিক্রি করতে চাইছে কোনও নেশাখোর। দোকান এমনিতেই ভরে উঠেছে বাতিল মালে, পা রাখার জায়গা নেই। রেফ্রিযারেটার, টিভি, ডিশওয়াশার, ওয়াশিং মেশিন, স্টিরিয়ো— সব মেরামত করতে বাকি জীবন লাগবে ওর। প্রতিবেশীরা ভাল করেই চেনে এলাকার ফিক্স-ইট-ম্যান হচ্ছে জো মাইনার। নিষ্কম্প দুটি হাত আছে ওর, কিন্তু কপাল মন্দ, জন্ম নিয়েছে সাদাদের দেশে কালোমানুষ হয়ে। যদি টাকা-পয়সা থাকত, ডাক্তারি পড়লে নাম ফাটত ব্রেন-সার্জেন হিসাবে।

ইলেকট্রিকাল বা ইলেকট্রনিক্সের জিনিস যেন জাদু দিয়ে ঠিক করে ফেলে। জিনিসটা হয়তো ফেলে দেবে ভেবেছে মালিক, কিন্তু অনেক কম খরচে ওটা মেরামত করতে পারে ও। ঈশ্বর ওকে এই ক্ষমতাটা দিয়েছেন। সেই ছোটবেলায় টের পেয়েছিল, যে-কোনও জিনিস খুলে আবারও ঠিকঠাক লাগাতে পারে। বাড়ির ঘড়ি, ট্র্যানযিস্টার রেডিয়ো থেকে শুরু করে যা পেত, তাই খুলে আবারও জোড়া লাগিয়ে চালু করত। আরেকটু বড় হয়ে প্রতিবেশীদের ইলেকট্রিকাল জিনিস চুরি করে এনে খুলত। ক'বার মারও খেয়েছে সেজন্য।

এই তো গতকাল জাদু দেখিয়েছে। এক খালি অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর পুরনো টিভি পেয়েছিল বাড়ির মালিক।

নষ্ট ছিল ওটা। ওর কাছে নিয়ে এসেছিল ভাঙাড়ির কাছে বেচে দেয়ার জন্যে। ওটা ঠিক করে ফেলেছে ও। একটু আগে টিভিটা চালু করেছে, আর তখনই নিউজ চ্যানেলে শুনল ডাউনটাউনের দামি কোন্ এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বোমা ফেটেছে। তাতে মনোযোগ দেয়নি জো, ওর নজর ছিল অন্যখানে। টিভি থেকে পরিষ্কার ছবি আসছে। আওয়াজও ঠিকঠাক। বাতিল এক টিভির পিকচার টিউব বসিয়ে সামান্য টুকটাক কাজ করতেই টিভিটা হয়ে উঠেছে একেবারে নতুনের মত। চট্ করে আরেকবার টিভির পর্দা দেখে নিল জো। আবছা হয়ে আসছে না ছবি, মোটেও ঝিরঝির করছে না। বাহ্!

বোমার বিস্ফোরণে তৈরি ধ্বংসস্তূপের দিকে চাইল জো। ঘ্যান-ঘ্যান করছে রিপোর্টার, বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত কোনও তথ্য দিতে চাইছে না পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। তা না দিক, ভাবল জো, কোনও কালোমানুষের উপর দোষ চাপিয়ে না দিলেই হলো। দোকানের কলিং বেল টিং-টিং করে বেজে উঠেছে। ঘুরে চাইল জো। এইমাত্র বিশাল বুমবক্স নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিতরে ঢুকেছে ওর দুই ভাস্তে। দুই ভাই মিলে বহু কষ্টে কাউন্টারের উপর তুলল বুমবক্স।

'আঙ্কেল জো!' উত্তেজিত স্বরে ডাকল এগারো বছর বয়সী কোডি। ছোট ভাইয়ের চেয়ে চার বছরের বড় ও। দু'জনের দলের সর্বোচ্চ নেতা। তারের মত টানটান শরীর, আত্মবিশ্বাসী, সর্বক্ষণ টগবগ করছে তেজি আরবি ঘোড়ার মত। জো-র মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। এই বয়সে ঠিক কোডির মতই ছিল ও।

দেয়াল-ঘড়ির দিকে আঙুল তাক কলল জো। 'দশটা নয় মিনিট,' গম্ভীর স্বরে বলল। 'এখনও স্কুলে যাওনি কেন?'

'ক্র্যামার এটা বিক্রি করতে চায়,' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না কোডি, গলা চড়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে ভাস্তেকে দেখল জো। 'ক্র্যামার? ওই যে খাটো ঘাড়ের বাজে ছেলেটা?'

ঘন ঘন মাথা দোলাল মাইক। 'বলেছে ডাস্টবিনে পেয়েছে।'

বললেই হলো? আরও গম্ভীর হয়ে গেল জো।

আমেরিকায় সাদা আর কালোদের সমান অধিকার আছে?

আইনে আছে, কিন্তু বাস্তবে?

মাইক আসলে বোঝে অনেক কিছু। কিন্তু ওর সমস্যা হচ্ছে: বড় ভাইকে দেবতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। ছোট মানুষ, এখনও বোঝে না যে-কোনও সময়ে বড় কোনও বিপদ এসে হাজির হবে।

'ক্র্যামার তো লোকের জিনিস চুরি করে,' বলল জো। 'একদিন দেখবে ডাস্টবিনের ভেতর মরে পড়ে আছে।'

'না, আঙ্কেল, ও এটা চুরি করেনি, বলেছে ওর চাচা ওকে দিয়ে দিয়েছে,' বড় বড় চোখ করে জোর দিয়ে বলল কোডি। ভুলে গেছে একটু আগে অন্য কথা বলেছে ওরা।

'আচ্ছা!' ভাস্তে মিথ্যা বলেছে, জো ঠিক করেছে আপাতত সামান্য শাস্তি দেবে। 'ওই খবরের কাগজটা দাও।'

নির্দেশ পালন করল কোডি, চাচা কী বলবেন সেজন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

খবরের কাগজ মুড়িয়ে নিল জো, তারপর ওটা দিয়ে ধুপ করে বাড়ি বসিয়ে দিল কোডির মাথার উপর। হালকা করে বসিয়েছে, ব্যথা দিতে চায়নি। শুধু বুঝিয়ে দিল, কোনও মিথ্যা চলবে না।

ভীষণ অপমান লেগেছে, চট্ করে পিছিয়ে গেল কোডি,

দুঃখে পানি চলে এসেছে চোখে। কেঁদেই ফেলত, কিন্তু ছোটভাই সামনে, সামলে নিল মনের কষ্ট। মা মাঝে মাঝে মারেন, কিন্তু আঙ্কেল জো কখনও গায়ে হাত তোলেন না।

'খেয়াল রাখবে, তোমাদেরকে যেন মন্দ কাজে জড়াতে না পারে কেউ, বলল জো। 'তোমরা সারাশহর জুড়ে চোরাই মাল বয়ে বেড়াচ্ছ। যদি ধরা পড়ো, মস্ত বিপদে পড়বে। কিন্তু ওই ক্র্যামারের কিছুই হবে না। ও শুধু বলবে তোমাদেরকে চেনে না।'

কঠোর চোখে প্রথমে কোডির দিকে চাইল জো, তারপর মাইকের দিকে। হতবাক হয়ে গেছে ছোট্ট মাইক। বুঝতে পারেনি কেন ওর বড়ভাইয়ের উপর রাগ করেছেন আঙ্কেল জো।

বাবা নেই ওদের, শুধু আছে মা আর চাচা। 'আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসব?' ঢোক গিলে বলল মাইক। প্রিয় চাচার সঙ্গে আবারও খাতির করে নিতে চাইছে।

মাথা নাড়ল জো। 'আমিই দিয়ে আসব... সঙ্গে আরও কিছু।'

শিউরে উঠল মাইক। ক্র্যামার হাই-স্কুলের ছাত্র, বাজে বাজে কথা বলে। আশপাশের সবাই জানে ও বিরাট মস্তান। কিন্তু চাচা তার চেয়েও কঠোর লোক, এটাও ঠিক। এখন খারাপ লাগছে ক্র্যামারের জন্যে। কপাল ভাল হলে অল্পের উপর দিয়ে বাঁচবে, নইলে চাচা...

'এবার কোথায় যাবে তোমরা?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল জো।

একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়বার অভিজ্ঞতা আছে দুই ভাইয়ের। আর সঠিক জবাব দিতে পারলে, চাচার মন ভাল থাকলে দু একটা ডলারও দিয়ে দেন। অবশ্য, জবাব দিতে হবে

ঝড়ের গতিতে। ব্যাপারটা যেন মাল্টিপ্লিকেশন টেবিলের মত। ড্রিল যদি ঠিক থাকে, ভুল না থাকলে একটা হাসি দিতে পারেন টিচার। এবারের মত ছেড়ে দিতে পারেন।

'স্কুল,' বলল কোডি। হেসে ফেলল। টের পেয়েছে পড়ে গেছে চাচার রাগ।

'কেন যাবে?' কড়া চোখে ওকে দেখল জো। ভাব দেখে মনে হলো ঝাঁপিয়ে পড়বে কোডির উপর।

জো আঙ্কেল ওদের হিরো, বড় হয়ে তারই মত দুর্দান্ত মানুষ হতে চায় ওরা।

আশপাশে যাদেরকে দেখে, তাদের বেশিরভাগই জীবনের হাল ছেড়ে দিয়েছে। মনের দুঃখ দূর করতে কেউ গাঁজা খায়, কেউ কোকেন, হেরোইন বা মদ আরেকদল লোককে এড়িয়ে চলে ওরা। তারা বদমেজাজী, নিষ্ঠুর, কিছু হলেই মারপিট শুরু করে।

কিন্তু জো আঙ্কেল এদের মত নয়। মদ খায় না, ড্রাগ্‌স্ নেয় না, সরাসরি লোকের চোখে তাকিয়ে কথা বলে। সত্যিকারের কঠিন মানুষ, নীতি আছে চাচার। কাউকে যদি পছন্দ না হয়, সরাসরি জানিয়ে দেয়— তোমাকে আমার পছন্দ না। তোমার এই কাজ বা ওই কাজ আমি পছন্দ করিনি

'শিক্ষিত হতে যাব,' বলল মাইক।

'কেন?'

জবাবটা জানা আছে কোডির। 'যাতে আমরা কলেজে পড়তে পারি।'

'কাজটা এত জরুরি কেন?'

'সমা...সম... আন পাওয়ার জন্য,' তোতলাতে তোতলাতে বলল মাইক।

'সম্মান,' মৃদু স্বরে উচ্চারণ ঠিক করে দিল জো। 'আর কারা খারাপ লোক?'

'যারা ড্রাগ্‌স্ বিক্রি করে,' বলল মাইক।

'যারা সঙ্গে অস্ত্র রাখে,' খেই ধরল কোডি।

মাথা দোলাল জো। 'ঠিক। আর কারা ভাল লোক?'

মাইক নিজের বুকে তাক করল ছোট্ট তর্জনী। তারপর বড়ভাই আর চাচার দিকেও। 'আমরা ভাল লোক।'

'কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'কেউ না,' বলল মাইক।

ভুরু কুঁচকাল জো। আবারও জিজ্ঞেস করল। এবার আগের চেয়ে জোরে। 'কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?'

'আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করব,' বলল কোডি। কণ্ঠ শুনে মনে হলো দোটানার মধ্যে পড়েছে।

'আর আমরা কাদের কাছ থেকে সাহায্য চাই না?'

'সাদাদের কাছ থেকে, মেক্সিকানদের কাছ থেকেও না,' বলল মাইক।

'ঠিক,' শান্ত স্বরে বলল জো। 'এবার সোজা চলে যাও...'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল জো, অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখেছে জানালা দিয়ে। ভাবতে শুরু করল, নিশ্চয়ই কল্পনা করছে। এক লোক... বাদামি... মেক্সিকান... ওর দোকানের উল্টোদিকে... কিন্তু হারলেমের সবচেয়ে খারাপ ইন্টারসেকশনের সড়কে... পরনে জামা বলতে স্যাণ্ডউইচ বোর্ড, তার উপর বড় করে লেখা: 'আমি কালো কুত্তার বাচ্চাগুলোকে ঘৃণা করি!'

আরে শালা, ডাউনটাউনে এসব লিখলে বাঁচতি, মনে মনে বলল জো। কিন্তু এখানে? মরবি শালা! তার চেয়ে খারাপ কথা, হারামজাদা আছে ওর দোকানের উল্টোদিকে। মরতে এসেছে

শালা! আরও খারাপ হতো শালার লাশটা সাদা রঙের হলে— শুরু হতো শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কালোদের রায়ট। এখনও কম ঝামেলা হবে না। ওই শালার লাশ নিয়ে যাবে পুলিশ। ধড়-পাকড় করবে। ওর সারাজীবনের স্বপ্ন এই দোকান। ওকে যদি ধরে নিয়ে যায়, বাকি জীবনে আর দোকান খুলতে পারবে না।

এসব কেন হবে?

কারণ বাদামি পাছাওয়ালা এক শুয়োর মরেছে!

'৯১১-এ ডায়াল করো,' কোডিকে বলল জো। 'বলবে পুলিশ যেন তাড়াতাড়ি এখানে আসে। একজন খুন হচ্ছে।'

চাচার কণ্ঠের জরুরি সুর টের পেয়েছে দুই ভাই, জমে গেল জায়গায়।

'জলদি!' ড্রিল-সার্জেন্টের মত কড়া ধমক দিল জো।

একইসঙ্গে ফোনের দিকে দৌড় দিল কোডি ও মাইক। ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে জো। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কাজটা শেষ হলে কালো পাছাদুটো নিয়ে সোজা স্কুলে যাবে!'

দোকান থেকে বেরিয়েই চারপাশের পরিস্থিতি চট্ করে বুঝতে চাইল জো। বাদামি পাছাওয়ালা শালা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে না সহজে নড়বে। ব্লকের শেষমাথায় গোল হয়ে বসে আড্ডা মারছে গলির মস্তানগুলো। বয়স আঠারো থেকে বিশ। খসে পড়েছে হাই-স্কুল থেকে। দুই ভাস্তে এদের মত হোক, তা চায় না জো। হাতে অখণ্ড অবসর, আড্ডা মারছে, মোড়ের ফুট-পাথে বসে তাস খেলছে, বিয়ার গিলছে, সেই সঙ্গে চলছে গাঁজা।

বাদামি-পাছার উপর এখনও চোখ পড়েনি কারও। কিন্তু একটু পর তাসের উপর বিরক্তি ধরে গেলে, বা বিয়ার শেষ হয়ে

গেলে তখনই অন্য কোনও আনন্দ খুঁজবে। আর তখনই শুরু হবে মস্ত সমস্যা। বিশাল, মস্ত সমস্যা!

সরাসরি রাস্তা পেরুল জো। ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়েছে বলে টের পেল, ভীষণ গরম। বাদামি-পাছার উপর রোদ পড়েছে। শালা একটু পর শিক কাবারের মত ভাজা ভাজা হয়ে উঠবে। অবশ্য, তার আগেই মস্তানরা তাকে খুন করে ফেলতে পারে।

লোকটার দশফুট আগে থেমে গেল জো। কৌতূহল নিয়ে দেখল চিড়িয়াটাকে। নিচু স্বরে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, 'গুড মর্নিং, স্যর।'

কালো লোকটার দিকে চেয়ে রইল মাসুদ রানা, কোনও জবাব দিল না। পরনে শুধু শর্টস্, নিজের উপর বিরক্ত।

'স্যর, চমৎকার দিন পার করছেন, তাই না? শরীর ভাল তো?' আস্তে আস্তে সামনে বাড়তে শুরু করেছে জো। বাদামি-পাছা ঝট্ করে হাত নাড়লে ছিটকে সরে যাবে। অবশ্য শালাকে ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে। কিন্তু এসব পাগলকে বিশ্বাস নেই। হয়তো ঘ্যাঁচ করে কামড়ে নিয়ে গেল কান বা নাকটাই?

'আমার অবশ্য কিছু বলা উচিত নয়, কিন্তু হারলেমের মাঝে এসব বুকে ঝুলিয়ে রাখা কি ঠিক হচ্ছে?' বলল জো। 'আপনার হয়তো ঘৃণা আছে কারও প্রতি, কিন্তু সব কুকুর তো আর ঘেউ ঘেউ করে না।'

ভুরু কুঁচকে জো-র দিকে চাইল রানা, কিছু বলল না।

আরও কয়েক পা সামনে বাড়ল জো। গলা নিচু, কিন্তু ওর কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পেল, 'আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলছি, স্যর।' কী বলতে চাইছে বুঝবার কথা বাদামি-পাছার। 'হয়তো আর দশ সেকেণ্ড, তারপর ওই ছোকরারা দেখে ফেলবে। আর

তাই যদি ঘটে, আপনি মারা পড়বেন।'

প্রায় নাকে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে জো ও বাদামি-পাছা।

ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি দেখল লোকটার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম। একপাশের কপালে টিপটিপ করছে রগ।

শালা পাগল কোথাকার, ভাবল জো। দেখে মনে হয় জোন্স বিচে মজা লুটতে এসেছে!

'আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?' হিসহিস করে বলল জো। 'খুব খারাপ দিন পার করবেন আপনি!'

'তাই?' গত ক'দিনের ক্লান্তি যেন পেয়ে বসেছে রানাকে।

'হ্যাঁ।'

'আমি পুলিশ,' গম্ভীর মুখে বলল রানা।

অবিশ্বাস নিয়ে চাইল জো। 'কী বললেন?'

'এখন খুলে বলতে পারছি না। একটা কেসে এসেছি।'

পরিস্থিতি তা হলে আরও খারাপ, ভাবল জো।

'ওহ্? আরে, আপনি নিজেই তো বাজে কেস, ডিসেনট্রির কেস! দেরি না করে এবার পাছাটা লুকিয়ে ফেলুন আমার দোকানের ভিতর! আগে পুলিশ আসুক, তারপর বেরুবেন!' চোখের কোণে দূরের ফুটপাথ দেখল জো। তাসের উপর থেকে মনোযোগ হারাতে শুরু করেছে বেয়াড়া যুবকগুলো।

এমনই হওয়ার কথা।

তর্ক শুরু হয়েছে। তাদের একজন হঠাৎ করেই খেপে গেল। ভাল তাস পড়েনি, বা অন্য কিছু। ছুঁড়ে ফেলে দিল তাস ফ্রিসবির মত নানাদিকে গেল ওগুলো।

আরেক খেলোয়াড় গালি দিয়ে উঠল। তাসগুলো কুড়িয়ে নিতে সামনে বাড়ল সে। আর ওই তাসগুলো তুলতে গিয়েই তার

চোখে পড়ল এদিকটা।

যুবকের চোখ স্থির হলো রানার বুকের স্যাণ্ডউইচ বোর্ডের উপর। তিন সেকেণ্ড পর গর্জন ছাড়ল সে, 'অ্যাই দ্যাখ্, শুয়োরের বাচ্চা লিখেছে কী!'

জো দেখল, ওই দলের ভিতর নড়াচড়া শুরু হয়েছে। সবার মনোযোগ এখন বাদামি-পাছার ওপর। এখন আর তাস খেলবে না। 'আরেশ্‌শালার কপাল!' বিড়বিড় করল-জো।

'একঘণ্টা আগে একটা বোমা ফেটেছে মিস ওয়াইল্ডসে,' জরুরি স্বরে বলল রানা।

'তাতে আপনার কী?'

'যে ফাটিয়েছে, সে বলে দিয়েছে আমাকে এখানে আসতে হবে। নইলে অন্য কোথাও বোমা মারবে।'

'তাই বলেছে?' অন্য সময় হলে হেসে ফেলত জো। ভাবত লোকটা মস্ত চাপাবাজ। কিন্তু টিভিতে দেখেছে ওই ধ্বংস-স্তূপ।

চোখের কোণে যুবকদের দেখল জো। তাস খেলবার চেয়ে অনেক উত্তেজনার খোরাক পেয়ে গেছে তারা। হাসছে নিজেদের ভিতর, হাত তুলে দেখাচ্ছে বাদামি লোকটাকে। নিজেদের ভিতর আলাপ চলছে। কোনও তাড়া নেই। সময় তাদের পক্ষে। মেক্সিকানকে আর পালাতে হচ্ছে না।

'সাথে কোনও অস্ত্র আছে?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইল জো।

'আছে,' বলল রানা। 'কেন?'

তিন সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল জো। 'না, ওটা বের করলে লাভ হবে না। এতজনকে ঠেকাবেন কী দিয়ে?'

'আমি তো পাগলও হতে পারি?' চাপা স্বরে বলল রানা।

'আপনি পাগল?' দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে জো। কয়েক

সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ! ওটাই মনে হচ্ছে একমাত্র উপায়!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওর পরিকল্পনা কাঁচা। কিন্তু কাজ হতে পারে। তা ছাড়া, গত ক'দিন একটানা কাজ করে প্রায় পাগল হওয়ার দশাই হয়েছে ওর। বেশি অভিনয় করতে হবে না।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ওদেরকে ঘিরে ফেলা হলো।

'জো, এই শালা তোমার বন্ধু নাকি?' দলের নেতা জানতে চাইল। ইতিমধ্যেই সে রিকার্স আইল্যাণ্ড জেলখানা ঘুরে এসেছে। যখন তখন ছুরি বের করে।

নিজের উপর জোর খাটিয়ে চওড়া হাসি দিল জো। 'একে আমার বন্ধু মনে হলো তোমার? শনিবারে তোমার বোন যেরকম পাগলামি করে, তার চেয়েও বেশি পাগল এই শালা!'

দম আটকে ফেলেছে জো। এবার যা করবার করতে হবে বাদামি-পাছার। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করতে পারে ও।

'নায়াগ্রা জলপ্রপাত!' জোর এক হুঙ্কার ছাড়ল রানা। মুরগির ডানার মত দোলাতে শুরু করেছে দুই হাত। 'এক পা এক পা করে... আমি কি থামি? ঠাণ্ডা মাথা... এক পা এক পা করে... কিন্তু গেল কই নায়াগ্রা জলপ্রপাত? ...ধীরে ধীরে ঘুরে... এক পা এক পা করে...'

জো-র সঙ্গে যে কথা বলেছে, তার দিকে এগুতে শুরু করেছে রানা। বের করে ফেলেছে বত্রিশ দাঁত।

'শালা ড্রাগ্‌স্ খেয়ে টর! যা যা, সরে যা!' ধমক দিল দলের নেতা। পিছিয়ে গেছে এক পা।

বাম বগলের ভিতর ডানহাত গুঁজল রানা। যেন লোম থেকে বের করবে উকুন। আবারও বের করে আনল হাত। 'ওই মেয়ের নাম স্যালি,' কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল। 'কিন্তু ওর বোন ওকে

ডাকত হ্যালি। দুই শালীকে খুন করে... কিন্তু কোন্ শালী যে শ্বাস ফেলল মুখে? কোনটা যে...'

দলের আরেকজনের দিকে বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেছে রানা। 'ওই শালীকে খুন করতেই হলো! কিন্তু ওরা আবারও বেঁচে উঠে... কিন্তু কী করে?'

চমকে গেছে যুবক, গায়ের উপর এসে পড়ছে ড্রাগ্স্ খাওয়া লোকটা। হঠাৎ খেপে গেল সে, দড়াম করে ঘুষি বসিয়ে দিল রানার চোয়ালে।

হাড়ে হাড় লাগার বিশ্রী কড়মড় আওয়াজ হলো। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেছে রানা, এক পা পিছিয়ে গেল।

'দারুণ লাগছে তো!' দাঁত বের করে হাসল ও। 'প্লিয, স্যর, আরেকটা দিন না? ...দিইন না?'

এতে খুশি হলো কুচকুচে কালো যুবক। আগের চেয়ে জোরে গায়ের সমস্ত শক্তিতে ঘুষি মারল রানার চোয়ালে। মুখের ভিতর ছিটকে বেরুল নোনতা রক্ত, রানা টের পেল থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে ক্লান্ত দুই হাঁটু। কোনওমতে দাঁড়িয়ে রইল ও।

মুখ কুঁচকে ফেলেছে জো। বুঝে গেছে, এই শালা পাগল না, কঠিন পাত্র! কোন্ পুলিশ কালোমানুষের মার হজম করবে?

'দারুণ লাগছে,' হাসিমুখে বলল রানা। ঠোঁটের কষা বেয়ে নামছে রক্ত। 'টেলিফোন বক্সে আরেকটা কয়েন দিন না? যদি ভাংতি লাগে, ভেণ্ডারের ডেস্কে যোগাযোগ করুন!'

'শালাকে ব্যথা দেয়া যায় না!' আফসোস করে বলল যুবক আরেক হাতে মালিশ করতে শুরু করেছে মুঠো।

'পারবে না, কারণ শালা আছে মঙ্গল গ্রহে,' বলল জো। 'ছেড়ে দাও ওকে।'

দলের তৃতীয়জন সুইচ গিয়ার ছোরা বের করেছে। সামনে

বাড়ল সে। 'আমি শালাকে মঙ্গল গ্রহ থেকে নামিয়ে আনছি।'

রানার নাকের সামনে ধরল সে ছোরাটা। এতে খুশি হয়ে উঠল তার বন্ধুরা। ওদেরকে কম জ্বালাচ্ছে না মেক্সিকানরা। শালারা কম পয়সার সব চাকরি নিয়ে নিচ্ছে। ওই এশিয়ান শালারাও কম নয়। মরুক শালারা!

স্যাণ্ডউইচ বোর্ড তুলে রানার নাকের সামনে ধরল দলের একজন। আরেকজন ফিতা পেঁচিয়ে ধরল গলায়। ব্যবস্থাটা তার পছন্দ হলো না, টান দিয়ে বোর্ড খুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল রাস্তার উপর। এতে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। পাগল মেক্সিকানের পরনে শুধু জকি শর্টস্। ন্যাঙটো লাগছে শালাকে!

রানার দিকে লাফ দিয়ে বাড়ল ছোরাওয়ালা। ঝট্ করে পিছিয়ে গেছে পাগল। বিদ্যুদ্বেগ তার। সামনে বেড়ে আবারও ছোরা চালাল যুবক। খপ্ করে তার কবজি ধরল রানা, পরক্ষণে একটানে কেড়ে নিল ছোরা। একই সময়ে ঝটকা দিয়ে সামনে বেড়ে রানার কোমর থেকে পিস্তল বের করে নিয়েছে জো। যুবক মস্তানদের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল মাযল।

'সরে যাও!' বেসুরো কিন্তু জোর কণ্ঠে বলল। 'আমি গুলি করতে চাই না, কিন্তু দরকার পড়লে তাই করব!' টিভিতে দেখা পুলিশদের মত সবার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল পিস্তল।

থরথর করে কাঁপছে পিস্তল। তারই ভিতর কক করল। দুই পা পিছিয়ে রানার পাশে পৌঁছে গেছে।

নিগ্রো যুবকদের চোখে খুনের নেশা। এক মেক্সিকানের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরই এক লোক। এর পরিণাম ভাল হবে না। জো-র হাতে পিস্তল থাকতে পারে, কিন্তু তারা চোদ্দজন। ভোর থেকে গিলতে থাকা বিয়ার পেটের ভিতর থাকে উঠে মাথায় গিয়ে জমেছে।

যে-কোনও সময়ে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বুঝতে পারছে জো। ভাস্তেরা ফোন করেনি পুলিশে? শুয়োরের বাচ্চারা আসছে না কেন?

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাদামি-গাধার শ্বাসের শব্দ পাচ্ছে জো। শালা ডোবাল ওকে! শালা নিজে এই বিপদে পড়েছে! এই জ্যাম থেকে নিজে বের হোক শালা!

ঠিক তখনই বোধহয় স্বর্গ থেকে সাহায্য এল। লাল বাতি কারণে এইমাত্র থেমেছে সামনের রাস্তায় একটা ক্যাব!

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল জো, পরক্ষণে পিস্তল তাক করল উইণ্ডশিল্ডের দিকে। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক নিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল ড্রাইভার। লোকটার মনে পড়তে পারছে জো। যাত্রী হিসাবে কালোমানুষ কখনও আদর্শ নয়!

সবুজ হয়ে গেল বাতি।

'নড়লে সঙ্গে সঙ্গে মরবে!' ভয়ঙ্কর কঠোর কণ্ঠে ড্রাইভারকে হুমকি দিল জো। অন্যহাতে ইশারা করল রানাকে। দেরি না করে ঝট্‌পট্ উঠতে হবে ক্যাবে!

কয়েক পা সামনে বেড়ে রানার সঙ্গে পিছন সিটে উঠে পড়ল জো। অস্ত্র এখনও তাক করে রেখেছে নিগ্রো মস্তানদের দিকে।

'রওনা হও!' বিকট জোরে ড্রাইভারকে ধমক দিল জো।

অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল ড্রাইভার। ইন্টারসেকশন থেকে ছিটকে সামনে বাড়ল ট্যাক্সি। পিছনে তেড়ে এল নিগ্রো যুবকরা। গালির পর গালি দিয়ে চলেছে জো ও রানাকে। কবরে নড়ে উঠবার কথা ওদের চোদ্দ পূর্ব পুরুষের!

তারা ছুঁড়তে শুরু করেছে বিয়ারের বোতল। কয়েকটা পড়ল পিছন ডালার উপর। ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে খসে পড়ল ওগুলো। আধ খোলা জানালা দিয়ে হোঁচট খেয়ে ভিতরে ঢুকল

কয়েকটা বোতল। গরম আঠালো স্রোতে গোসল হয়ে গেল রানা ও জো। ঝরঝর করে গায়ে এসে পড়েছে একগাদা ভাঙা কাঁচ। মস্তানরা হতাশ হয়ে আবারও গলির দিকে ফিরছে। এবার তাদের লক্ষ্য জো-র দোকান।

ঠিক তখনই কোমর বাঁকিয়ে পিছনে চাইল ক্যাবি। জো-র নাকের সামনে তুলে ধরল এক তোড়া ডলার। সব এক বা দুই ডলারের। ভয়ে কাঁপতে থাকা স্বরে বলল, 'আমাকে খুন করবেন না, স্যর! সাতটা মেয়ে আমার! মাফ করে দেন! আমার কাছে আর টাকা নেই!'

নাকের কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে দিল জো।

রানা আন্দাজ করল, ড্রাইভার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। বোধহয় জ্যামাইকার। এ দেশে কাজ পাবে ভেবে কিংসটনে পরিবার রেখে এসেছে। প্রতিদিন ভয় নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, আজই মারা পড়বে।

'আহ্, আমি কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছি?' বিরক্ত হয়ে বলল জো। 'আরে বাপু, দূরে কোথাও নামিয়ে দাও! ডাউনটাউনের দিকে চলো! লাল বাতি দেখার দরকার নেই!'

'ইয়েস, বস!' বলল ড্রাইভার। মনে হলো আগের চেয়ে একটু কমেছে তার ভয়।

কার দোষ দেবে, ভাবছে সে। এক ব্যাটার হাতে পিস্তল। আরেকটা প্রায় জন্মদিনের পোশাকে বসে আছে! রক্তের ছিটা দুটোরই গায়ে!

ডানবাহুর উপর বামহাত ফেলল জো, চটচট করছে। হাত সরিয়ে এনে দেখল আঙুলের ডগায় রক্ত। ভাঙা কাঁচে কেটে গেছে।

'গভীর ভাবে কেটেছে?' জানতে চাইল রানা।

'না।' বিরক্তি লাগছে জো-র। শালার এক বাদামি-পাছা মেক্সিকানের জন্য রুজি-রোজগার সব নষ্ট হয়ে গেল! শালা আবার বিয়ার দিয়ে গোসল করেছে!

'একটা কথা জানতে চাই তোমার কাছে,' বলল জো। পিস্তল বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'যে শালা তোমাকে হারলেমে পাঠিয়েছে, মানে যে শালা বোমা মেরেছে, ওই শুয়োরটা লিখেছে: "আমি কালো কুত্তার বাচ্চাগুলোকে ঘৃণা করি?" '

'হ্যাঁ, তাই করেছে,' বলল রানা। পিস্তল নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল। হাত বাড়িয়ে দিল জো-র দিকে। 'দুঃখিত, তোমার রুজির ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট ওসব দেখবে।'

'ওখানে আমার অ্যাপ্লায়েন্স শপ ছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো। 'বুঝতে পারছ, এখন ওটার কী অবস্থা করছে ওরা?' রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল সে।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। হেলান দিল সিটে, চোখ বুজে ফেলল। ট্যাক্সি করে ঘুরবার শখ ছিল না ওর। হিসাবের ভিতরও রাখেনি হারলেমের মস্তানগুলোকে। এখন টনটন করছে ফোলা চোয়াল। গা থেকে বেরুচ্ছে বাডওয়েইসারের দুর্গন্ধ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়ে উঠেছে ক্যালভিন ক্লাইনের মডেলের মত অর্ধ-নগ্ন।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, জো। ওখানে পাঠিয়ে দেয়া হবে পুলিশের গাড়ি।' নীচের ঠোঁটের ভিতর অংশের কাটা জায়গাটা স্পর্শ করল রানা।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখব?' ভীষণ গরম চোখে রানাকে দেখল জো। 'বাদামি-পাছা, তোমার কথা দেখছি সাদামানুষের মত! হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা!'

জো-কে সত্যিই পছন্দ করে ফেলেছে রানা, মৃদু হেসে ফেলল। 'লোকটা তুমি মোটেও খারাপ নও, জো। আমাদের দু'জনের এই ডেট জমে উঠেছে, কী বলো?'

রিয়ারভিউ মিররে চট্ করে ওদেরকে দেখে নিল ড্রাইভার। সন্দেহ নিয়ে বলল, 'আপনারা কোথায় নামবেন, বস?'

লোকটা কী ভাবছে বুঝতে পেরেছে রানা, আবারও হেসে ফেলল।

ওদের দু'জনকে গে মনে করেছে ড্রাইভার। একজন প্রায় নগ্ন, অন্যজন পুরুষ হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে ডার্লিঙের উপর।

দেশে ফিরলে নিউ ইয়র্কের এই কাহিনি বন্ধুদেরকে বড় বড় চোখ করে শোনাবে ড্রাইভার।

'ডাউনটাউন,' বলল রানা। 'পুলিশ প্লাযা।'

'আমার শালার চুতিয়া কপাল!' বিড়বিড় করল জো। অন্য কোথাও যেতে পারলে ঢের খুশি হতো।

বোধহয় আগেও পুলিশের ঝামেলায় পড়েছে জো, ভাবল রানা। হয়তো জেলও খেটেছে। তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এখন, বেশিক্ষণ লাগবে না, স্টেটমেন্ট দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারবে পুলিশ স্টেশন থেকে।

আবারও চোখ বুজে ফেলল রানা। আপাতত বিশ্রাম নেবে ঠিক করেছে। মর্ডাক আবারও কী দাবি করবে, কে জানে! ক্যাপ্টেন জনসনের কাছে শুনেছে, লোকটা জানিয়েছে: আগামী কয়েক ঘণ্টা ওর সঙ্গে খেলবে সে!

চার

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না রানা, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ট্যাক্সি থেমে যেতেই ভাঙল ওর ঘুম। পৌঁছে গেছে পুলিশ প্লাযায়। তিনগুণ বেড়েছে ওর চোয়ালের ব্যথা। গতকাল রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ঘুম তাড়িয়েছে কফি গিলে, এখন বেদম চাপ তৈরি হয়েছে তলপেটে। ট্যাক্সি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল ও, পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ঢুকেই লাফ দিয়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। পরে ট্যাক্সির ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে দেবেন ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন। রানার ধারণা ওর পিছনে আসছে জো মাইনার।

ভুল ধারণা।

সিঁড়ির বাঁকের কাছে পৌঁছে একবার চাইল রানা। ক্যাব থেকে নেমেছে জো, কিন্তু অফিসে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথে। এখনও স্থির করতে পারেনি কী করবে।

সিঁড়ি থেকে হাতের ইশারা করল রানা।

জবাবে মাথা নাড়ল জো।

বাধ্য হয়ে আবারও নেমে গেল রানা। 'কী হয়েছে?' জানতে চাইল।

'কিছুই না,' মাথা নাড়ল জো।

মানুষটা কী যেন চেপে যাচ্ছে, টের পেল রানা। মুখে বলল,

'তা হলে চলো।'

'ওখানে কেন যেতে হবে আমাকে?' আড়ষ্ট স্বরে বলল জো।

অন্য কেউ ঘাড় ত্যাড়ামি করলে রেগে যেত রানা। কিন্তু এখন রাগল না। ওর জীবন বাঁচিয়েছে জো।

'কী ঘটেছে ক্যাপ্টেনকে বলবে,' বলল রানা। 'উনি তোমাকে ভাউচার দেবেন। তোমার দোকানের কোনও ক্ষতি হয়ে থাকলে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবেন। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। এসো।' দরজার কাছ থেকে খপ্ করে জো-র হাত ধরল রানা, রওনা হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

বুলপেনে জোকে পৌঁছে দিল রানা, ওর কাছ থেকে জবানবন্দি নেবে পুলিশ অফিসার। ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দেবে হাতের কাটা অংশে, তারপর নিয়ে যাবে ক্যাপ্টেনের অফিসে।

জেরেমি জনসনের অফিসে মিনিট তিনেক পর পৌঁছে গেল রানা। টেবিলের চারপাশে ব্যস্ত সবাই। ইতিমধ্যে গ্রিয়ারের কাছ থেকে নিজের প্যান্ট, টি-শার্ট ও জুতো সংগ্রহ করেছে রানা, এখন ওকে দেখলে যে কেউ ভাববে বিধ্বস্ত এক মাঝবয়সী লোক।

টেলিফোনের তারের সঙ্গে ট্রেসার সংযোগ করছে এক অফিসার। এক কোণে রুমপিউটারে বসে পড়েছে গ্রিয়ার, বের করছে প্রিন্টআউট। আগে কখনও মর্ডাককে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না, তা খুঁজছে। তার ভিতর ক্যাপ্টেন জনসনের অফিসে হাজির হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওয়াল্টার ওয়াল্‌স্। ধমকের সুরে বলে চলেছে, ক্যাপ্টেন জনসনের উচিত ছিল অনেক আগেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

'না, কেউ আমাকে ফোন করেনি!' জনসনের টেবিলের উপর থাবড়া বসাল সে। 'কেউ জিজ্ঞেস করেনি কিছু! মেয়র বা আমার কাছ থেকে কোনও ক্লিয়ারেন্স নেয়া হয়নি!'

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ওয়াল্টার ওয়াল্‌সের মুখোমুখি হতে চাননি এখন ক্যাপ্টেন জনসন। তাল গাছের মত উঁচু এক লোক ওয়ালস্, ভীষণ নীচ চেহারা, হাড়ে হাড়ে তার পলিটিক্স্। এমন এক লোক, যে কিনা যে-কোনও সময়ে আপন দাদীকে বিক্রি করবে আরেকটা প্রমোশনের জন্য। নোংরা সব কাজে তাকেই ব্যবহার করেন মেয়র। টিকে থাকতে হলে এদের মত লোককেও চাই রাজনীতিকদের। কিন্তু রানার বিরক্তি অন্য কারণে। দুনিয়ার সমস্ত মন্দ কাজ অতি খুশি হয়ে সম্পন্ন করে এই লোকটা।

'ক্লিয়ারেন্স নেয়ার সময় আমাদের ছিল না, স্যর,' নরম স্বরে বললেন জনসন। 'শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ম্যানিয়াক।'

বোধহয় আরও ধমক সহ্য করতে হবে ক্যাপ্টেনকে, আঁচ করল রানা। মাঝে মাঝেই ওয়ালসের চেয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের খপ্পরে পড়েন জনসন। মস্ত সব বিপদে দায়িত্ব নেন, সঙ্গে মেলে বিচ্ছিরি দুর্ব্যবহার। উপরতলার লোকগুলো একে অপরকে ল্যাং মেরে নীচে ফেলতে ব্যস্ত— ওরা বড় বদমাশ, ওদের দিকে তাকাবার সময় নেই পুলিশের, সাধারণ মানুষকে রক্ষার চেষ্টা করে ছোট বদমাশদের খপ্পর থেকে।

'কাজেই ডেকে এনেছেন রানা এজেন্সি থেকে মাসুদ রানাকে, যে কিনা নিজেই মস্ত এক ম্যানিয়াক! এখন তা হলে শহরে দুটো ম্যানিয়াক! ওই লোক এয়ার ফোর্সের কোটি কোটি ডলারের বিমান, সেইসঙ্গে আরও অনেক কিছু উড়িয়ে দিয়েছে, সেটা জানেন?'

ওয়াল্‌স্ খেয়াল করেনি তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা।

'ওই মর্ডাক লোকটার কাছে বোমা আছে,' বললেন জনসন। 'তার দাবি: মিস্টার রানাকে যেতে হবে হারলেমে, নইলে

ফাটিয়ে দেবে ওগুলো পাবলিক প্লেসে।'

জনসনের দিকে ঝুঁকে গেল ওয়াল্‌স্‌। 'ওই লোক... ওই মাসুদ রানা এখন কোথায়?'

চুপ করে রইলেন জেরেমি জনসন।

'আমি আপনার ঠিক পিছনে,' বলল রানা।

ঝট্‌ করে ঘুরে চাইল ওয়াল্‌স্‌। চোখ সরু হয়ে গেছে। তবে মুখ খুলতে পারল না। তার জানা আছে, আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ বহু লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে এই লোকের। তাদের অনেকের ভিতর রয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টও!

'মিস্টার রানা, হেঃ হেঃ! কেমন আছেন?' সবক'টা মুলোর ডিসপ্লে দিল ওয়ালস।

জবাব দিল না রানা, অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল, 'ক্যাপ্টেন জনসন দেরি করলে আজকে মস্ত বিপদে পড়তেন আপনাদের মেয়র। মর্ডাক নামের ম্যানিয়াক আমাকেই ডেকে নিয়েছে। ইচ্ছে করলে ব্যাপারটাকে দুই ম্যানিয়াকের খাতির বলতে পারেন।'

'ছিছি, কী যে বলেন!' বলল ওয়ালস। 'বুঝতেই পারছেন, কাজের চাপে খারাপ হয়ে যাচ্ছে মাথা! কিছু মনে করবেন না।' ঘাড় ঘুরিয়ে জনসনকে দেখল সে, 'আপনার উপর দায়িত্ব থাকল তা হলে।' রানার দিকে একবার নড করে রওনা হয়ে গেল সে দরজার দিকে।

আরেকটু হলে ধাক্কা খেত ডিপার্টমেন্টের ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট জন গর্ডনের সঙ্গে। কোন মতে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল টেরোরিস্টদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

ঘরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন জনসনকে বোঝাতে শুরু করল সে, কী ধরনের হতে পারে মর্ডাকের মানসিকতা।

'তার চাই বিপুল ক্ষমতা,' বলল গর্ডন। 'প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, যা খুশি করতে পারি।' কালো দাড়ি হাতড়ে নিল সে। একবার দেখে নিল রানাকে। 'ওই লোক চাইছে ঈশ্বরের মত করে মিস্টার রানার চুল-দাড়ি ধরে হেঁচড়ে যেখানে খুশি নেবে। যা খুশি বলবে, এবং সবাইকে তা-ই মানতে হবে। ভাবতেও দেবে না। কথার এদিক ওদিক হলেই... বুম্!'

মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। ক্যাপ্টেনের সেক্রেটারি এসে হাজির হয়েছে ওর পাশে। হাতে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও তুলা, ওর জখমের ওপর বোলাতে শুরু করেছে।

'শুধু চুল,' বলল রানা। 'দাড়ি ধরে টানতে পারে সেই আশঙ্কায় ওটা রাখি না। আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন লোকটা স্বেচ্ছাচারী?'

মাথা ঝাঁকাল গর্ডন। 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা, খুবই বাজে লোক। যা খুশি করতে পারে।'

'মিস্টার রানা, আপনি সুস্থ?' জানতে চাইলেন জনসন।

রানার হাতের কাটা অংশে অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট মাখিয়ে দিয়েছে সেক্রেটারি। বলে উঠল, 'মিস্টার রানার জানার কথা যে বিয়ার পেটে দেয়ার জিনিস। মাথার জিনিস নয়।'

'পেটেই তো দিতে চাই,' মৃদু হাসল রানা। 'কিন্তু ওরা গায়ে ঢেলে দিল...হ্যাঁ, আমি সুস্থ, ক্যাপ্টেন।'

'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি জন গর্ডন, আমাদের...'

'আপনি বলছিলেন সে ফালতু লোক,' বলল রানা। 'বলে যান।'

ঘনঘন মাথা দোলাল গর্ডন। 'আমি বলছিলাম লোকটা চায় ক্ষমতা। নাচাতে চায় আপনাকে। ঘোরাতে চায় যেখানে সেখানে। তারপর চায়...

'মেরে ফেলতে,' কথা শেষ করল রানা।

'তা বলতে পারেন,' খুশি হয়ে আরেকবার মাথা দোলাল গর্ডন। 'আপনার উপর প্রচণ্ড রাগ আছে তার। চাপ পড়ছে তার মনে।'

'মিস্টার রানার সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এমন কেউ?' জানতে চাইলেন জনসন।

'শীঘ্রি জানা যাবে। মেগালোম্যানিয়াকরা নিজেদের বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না। বুঝিয়ে দেবে কেন এসব করছে। আপাতত বোধহয় নকল নাম নিয়েছে।' তার নাম মর্ডাক হতে পারে, অথবা সমার্থ কোনও নামও হতে পারে।'

ঠিক তখনই উঁচু গলায় বলে উঠল গ্রিয়ার, 'বিংগো!' কমপিউটার থেকে এইমাত্র মুখ তুলেছে। 'পাওয়া গেছে এক জর্জিয়াস এন মর্ডাক। তিন সালে ধরা পড়ে। কিডন্যাপিং ও জালিয়াতির দায়ে। পনেরো বছরের জেল হয়। কিন্তু দশ বছর খেটে বেরিয়ে এসেছে ভাল ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে। কয়েক মাস আগে মুক্তি পেয়েছে।'

'খোঁজ খবর নেয়া শুরু করো,' গ্রিয়ারকে বললেন জনসন।

ক্যাপ্টেন বোধহয় বুনো হাঁসের পিছনে ছুটতে চাইছেন। স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা, 'অযথা সময় নষ্ট হবে। জর্জিয়াস এন মর্ডাক দেউলিয়া-ব্যবসায়ী ছিল। নিজের পার্টনারের মেয়েকে কিডন্যাপ করে। রানা এজেন্সির হাতে ধরাও পড়ে যায়। সাইকো ছিল না। কিন্তু এই লোক আমারই মত ম্যানিয়াক।'

'হতে পারে, মিস্টার রানা,' বললেন অফিসার টনি রুস্টার। 'তবে এই লোক ভাল করেই জানে কীভাবে তৈরি করতে হয় বোমা।'

বম স্কোয়াডের হেড রুস্টার, এসে দাঁড়িয়েছে দরজার

সামনে। হাতে পুরনো এক চামড়ার ব্রিফকেস। তফাৎ শুধু ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে অ্যান্টেনা। ঘরের ভিতর অনেকে, কারও সঙ্গে ধাক্কা না লাগিয়ে সাবধানে ভিতরে ঢুকল সে। ব্রিফকেস ধপ্ করে ফেলল ক্যাপ্টেনের ডেস্কের উপর।

'পার্কে বাচ্চাদের খেলার জায়গায় এটা পাওয়া গেছে।' প্রশংসার সুরে বলল রুস্টার, 'খুব পেশাদার কাজ। জিনিসও ভাল।' মাথার উপর দুই হাত তুলল সে, জোরে হাততালি দিল। 'বুম্!'

ব্রিফকেস থেকে আধ ফুট পিছিয়ে গেছেন জনসন। আপত্তির সুরে বললেন, 'এভাবে ধুপ্ করে রাখার কী মানে?'

ব্রিফকেসের ডালা খুলল রুস্টার। ভিতরে রয়েছে বিশেষ ভাবে তৈরি র‍্যাক। তার ভিতর কাঁচের সব টিউব। গলা পর্যন্ত ভরা লাল ও স্বচ্ছ কী যেন। 'মেশানো হয়নি,' বলল রুস্টার। 'আপনার কিছুই হবে না। দুটোর যে-কোনওটা খেয়ে ফেললেও বড়জোর পাতলা পায়খানা ছুটবে, আর কিছু হবে না।'

বোমা বিষয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া বলা চলে টনি রুস্টারকে। ডিঅ্যাকটিভেট করা গ্রেনেডের কারণে বহু আগে উড়ে গিয়েছিল ডানহাতের দুটো আঙুলের ডগা। বোমার বিষয়ে এ দেশের পুলিশ বিভাগের সেরা লোক সে।

'দারুণ জিনিস,' বলল রুস্টার। 'বাইনারি লিকুইড।'

'কী বললে?' নাক কুঁচকে ফেললেন জনসন।

'এপোক্সির মত। দুই ধরনের তরল। এবার দেখুন...' দুটো টিউবের মুখ খুলে ফেলল রুস্টার। লাল তরলের এক ফোঁটা ফেলল ডেস্কের উপর। পাশেই ফেলল স্বচ্ছ আরেক ফোঁটা এবার পা থেকে একপাটি জুতো খুলে ফেলল, ওটা দিয়ে দড়াম করে নামিয়ে আনল দুই খুদে ফোঁটার পাশে।

'একা ওরা কিছুই নয়। কিন্তু দুটো মিশে গেলে...'

এবার একটা পেপার ক্লিপ তুলে নিল সে, ওটার আগায় একটু করে মেশালো দুই ধরনের তরল, তারপর বুলপেনের দিকে ছুঁড়ে দিল ক্লিপ। ওটা গিয়ে পড়ল একটা চেয়ারের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ হলো। বিস্ফোরিত হয়েছে চেয়ার। ঝলসে উঠল আগুন।

কেউ একজন দৌড়ে আনল ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ওটা দিয়ে স্প্রে করল ভাঙা চেয়ারের উপর। আরও কয়েকজন জুতো দিয়ে মাড়িয়ে নেভাতে চাইল আগুন। কয়েক সেকেণ্ড পর নিভল শিখা।

'হায় যিশু, রুস্টার!' থতমত খেয়ে বললেন ক্যাপ্টেন জনসন।

ভাবতে পারেননি ডেমনস্ট্রেশন এমন হবে। চেয়ে রইলেন বিধ্বস্ত চেয়ারের দিকে। এখনও ওটার গা থেকে উঠছে ধোঁয়া।

খুশি হয়ে হাসল বম স্কোয়াডের চিফ। 'দারুণ জিনিস, কী বলেন? এই জিনিস ওর কাছে থাকলে বুঝতে হবে মস্ত বিপদ। তবে তার আগে বোমা আর্ম করতে হবে। বুঝলেন না, স্বচ্ছ তরলের ভিতর লাল তরল পড়তেই ডেটোনেট করবে।'

'তার আগে কতক্ষণ সময় পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল গ্রিয়ার।

কাঁধ ঝাঁকাল অফিসার রুস্টার। 'দশ সেকেণ্ড, দুই মিনিট, এক ঘণ্টা... কিন্তু একবার মিশে গেলে?' চওড়া হাসি হাসল সে। 'তখনই তো মজা!'

'এ জিনিস নিশ্চয়ই যেখানে সেখানে মেলে না?' জানতে চাইলেন জনসন। 'খুঁজতে শুরু করলেই আমরা বুঝতে পারব কোথা থেকে...'

'আগেই জানি,' তাঁকে শেষ করতে দিল না গ্রিয়ার। টান দিয়ে ফড়াৎ করে বের করে নিল কমপিউটার প্রিন্টআউট, ধরিয়ে দিল জনসনের হাতে। 'হার্টমোর ল্যাব। গত সপ্তাহে চুরি হয়েছে।'

'আরেকটা তৈরি করতে পারবে?' জানতে চাইল রানা।

'একটা?' ভুরু আকাশে তুলল গ্রিয়ার। 'পুরো এক টন কেমিকেল খোয়া গেছে!'

হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল রানার। ক্যাপ্টেন জনসনের দিকে চাইল। ভদ্রলোকের চোখে ভয়। দুই চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে গ্রিয়ারের।

কেউ ওর নিজের চোখে চিন্তার ছাপ দেখছে কি না, বুঝতে পারল না রানা। যখন তখন বোমা ফাটাতে পারে মর্ডাক নামের ওই ম্যানিয়াক। সেক্ষেত্রে মরবে বহু মানুষ। মহিলা, শিশু কেউ রক্ষা পাবে না। বিশেষ করে যদি পার্কে রাখা হয় ও জিনিস।

মৃত্যুভীতি কমই আছে রানার। কিন্তু কোনও উন্মাদের কারণে মরতে ঘোর আপত্তি আছে ওর। বিশেষ করে এমন এক উন্মাদ, যে কিনা সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলতে চাইছে।

'ডেটোনেটিং মেকানিযম যে-কোনও কিছু হতে পারে,' বলল টনি রুস্টার। ভাব দেখে মনে হলো হাই-স্কুলের কেমিস্ট্রির ক্লাস নিতে এসেছে। 'রেডিয়ো, ইলেকট্রিকাল... আসলে একটা বিপার এমনকী ফোন দিয়েও যা খুশি করা যায়।'

টনি রুস্টারের মত অত অভিজ্ঞ নয় রানা, কিন্তু বুঝতে পারছে লোকটা ঠিক কথাই বলছে।

বাইনারি লিকুইড ব্যবহার করে কীভাবে বোমা তৈরি করা যায় বলে চলেছে লোকটা।

রানা খেয়াল করল ক্যাপ্টেন জনসনের সেক্রেটারি হাতের ইশারা করতে শুরু করেছে।

'ক্যাপ্টেন, ও!' জনসনের সেক্রেটারিকে বলতে শুনল রানা।

'এটার সঙ্গে রয়েছে ডাবল আলবার্টি ফিডব্যাক লূপ,' বলে চলেছে রুস্টার। আনন্দিত মনে হচ্ছে তাকে। বোমা যে তৈরি করেছে তার বুদ্ধিমত্তা দেখে যেন খুশি। টের পেল না সেক্রেটারির কণ্ঠের উত্তেজনা। 'এই দারুণ কৌশল প্রথম ব্যবহার করা হয় লেবাননে, যতটা মনে পড়ে...'

'টনি,' তার বক্তৃতা থামাতে চাইলেন জনসন। 'টনি!'

মাঝপথে থেমে গেল বম স্কোয়াডের চিফ। এইমাত্র খেয়াল করেছে টেলিফোনের দিকে আঙুল তাক করে তাকে কী যেন বোঝাতে চাইছেন ক্যাপ্টেন।

'ট্রেস করা শুরু করো,' বললেন জনসন। হাতের ইশারা করলেন।

কল পাঠিয়ে দিল তাঁর সেক্রেটারি।

ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠেছে ফোন। ডিভিডি ডেকের রেকর্ড বাটন টিপে দিলেন জনসন। ঝট্‌পট্ কানে হেডসেট পরে নিল রানা, গ্রিয়ার ও জন গর্ডন। সবাই তৈরি বুঝে নিয়ে রিসিভার তুললেন ক্যাপ্টেন।

'মর্ডাক?' নরম স্বরে ডাকলেন।

'হ্যাঁ, সে বুকে নিয়েছে বোর্ড। হেঁটে গেছে রাস্তা ধরে। এবং মরেনি।' শুনে মনে হলো বাচ্চাদের ছড়ার বই থেকে বলছে লোকটা। আরও কী যেন বলল বিড়বিড় করে। মনে হলো ইউরোপিয়ান কোনও ভাষা। আবার ইংরেজি শুরু করল: 'কে জানত মরবে না? আমার কবুতর দুটো এখন কোথায়?'

জন গর্ডনের দিকে চাইলেন ক্যাপ্টেন। আস্তে করে মাথা

নাড়লেন। 'কবুতর?'

'আমার দুটো কবুতর ছিল, ও-দুটো কোথায় গেল?'

'আপনি বলতে চান মিস্টার রানা?' বললেন জনসন।

'তো আর কে?'

চট্ করে গর্ডনের দিকে চাইলেন ক্যাপ্টেন। দিক নির্দেশনা আশা করছেন।

রানার দিকে চেয়ে মাথা দোলাল সাইকোলজিস্ট।

আলাপে যোগ দিতে বলছে।

'একটা কবুতর এখানে,' ওর মাউথ পিসে বলল রানা।

'আচ্ছা! আছ তা হলে!'

টিটকারির সুর লোকটার কণ্ঠে, উচ্চারণ প্রায় জার্মানদের মতই। নিজেকে নিয়ে খুব আনন্দিত। তা হতেই পারে, তিক্ত মনে ভাবল রানা। ইচ্ছামত ওকে খেলাতে পারছে। নির্দেশ দিলে তার কথামত শহরের একদিক থেকে শুরু করে আরেক দিকে ছুটতে হবে ওকে। আসলেই বার্তাবাহক কবুতর হয়ে উঠেছে ও। এবং কাজ শেষে এক গুলিতে কবুতরকে শিকার করতে পারবে লোকটা!

'অন্যজন কই?' জানতে চাইল মর্ডাক।

ভুরু উঁচু-নিচু করলেন জনসন।

আরেকজন আবার কে?

দরজা দিয়ে জো মাইনারকে দেখিয়ে দিল রানা। সে এইমাত্র ছাড়া পেয়ে এগিয়ে আসছে আরেক ডিটেকটিভের সঙ্গে। তাকে বলা হয়েছে, হারলেমে গাড়ি করে পৌঁছে দেয়া হবে।

'হ্যাঁ, সে-ও আছে,' বলল রানা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গ্রিয়ার। ডানহাত ধরে নিয়ে এল জো-কে ক্যাপ্টেনের ঘরের ভিতর। স্পিকারফোনের বাটন টিপে

দিলেন জনসন। এবার সবাই শুনতে পাবে।

'ওই কেলে-ভূতকে লাইন দাও,' নির্দেশ দিল মর্ডাক।

ভীষণ রেগে গেল জো মাইনার। 'আমি কালো বলে তোমার এত সমস্যা কীসের?' কড়া স্বরে জানতে চাইল।

শ্বাস আটকে ফেলল রানা। জো এখন তর্ক বা গালাগালি শুরু করলে শতগুণ বাড়বে বিপদ। কথা বলাতে হবে মর্ডাককে দিয়ে, ট্রেস করতে হবে কল। লোকটা রেগে গেলে ফোন রেখে দেবে।

অবশ্য মনে হলো না জো-র কথা পাত্তা দিল মর্ডাক। 'হ্যালো, কেলে-ভূত। আমার সমস্যা হচ্ছে রানার জন্য দারুণ ঝামেলা তৈরি করলাম, আর তুমি মাঝখান থেকে বাগড়া দিলে।'

'তাই? একবার সামনে আয়, তোর পাছা দিয়ে ভরে দেব শয়তানি!' গুড়গুড় করে উঠল জো।

এবার ধৈর্য হারাল মর্ডাক। ক্লিক আওয়াজ তুলে কেটে গেল লাইন।

আবারও শুরু হয়েছে ডায়াল টোন।

জো বিগড়ে দিয়েছে লোকটাকে।

ঠাস্ করে রিসিভার রাখলেন ক্যাপ্টেন জনসন। 'খুব খারাপ করলেন আপনি!' কড়া স্বরে বললেন জো-কে। 'এর উপর নির্ভর করছে বহু মানুষের প্রাণ!'

হঠাৎ করেই থমথমে হয়ে উঠেছে ঘরের পরিবেশ।

যেন ফুরিয়ে গেছে সমস্ত অক্সিজেন, শ্বাস নেয়াও কঠিন।

এ ঘরের প্রত্যেকে অভিজ্ঞ, মোকাবিলা করেছে নানা বিপদের। সিভিলিয়ান জো মাইনার একমাত্র লোক যে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারেনি।

এখন ত্যাড়চা দৃষ্টিতে ওকে দেখছে সবাই। কিন্তু তাকে কিছু

বলবারও নেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। তার ট্রেনিংও নেই।

এখন ওর দিকে চেয়ে নিজেদের ভয় এবং দুর্বলতা কুরে কুরে খেতে শুরু করেছে প্রায় সবাইকে।

ব্যতিক্রম শুধু রানা। ও বুঝতে পারছে, টানটান উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে জো মাইনার। প্রথম থেকেই পুলিশের ঝামেলায় পড়তে চায়নি। এই মুহূর্তে আফসোস করছে যে রেগে গিয়েছিল। ওর চোখে আরও কিছু আছে। ওটা আগেও দেখেছে রানা। পুলিশের হেডকোয়ার্টারে আসবার কথা বলতেই ঘৃণা ফুটেছিল চোখে।

'ওই লোক আবারও ফোন না দিলে আপনার কপালে দুঃখ আছে!' প্রথমবারের মত হুমকি দিলেন ক্যাপ্টেন জনসন।

'আবারও ফোন করবে,' নিশ্চয়তা দিল সাইকোলজিস্ট জন গর্ডন।

হাঁ করলেন জনসন, কিছু বলতে গিয়েও চুপ রইলেন। আবারও বন্ধ করে ফেললেন মুখ।

থমথম করতে লাগল ঘর।

পেরুল পুরো দুই মিনিট।

সবাই চেয়ে আছে টেলিফোনের দিকে। মনে মনে বলে চলেছে, একবার রিং হোক। আবার যোগাযোগ করুক মর্ডাক। ধরতে হবে লোকটাকে। আবারও কোথাও বোমা রাখবার আগেই ঠেকাতে হবে তাকে।

সত্যি, আবারও বেজে উঠল ফোন।

ঠিকই বলেছে জন গর্ডন। খপ্ করে রিসিভার তুললেন ক্যাপ্টেন জনসন। 'হ্যালো, মর্ডাক? নিজে থেকে ওসব বলেছে ওই লোক, ওসব আমাদের কথা নয়।'

'দেখছি খুবই বাজে লোক,' বলল মর্ডাক। কণ্ঠে প্রকাশ পেল নীচতা। 'আবারও যেন এমন না হয়। ...তোমার নাম কী, নিগ্রো বয়?'

মনে মনে গুঙিয়ে উঠল রানা।

মর্ডাক খোঁচাতে শুরু করেছে জো-কে।

ফলাফল খারাপ হতে পারে।

তর্জনী তুলে জো-কে সতর্ক করে দিলেন জনসন— মুখ বন্ধ রাখুন। একটা কথাও নয়।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

'আমাকে নিগ্রো বয় বলে ডাকতে এসো না,' ধমকে উঠল জো। অন্যদের দিকে কড়া চোখে চাইল। কেউ আপত্তি তুললে তর্ক শুরু করবে।

কপাল ভাল, ফোন রাখল না মর্ডাক।

'সরি, রাগটা কীসের? আমি তো ঠাট্টা করছিলাম।' চাপা হাসল সে। গলার ভিতর যেন শুকনো কাশি। বুড়োরা শীতে এমন কাশে। 'আমি ভেবেছিলাম দু-চার কথা শেষে তোমাকে বাড়ি ফিরতে দেব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে খেলার সঙ্গে জড়িয়ে নেয়াই ভাল।'

জো কিছু বলবার আগেই তুড়ি বাজাল জন গর্ডন, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছে। 'ওকে পাওয়া গেছে!' ফিসফিস করে বলল। ট্রেসার দেখিয়ে দিল। 'পে-ফোন...' হেডসেটের আরেক প্রান্তে কাজ করা টেকনিশিয়ানের দিকে চাইল। এরিয়া কোড জানতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর চাপা স্বরে বলল, 'অসলো?'

ব্রুকলিন বা কুইন্স হলেই অবাক হতো সে।

অসলো তো হাজার মাইল দূরে!

'নরওয়ে?' বিড়বিড় করে বললেন ক্যাপ্টেন জনসন।

আস্তে করে মাথা নাড়ল গ্রিয়ার। 'একমিনিট! না! হুয়ারেয, মেক্সিকো!'

ভুরু কুঁচকে টেকনিশিয়ানের দিকে চাইল সে। 'দুশ্‌শালা! এখন বলছ অস্ট্রেলিয়ার...'

সত্যিকারের পেশাদার টেকনিশিয়ান মর্ডাক।

সাধারণ কোনও দুর্বৃত্ত ইণ্টারন্যাশনাল সার্কিটে কল রি-রুট করতে পারে না। বিশেষ যোগ্যতা না থাকলে বোকা বানাতে পারে না এনওয়াইপিডির সফিসটিকেটেড ট্রেসিং ইকুইপমেণ্টকে।

'আর ট্রেস করতে হবে না,' হতাশ হয়ে বলল গ্রিয়ার।

চাপা শ্বাস ফেলল রানা।

মর্ডাক বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, এ ছাড়া আরও কত কী যোগ্যতা আছে, কে জানে!

'ফোন কোম্পানির সঙ্গে মজা চলছে, তাই না?' হেসে উঠল মর্ডাক। কণ্ঠ শুনে মনে হলো নতুন খেলনা পেয়ে খিলখিল করে হাসতে শুরু করেছে ছোট্ট বাচ্চা। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর ভয়ঙ্কর স্বরে বলল, 'মর্ডাক চাইছে সেভেণ্টি-সেকেণ্ড আর ব্রডওয়ের সাবওয়ে স্টেশনে যেতে হবে রানা আর ওই কেলে-ভূতকে। স্টেশনের বাইরে পে-ফোনে কল দেব পনেরো মিনিট পর। কোনও পুলিশ না। সঠিক সময়ে ফোন রিসিভ না করলে তোমাদের বিপদ হবে। ...আমার কথা বুঝতে পেরেছ, রানা?'

'শুনলাম,' আরও তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বলল, 'হোয়াই মি? আমাকে বাছাই করলে কেন? তোমার কথা কেন শুনতে হবে আমার? আমি তো তোমাকে চিনিই না, তুমি...'

'চেনো, চেনো! ভাল করেই চেনো। আর আমিও ভাল করেই

জানি, তুমি এদেশের নাগরিক না হলে কী হবে, যে-কোনও দেশের নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঠেকাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার বদ-খাসলত আছে তোমার। আমার হুকুম মানতেই হবে তোমার।'

গত কয়েক দিন ছুটে চলেছে এক শহর থেকে আরেক শহরে। ঘুম নেই বললেই চলে। ভেঙে আসছে শরীর। বিশ্রাম দরকার। শুয়োরটা ওকে রানা বলে সম্বোধন করেছে, যেন ইয়ার দোস্ত। দাবি নিয়ে বলছে, এমনও নয়। হুকুম!

জুন মাসের মাঝের এই দিনগুলোয় নিউ ইয়র্ক হয়ে ওঠে নরক। হিউমিডিটি বাড়তে থাকে, সেইসঙ্গে তাপমাত্রা। হাড়ে হাড়ে শয়তান এক ক্রিমিনালের কথা মত ছুটতে হবে এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায়। নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে ওকে!

গর্ডনের দিকে চাইল রানা, 'আপনার কী মনে হয়, একটা সাইকোর কারণে বাচ্চাদের মত লুকোচুরি খেলব আমি?'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ঘনঘন মাথা নাড়তে শুরু করেছে সাইকোলজিস্ট গর্ডন। ভুল, মস্ত ভুল করেছেন রানা। ভুল কথা বলে রাগিয়ে দিয়েছেন ভয়ঙ্কর ওই ক্রিমিনালকে!

চুপ করে অপেক্ষা করল রানা। যে-কোনও সময়ে ফোন রেখে দেবে মর্ডাক।

না, রাখেনি।

'লুকোচুরি খেলছি না আমি!' রাগ নিয়ে বলল মর্ডাক।

লোকটাকে আরও রাগিয়ে দিতে চাইল রানা। মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। 'আমার ধারণা, চুরি বা পকেট-মারিং করার কারণে তোমাকে ধরিয়ে দিই পুলিশে। না কি মেয়েদের কণ্ঠ নকল করে কাউকে ফোন করেছিলে?'

'ক্-কী!' তোতলাতে শুরু করেছে মর্ডাক। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি আবার ধরবে আমাকে? তুমি বসে থাকা

অবস্থায় তোমাকে চেয়ার সহ উধাও করে দিতে পারি আমি, তা জানো?'

লোকটাকে আরও খেপাতে চাইছে রানা।

'তো বলো দেখি কেন খুন করতে চাইছ আমাকে?'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, রানা,' চাপা স্বরে বলল মর্ডাক। 'আমি যদি তোমাকে খুনই করতে চাইতাম, এতক্ষণে খুন হয়ে যেতে।' হেসে উঠল সে। সেই চাপা হাসি।

'মর্ডাক, আমার কথা শুনুন,' বললেন ক্যাপ্টেন জনসন। 'বুঝতে পারছি মিস্টার রানার ভাল চান আপনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাসুদ রানার এত যোগ্যতা নেই যে আপনার কথা বুঝতে পারবে।' মাথা নেড়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি রানার দিকে চেয়ে।

ভঙ্গি দেখে মনে হলো এ ঘরে রানা নেই, ক্যাপ্টেন জনসন বলে যেতে লাগলেন, 'ফালতু লোক ওই মাসুদ রানা। আরে, ডিটেকটিভ এজেন্সি করা তো দূরের কথা, দারোয়ান হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই। ...এবার আমার কথা শুনুন, স্যর, বলুন কী পেলে আপনি খুশি হবেন।'

'তার মানে... বলতে চাইছ টাকার কথা?'

'জী। মাসুদ রানা তো টয়লেটের ক্রিমি।'

বেশ বিরক্ত হলো রানা। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ক্যাপ্টেনের, তোয়াজ করে চলেছেন বদমাশটাকে, 'ওই লোকের কথা বাদ দিন, কাজের কথায় আসা যাক। কেমন হয় এক মিলিয়ন ডলার পেলে? কোনও দাগ ছাড়া নোট। আপনিও হুমকি দেবেন না, আমরাও আপনাকে বিরক্ত করতে যাব না। ওই টাকা দিয়ে...

'রাখুন আপনার টাকা!' ধমকে উঠল মর্ডাক। 'আপনাদের ফোর্ট নক্সের সমস্ত সোনা দিয়ে দিলেও মাফ পাবে না মাসুদ

রানা।'

খসখস করে প্যাডে নোট নিচ্ছে সাইকোলজিস্ট জন গর্ডন।

রানার উপর প্রচণ্ড রাগ আছে এ লোকের। প্রতিশোধ নিতে চায়। টাকা দিয়ে নিরস্ত করা যাবে না।

আবারও বলল মর্ডাক, 'সেভেন্টি-সেকেণ্ড স্ট্রিট সাবওয়ে। পে-ফোন। পনেরো মিনিট। রানা আর ওই কেলে-ভূত। দেরি না করলে ওখানে একটা ব্রিফকেস পাবে। আর যদি কোনও ভুল করে, মস্ত শাস্তি পেতে হবে তোমাদের সবাইকে।'

ক্যাপ্টেন জনসন আর একটা কথাও বলবার সুযোগ পেলেন না, তার আগেই ফোন রেখে দিল লোকটা।

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিস্টার রানা, আমাদের আর কোনও উপায় নেই,' ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন জনসন।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল রানা, বুঝতে পেরেছে।

জন গর্ডনের দিকে চাইলেন জনসন। 'বদ্ধ উন্মাদ?'

সায় দিয়ে মাথা দোলাল গর্ডন। 'টেক্সট্‌বুক মেগালোম্যানিয়া। যে-কোনও কেস-স্টাডি পড়লেই চিনবেন মর্ডাককে।' দাড়িতে হাত বোলাল সে। নোট দেখছে। 'নিজের পরিচয়ের সূত্র দিয়েছে। জার্মান ভাষা ব্যবহার করেছে। বলেছে "আপনাদের" ফোর্ট নক্স। একটু তোতলাতে শুরু করেছে মিস্টার রানা তাকে উত্তেজিত করে তোলায়।'

সন্দেহ নেই আমেরিকান নয়, বুঝতে দেরি হয়নি রানারও। সাইকোলজির ডিগ্রি লাগে না এটা বুঝতে।

'আমরা কি সত্যিই টাকা দিয়ে কিনতে পারব না লোকটাকে?' গর্ডনের কাছে জানতে চাইলেন অসহায় জনসন।

'জীবনেও না, টাকার কথা তুললেই আরও রেগে উঠবে,' বলল গর্ডন।

মুষড়ে পড়বার মত চেহারা হলো ক্যাপ্টেনের। ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে খুললেন উপরের ড্রয়ার, ভিতর থেকে বের করলেন সোনালী একটা ব্যাজ। ওটা ডিটেকটিভ পুলিশের শিল্ড। বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। বললেন, 'যত বাজে কথাই বলি, দয়া করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন, মিস্টার রানা। এতে আমাদের অনেক উপকার হবে। ...নিন শিল্ডটা। কাজে লাগতে পারে।'

ডিটেকটিভ পুলিশের শিল্ড নিল রানা, রেখে দিল টি-শার্টের বুক পকেটে।

অ্যাণ্টাসিডের বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন ক্যাপ্টেন, মুখে ফেললেন গোটা চারেক বড়ি। চিবুতে শুরু করেছেন।

'তার মানে আমাদেরকে যেতে হবে সেভেণ্টি-সেকেণ্ডে, সময় পনেরো মিনিট,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

'হ্যাঁ, মিস্টার রানা,' ধপ্ করে চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন। 'আপনাদের জন্য ট্যাক্সি ডেকে দেবে করবিন বেকার।'

'একমিনিট!' আপত্তির সুরে বলল জো।

সবাই ঘুরে চাইল ওর দিকে।

'আমি কোথাও যাচ্ছি না,' ঘোষণার সুরে বলল জো।

'মর্ডাক বলে দিয়েছে, যেতেই হবে,' ক্লান্ত সুরে বললেন জনসন।

গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

জনসন ভুলে গেছেন, জো ওঁর বাহিনীর বেতনভুক লোক নয়।

'কোনও পাগলের জন্য লাফিয়ে বেড়াব না আমি,' শান্ত স্বরে স্পষ্ট বলে দিল জো। 'এটা সাদামানুষের সমস্যা। আরেক সাদামানুষের সঙ্গে। আপনাদেরই ঠিক করতে হবে সব। এখানে পা রেখে ভুল করেছি, দ্বিতীয়বার এই ভুল করতে চাই না।'

ঘুরে দাঁড়াল জো, রওনা হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

বাস্তবে জো-কে ঠেকাতে পারবে না কেউ, কোনও দোষ করেনি ও, ভাবল রানা।

কিন্তু এখন ওকে খুব দরকার।

কে জানে, হয়তো ওর নিজের কারণেই এখানে সেখানে বোমা রাখছে খ্যাপা লোকটা!

দায়িত্ব এড়াতে পারবে না ও।

মর্ডাকের সঙ্গে খেলতে হবে ওকে। ধরতে হবে লোকটাকে।

ওর কারণে কেউ মারা পড়লে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না রানা।

আর জড়িয়ে গেছে জো-ও। এখন ওকে চলে যেতে দিলে রেগে যাবে মর্ডাক, ফলে ফাটবে বোমা।

'আমাকে বাঁচিয়েছিলে কেন?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল জো। 'আমি বাঁচাইনি! শুধু চেয়েছি সাদা বা মেক্সিকান কোনও পুলিশ হারলেমে যেন না মরে! তোমাদের একটা পুলিশ মরলে একহাজার পুলিশ যাবে! গুলি শুরু করবে কালোমানুষের ওপর। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন তোমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছি?'

ঝড়ের গতিতে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল জো।

থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

জো খুব একটা মিথ্যা বলেনি।

'মিস্টার রানা, দেখুন কোনওভাবে ওকে ফেরাতে পারেন কি না,' সবার আগে মুখ খুললেন ক্যাপ্টেন জনসন।

'আপনারা বোমাটা পেয়েছেন কোথায়?' বোমা বিশেষজ্ঞ টনি

রুস্টারের কাছে জানতে চাইল রানা।

'চায়নাটাউনে।'

'ঠিক আছে।' ঘুরেই জো-র পিছনে ছুটতে শুরু করল রানা। ছুটবার ফাঁকে গলা ছাড়ল আমেরিকান পুলিশের ভঙ্গিতে, 'একমিনিট, পার্টনার!'

'আমি তোমার পার্টনার নই, তোমার ভাই নই, তোমার প্রতিবেশী নই, তোমার বন্ধুও নই— আমি অচেনা আগন্তুক,' কাঁধের উপর দিয়ে বলল জো।

পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে রানা।

ছুটবার ফাঁকে পিছন থেকে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি আগন্তুক। কিন্তু চেনো সেন্ট নিকোলাস স্ট্রিটের বাচ্চাদের ওই প্লে-গ্রাউণ্ড?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল জো। ঘুরে চাইল। 'ওটা হারলেমে।'

মনে হলো এক মুহূর্তে ক্লান্তি দূর হয়ে গেল রানার। জো বোধহয় বুঝতে পেরেছে কী ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

'জানো ওই ব্রিফকেস কোথায় ছিল?'

কয়েক সেকেণ্ড সময় পেরুতে দিল রানা।

চোখের সামনে জো-র ভেসে উঠুক কালো বাচ্চাদের খেলার পার্ক। তাদের ভিতর চুপ করে বসে আছে নিরীহ চেহারার ব্রিফকেস। ভিতরে একের পর এক টেস্ট টিউব। কোন্ শিশুরই মন চাইবে না সায়েন্স এক্সপেরিমেণ্ট করতে?

আর তখনই ফাটল ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বোমা। নানাদিকে ছিটকে পড়ল ক্ষত-বিক্ষত শিশুরা!

'ওই লোক তোমার মত গায়ের রং নিয়ে ভাবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুপ করে কী যেন ভাবতে শুরু

করেছে জো মাইনার। রানা বুঝল, ঠিক জায়গায় টোকা দিয়েছে। এবার আর আপটাউনে যেতে আপত্তি তুলবে না জো!

গত বছর বিশেষ একটি দিনের কথা মনে পড়ল রানার। মাছ ধরতে গিয়েছিল সোহেলকে নিয়ে ঢাকার ধানমণ্ডি লেকে। কয়েক ঘণ্টা পেরুল, বড়শিতে ঠোকর দিল না কোনও মাছ। তারপর হঠাৎ টোপ গিলল বড় একটা মাছ। ওটাকে তুলতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগেনি রানার। মস্ত ওই রুইয়ের কাবাব দারুণ স্বাদের ছিল।

এবারও বড় মাছই ধরেছে ও। সহজ এক মিথ্যা বলে জো-কে নেটে ভরেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, মাছটা ওকে নিয়ে আবারও ছিটকে প্যানিতে পড়বে কি না। মস্ত বিপদে নিয়ে যাচ্ছে ও জো-কে। যদি খারাপ কিছু ঘটে, সারাজীবনেও নিজেকে মাফ করতে পারবে না।

কিন্তু এই কাজ না করে কোনও উপায় ছিল ওর?

মর্ডাক নামের ওই পিশাচটাকে একবার ধরতে পারলে পিটিয়ে তার সবকটা হাড় গুঁড়ো করবে ও!

পাঁচ

ক্যাবের ড্রাইভার ব্রডওয়ের কোনা ঘুরে সেভেন্টি-সেকেণ্ড-এ বেরিয়ে আসতেই দারুণ সুস্বাদু খাবারের সুবাস পেল রানা। ঝালঝাল আদার গন্ধ আসছে গ্রেয প্যাপায়া থেকে। জিভে সরসর

করে পানি নামল ওর। মনে পড়ল, নাস্তা করেনি সকালে। ওখানে মাত্র কয়েক ডলারে পাওয়া যায় বিখ্যাত গ্রিল্ড হট ডগ। সঙ্গে থাকে শর্ষে বাটা ও কেচআপ— মুখে খাবার পড়লে মনে হয় গলে পড়ছে স্বর্গ থেকে কী যেন। সারা সকালে কফি ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি রানার। খিদেয় এখন রাক্ষস ধরে খেতে ইচ্ছে করছে। গ্রে-র প্যাপায়া দোকানে কাউন্টারে যে লোক সার্ভ করে, দ্রুত অর্ডার নিয়ে খাবার পৌঁছে দেয়। দুটো হট ডগ আর একটা কোক দিতে তার লাগবে বড়জোর একমিনিট।

ক্যাব থেকে নেমে রাস্তার শেষমাথার ব্যাঙ্কের দিকে চাইল রানা। ডিজিটাল পর্দা দেখিয়ে চলেছে কমপিউটারাইয্ড্ ঘড়ি ও তাপমাত্রার সুচক। বাজে এখন প্রায় নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

তার মানে সময় নেই। হট ডগ কিনতে পারবে না। ক্যাপ্টেন জনসনের কথা মনে পড়ল রানার। বেচারা আশা করছেন ওর মাধ্যমে এই মস্ত বিপদ থেকে মুক্তি পাবেন। তাঁর পেটের কথা ভাবতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সর্বক্ষণ পেট খারাপ নিয়ে জীবন পার করছেন ভদ্রলোক। যাই খান, সঙ্গে পেটে দিতে হয় আট-দশটা অ্যান্টাসিড। একবার আফসোস করে বলেছিলেন, 'আমি যদি ভাল খেতে পেতাম, মিস্টার রানা, দুনিয়ার সব খেয়ে শেষ করতাম!'

ব্রডওয়ের যেখানে ইন্টারসেকশন মিলিত হয়েছে অ্যামস্টারড্যাম অ্যাভিন্যুতে, চলে গেছে পশ্চিমে, সেখানে তিন কোনা দ্বীপের এক মুখে সাবওয়ে স্টেশন। ওই লাল ইঁটের চারকোনা দালানে রয়েছে টোকেন বুথ এবং ভিতরে বা বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি। ঠিক সামনেই সেভেন্টি-সেকেণ্ড স্ট্রিট। স্টেশনের পশ্চিমে খবরের কাগজের স্ট্যাণ্ড। পাশেই মর্ডাকের বলে দেয়া পে-ফোন বুথ।

ইন্টারসেকশনে হলুদ বাতি নিভে যেতেই লাল বাতি জ্বলে উঠেছে, রওনা হয়ে গেল রানা। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, বাপু জো, এসো!

উত্তরমুখী এক ট্রাক তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বার কয়েক হর্ন বাজাল। পাত্তা দিল না রানা, রাস্তা পেরুতে শুরু করেছে মস্ত সব ঝুঁকি নিয়ে। সাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে গেল এক ট্যাক্সি। আরেকটু হলে পিষে দিয়ে যেত জো-কে।

'কপাল মন্দ, বদমাশ এক মেক্সিকানকে সাহায্য করছি,' বলল জো। 'আর সেজন্য মরতে গেছি!' ছুটে আসা একের পর এক গাড়ি থেকে বাঁচতে চাইছে ও।

'আমি মেক্সিকান নই,' আপত্তি তুলল রানা, প্রায় ব্যালে ড্যান্সের ভঙ্গিতে সামনে বাড়ছে। 'দুনিয়ার সেরা এক সবুজ দেশে জন্ম নিয়েছি।'

'সেটা আবার কোন্ দেশ?' আরেক ট্যাক্সিকে এড়িয়ে সামনে বাড়ল জো।

'বাংলাদেশ!'

'জীবনেও ওই দেশের নাম শুনিনি।'

'সেটা তোমার দুর্ভাগ্য,' বিরাট এক লাফ দিয়ে দ্রুতগামী বাস এড়িয়ে গেল রানা। 'ইবলিশদের পাকিস্তান নামের এক দেশের কাছ থেকে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল লক্ষ তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ মিলে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন ধর্ষিত হয়েছিল, খুন হয়েছিল। তোমাদের দেশ কখনও স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দেয়নি।'

'কী যেন নাম বললে, ফাকস্তান? কোনও দেশের মানুষ এত খারাপ হতে পারে?'

'পারে। ওরা ইসলাম ধর্মের নামে নিজ ভাইদেরকে খুন করে

বোমা মেরে।'

'আমরা কালোরা কখনও এসব করি না,' প্রায় আপত্তি তুলল জো, যেন ওর বর্ণের লোকের নামে খারাপ কথা বলা হচ্ছে।

টেলিফোনের বুথের কাছে পৌঁছে গেছে রানা ও জো। কিন্তু একটা বিষয় মাথায় রাখেনি মর্ডাক। শহরের পশ্চিমের উপর অংশে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। গিজগিজ করছে চারপাশ। পে-ফোন খালি পাওয়া খুবই কঠিন। সারাক্ষণ কেউ না কেউ ফোন দখল করে রাখে।

কৃষ্ণকেশী ইয়া মোটা এক ফর্সা মহিলা পে-ফোন দখল করে রেখেছে এখন। পাশেই রেখেছে কয়েক ব্যাগ ভরা শাক-সব্জি ও শুয়োরের লাল মাংস। যেভাবে রিসিভার ধরেছে, মনে হলো অক্সিজেনের নল নাকে তুলেছে। কপাল ও গাল বেয়ে দরদর করে নামছে ক্লেদাক্ত ঘাম। জরুরি সুরে নিচু কণ্ঠে বলে চলেছে: 'না-না, রোজি, ওকে বোঝাতে হবে তোমাকে ছাড়া ও কুকুরের মত ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরবে। ...আরে, আগে আমার কথা শোনো, গাধাটাকে বুঝিয়ে দিতে হবে...'

অধৈর্য হয়ে চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা।

আর আছে মাত্র দুটো মিনিট!

মহিলা যেভাবে স্রোতের মত বকবক করছে, থামবে না সে!

সর্বনাশ!

সাবওয়ের মুখে এক সাধারণ গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে গ্রিয়ার, করবিন বেকার ও ক্রিস্টি হল।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে গ্রিয়ার, চলে গেল সাবওয়ের মুখে। টু-ওয়ে ট্র্যান্সমিটারে বর্তমান পরিস্থিতি বোঝাতে চাইছে ক্যাপ্টেন জনসনকে।

'পে-ফোনের সামনে মিস্টার রানা ও জো, কিন্তু বড় সমস্যা আছে,' বলল সে।

'কী ধরনের সমস্যা?' জানতে চাইলেন জনসন।

'তিন শ' পাউণ্ড ওজনের মহিলা সমস্যা,' জানাল গ্রিয়ার। চোখ রেখেছে রানার উপর।

'শালার কপাল!' ওদিক থেকে জনসনকে বলতে শুনল সে। কড়মড় আওয়াজ পেল। আরও কয়েকটা অ্যাণ্টাসিড চিবাতে শুরু করেছেন ক্যাপ্টেন।

তাতে কী, থামবে না মোটা মহিলা, গায়েনের মত গাইতে থাকবে বাকি জীবন ধরে!

ক্যাপ্টেন জনসনকে আপডেট জানিয়ে চলেছে তিন পুলিশ অফিসার, বুঝতে পারছে রানা। ওর মনে আশা: মর্ডাক ফোন করলেই জনসন বুঝিয়ে দেবেন কেন ফোন ধরতে পারেনি ও।

তিনকোনা দ্বীপের মত জায়গাটার চারপাশে চোখ বোলাল রানা। মনে হলো না আশপাশে সন্দেহজনক কেউ আছে।

রাস্তার ওপাশে সরু এক ফালি সবুজ জমি, ওটার নাম ভার্ডি পার্ক। সত্তর সালে হু-হু করে বাড়তে লাগল এদিকের জমির দাম, তখন ওই জায়গার নাম ছিল নিডল পার্ক। ওখানে ঘুরত ড্রাগসের ডিলাররা, জায়গাটা হয়ে উঠেছিল ওপেন-এয়ার সুপারমার্কেটের মত। এক পর্যায়ে ডিলার ও খদ্দেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল পুলিশ ও স্থানীয়রা মিলে। বদমাশগুলো বিদায় নিল। কিন্তু অ্যামস্টারড্যাম অ্যাভিন্যুর দিকের বেঞ্চগুলোতে এখনও পাওয়া যায় খুচরা ড্রাগ্‌স্। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ ফিসফিস করে বললে অবাক হওয়ার কিছু নেই: গাঁজা, কোকেন বা হেরোইন কোন্‌টা লাগবে?

বদনাম আছে ওই পার্কের, মানিব্যাগ বা পার্স হাতাবার জন্য ঘুরঘুর করছে একদল পাকা পকেটমার।

তাদের সুবিধা হওয়ারই কথা। ফুটপাথে ভীষণ ভিড়, আসছে যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। সামনে দু'তিনটে বাচ্চা নিয়ে হাঁটছে আয়া। তাদেরকে এড়িয়ে সামনে বাড়ছে চাকরিজীবীরা। নিজেদের ভিতর আলাপ চলছে, কোন্ নায়ক কোন্ অভিনেত্রীর সঙ্গে শুয়েছে। রাজহংসীর মত একদল মেয়ে অস্বাভাবিক দীর্ঘ গ্রীবা নিয়ে চলেছে একটু দূরের লিংকন সেন্টারে ব্যালে ক্লাস করতে। মধ্যবয়সী মহিলারা চলেছেন শপিং ব্যাগ বয়ে নিয়ে। যাদের বাড়ি নেই, ফুটপাথে জীবন পার করে, তাদের জন্য খুচরো পয়সা রাখেন এঁরা।

গুড়গুড় শব্দ পেল রানা। এইমাত্র পাতাল স্টেশনে ঢুকেছে ট্রেন। ভেন্টিলেটিং গ্রেটের ভিতর দিয়ে এল ব্রেকের কিঁচকিঁচ আওয়াজ, মিশে গেল উপরের হাজারো শব্দের ভিতর। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও রওনা হবে ট্রেন। এক সেকেণ্ডও দেরি করবে না।

টি-শার্ট, শর্টস্ ও স্যাণ্ডেল পরা ক'জন কিশোর একটু দূরে, ব্যস্ত হয়ে সাবওয়ে ম্যাপ দেখছে। ফিক করে রানার দিকে চেয়ে হাসল এক মহিলা, সামনের দুটো দাঁত নেই। শহরের ম্যাপ দেখছে তার স্বামী। মহিলার কনুই ধরে ঝুলে পড়ল পিচ্চি মেয়েটা 'আম্মু! কোলে!'

'এখন না!' মানা করে দিল মহিলা। 'আম্মুর এখন খুব গরম লাগছে!'

'আম্মু!'

টুরিস্ট, বুঝতে পেরেছে রানা। যে-কোনও সময়ে জিজ্ঞেস করবে, বলুন তো কোন্ পথে যাব স্ট্যাচু অভ লিবার্টি?

ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হাতঘড়ি দেখল রানা। এবার ফোনের মোটা মহিলাকে বিদায় করতে হবে যে করে হোক।

'এক্সকিউয মি, ম্যাম,' খুব ভদ্র স্বরে বলল রানা। 'খুব জরুরি কারণে...'

'অ্যাই, ম্যাম! সরে যান বলছি! ফোন ছাড়ুন!' রানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জো, হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিল মহিলার রিসিভার। 'পুলিশ! পুলিশের কাজে বাধা দিতে আসবেন না!'

হাঁ করে রানা ও জো-র দিকে চাইল মহিলা। কথা বেরুল না মুখ থেকে। বড় করে ঢোক গিলল, তারপর ব্যাগগুলো তুলে নিয়ে সটকে পড়ল দেখতে না দেখতে।

চওড়া হাসি দিল জো। 'পুলিশ হতে মন্দ লাগছে না তো!'

'রাস্তার ওপাশে আরেকটা পে-ফোন পাবেন, ম্যাম,' মহিলার পিছন থেকে জানাল রানা। ঝট্ করে ঘুরল জো-র দিকে। গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখো, একটা কথা মাথায় গেঁথে নাও। আমি পুলিশের কাজে এসেছি। তুমি না।'

হাসিটা মিলিয়ে গেল জো-র। তর্জনী দিয়ে খোঁচা দিল রানার বুকে। 'তুমিও একটা কথা মাথায় গেঁথে নাও। আমাকে তোমার দরকার। কিন্তু তোমাকে ছাড়াও আমার চলবে। বুঝতে পেরেছ? নইলে বলো, চলে যাই নিজের পথে।'

চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে জো। আর ঠিক তখনই বেজে উঠল টেলিফোন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল জো, উদ্ধত চোখে চাইল রানার দিকে।

মর্ডাক আর জো-কে একই কথা বলতে ইচ্ছা হলো রানার।

মর্ শালারা!

কিন্তু পরিস্থিতি ওর বিপক্ষে। 'ঠিক আছে, তোমাকে আমার খুবই দরকার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা।

সারাজীবনে এমন সুযোগ পায়নি জো, এখন ওকে ছাড়া চলবে না এক পুলিশের। ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ভাল ফাঁদে পড়া গেছে। এবার মিহি স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তোমাকে সত্যিই দরকার আমার।'

রানার হৃৎপিণ্ডে ফোস্কা তুলে ফিরল জো।

ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে বলল রানা, 'হ্যাঁ, বলো?'

ওর পাশে জো, কান পেতে শুনবে কথাগুলো।

'ফোন ব্যস্ত ছিল কেন?' কড়া স্বরে বলল মর্ডাক। 'কার সঙ্গে এত কথা?'

'এক জ্যোতিষীর হটলাইনে জেনে নিলাম এর পর কী ঘটবে,' বলল রানা।

'তুমি কিন্তু সিরিয়াস হচ্ছ না, রানা। মস্ত বিপদে পড়বে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'দেখো, মর্ডাক, এটা পাবলিক ফোন। যে কেউ কথা বলতে পারে।'

'তুমি বলতে পারতে, মোটা এক মহিলা কথা বলছিল ফোনে। পুরো দুই মিনিট লেগেছে তোমার তার হাত থেকে বাঁচতে।'

তার মানে শুধু পুলিশের লোক ওর উপর চোখ রাখছে, তা নয়। চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে চাইল রানা। সাবওয়ের উল্টো পাশে আকাশের বুকে খোঁচা দিচ্ছে আধুনিক এক হাই রাইয বাড়ি, এদিকটা দেখলে মনে হয় ইঁটের তৈরি। অসংখ্য জানালা। মর্ডাক ওসব জানালার যে-কোনওটার ওপাশে থাকতে পারে। বোধহয় হাতে বিনকিউলার। এর পর কী করবে ভাবছে।

'তোমার পাশের ডাস্টবিনে প্রচুর বিস্ফোরক।'

গরমের কারণে বুথ থেকে সামান্য সরে দাঁড়িয়েছে জো।

কনুই রেখেছে ওই ডাস্টবিনের ঢাকনির উপর। 'ইয়ারেবাব্বা!' লাফ দিয়ে সরে এল সে।

'পালাতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে ফাটবে,' সাবধান করল মর্ডাক।

শুয়োরটা মজা পাচ্ছে, ভাবল রানা। 'আমরা পালাব না, কিন্তু শত শত মানুষ এখানে!'

স্টেশনে নামছে অনেকে, আবার অনেকে উঠে আসছে।

'সেটাই তো কথা,' খুশি হয়ে বলল মর্ডাক। 'এবার মনোযোগ দাও আমার কথায়। "আমি যাচ্ছিলাম সেইন্ট নিকোলাসে/ দেখলাম এক লোক চলেছে সাত বউ নিয়ে/ বউদের সঙ্গে সাতটা করে থলি/ প্রতিটি থলির ভিতর সাতটা করে বিড়াল/ প্রতিটা বিড়ালের সঙ্গে সাতটা বাচ্চা। বাচ্চা, বিড়াল, থলি আর বউ... সব মিলে ক'জন যাচ্ছে সেইন্ট নিকোলাসে?" '

লোকটা এত দ্রুত বলেছে, রানা পুরো বুঝবার আগেই ফুরিয়ে গেছে সব কথা। 'একমিনিট! আরেকবার বলো।'

'জীবনেও না। আমার ফোন নম্বর ৬৬৬। তাড়াতাড়ি জবাব দেবে। সময় পাবে একমিনিট।'

কেটে গেল লাইন।

জো-র দিকে চাইল রানা। 'আমরা এবার লাশ!'

'চুপ! আমি হিসাব কষছি!' বড় একটা হাঁ করে কী যেন ভাবছে জো।

টিকটিক করে বয়ে যাচ্ছে অতি মূল্যবান সময়।

বিড়বিড় করে হিসাব কষতে শুরু করেছে রানাও। 'সাত মহিলা, সঙ্গে তাদের সাতটে করে থলি, ওই থলির ভিতর...'

'আহ্! চুপ, রানা!' সাতের নামতা নিয়ে ব্যস্ত জো। 'সাত মহিলার সঙ্গে সাতটে থলি, মানে ঊনপঞ্চাশটা থলি। তারপর কী

যেন?'

'ঝড়ের মত বলেছে! বিড়াল আর বিড়ালের বাচ্চা। সাতটা করে। তার মানে...'

'হ্যাঁ, ঠিক-ঠিক! সাতটা বিড়াল, সাতটা বাচ্চা। ঊনপঞ্চাশ গুণন সাত... তার মানে তিন শ' তেতাল্লিশটা। ঠিক, রানা?'

'আমি কী জানি?' নিজের হিসাব গুবলেট হয়ে গেছে রানার।

'তিন শ' তেতাল্লিশ গুণন সাত... দাঁড়াও,' আঙুল গুনতে শুরু করেছে জো। 'সাতের সঙ্গে সাত গুণ, একেকটা...'

শ্বাস আটকে ফেলেছে রানা। মনে মনে বলল, সময় নেই আর! যা করার করো, জো! নইলে মরছি দু'জন!

'...তা হলে দুই হাজার চার শ', দাঁড়াও এক,' মস্ত এক শ্বাস ফেলল জো। 'দুই হাজার চার শ' এক!'

'আমার হিসাবও তো তাই বলে,' ফোঁস করে দম ফেলল চাপাবাজ রানা। 'দুই হাজার চার শ' এক তো?' নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইল।

ঘনঘন মাথা দোলাল জো। 'ডায়াল করো সিক্স-সিক্স-সিক্স-টু-ফোর-ও-ওয়ান!'

'সিক্স-সিক্স-সিক্স-টু-ফোর-ও-ওয়ান,' ডায়াল করবার সময় সংখ্যাগুলো জোরে জোরে বলতে শুরু করেছে রানা।

'না, দাঁড়াও! একমিনিট!' রানার হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিল জো। ডিসকানেক্ট করে দিল লাইন। 'শালা আমাদেরকে ফাঁদে ফেলেছে! ভুলেই গিয়েছিলাম ওটা আস্ত শুয়োর!'

'আরে ওর কথা বাদ দাও!' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'কোন্ নম্বরে ডায়াল দেব?'

'সেন্ট নিকোলাসে কতজন যাচ্ছিল?' কপালের পাশে হাত ঠুকল জো। 'ধাঁধার শুরু ছিল: "আমি যাচ্ছিলাম সেন্ট

নিকোলাসে/ দেখলাম এক লোক চলেছে সাত বউ নিয়ে।" তার মানে ওই লোক কোথাও যাচ্ছিল না!'

'তো কী করছিল?'

'রাস্তার ভিতর বসে থাকুক না ব্যাটা! অন্য দিকে যাচ্ছিল! যেদিকে খুশি যাক! আমাদের কী?'

এবার ফাটবে বোমা।

রাস্তা উড়িয়ে দেবে।

মরবে হাজার হাজার মানুষ।

আর ব্যাটা জোও বাঁচবে না।

মহাবিরক্তি নিয়ে জানতে চাইল রানা, 'তা হলে সেইন্ট নিকোলাসে কে যাচ্ছিল?'

'ওই ব্যাটা একা! ওই শালাই তো ধাঁধা দিচ্ছিল! উত্তর হবে এক!' খপ্ করে রিসিভার তুলে নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল জো। 'কল করো!'

যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইল না রানা, বাঁচতে পারলে পরেও জেনে নিতে পারবে জো-র কাছ থেকে। ডায়ালে তিনটে সংখ্যা দেয়ার পর থেমে গেল। 'সিক্স-সিক্স-সিক্স-ওয়ান? ডায়াল করলে তো কোথাও যাবে না!'

'সিক্স-সিক্স-সিক্স-যিরো-যিরো-যিরো-ওয়ান! জলদি, রানা!'

পাঁজরের ভিতর ধুপধুপ আওয়াজ তুলছে রানার হৃৎপিণ্ড, শেষ চারটা নম্বর ডায়াল করল।

রিং হচ্ছে।

'একবার ধর্, মর্ডাক!' মনে মনে বলল রানা।

'হ্যালো, রানা,' ওদিক থেকে বলল মর্ডাক।

চট্ করে জো-র দিকে চাইল রানা, মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

খুশি হয়ে চওড়া হাসি দিল জো। 'কোনও ব্যাপারই ছিল

না,' বলল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে সময় লাগছে।

'কিন্তু তোমাদের একমিনিট দশ সেকেণ্ড লেগেছে। তার মানেই— বুম!'

জো-কে খপ্ করে জড়িয়ে ধরল রানা, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুটপাথে পড়বার জন্য। ডাস্টবিন থেকে যতটা পারা যায় সরে যেতে চেয়েছে। 'ট্র্যাশক্যানের ভিতর বোমা!' গলা ফাটিয়ে বলল। পরক্ষণে ধুপ করে পড়ল স্কার্ট পরা এক সুন্দরী মেয়ের পায়ের উপর। ঢেকে ফেলেছে মাথা। মুখ তুললে দেখত প্যান্টি পরেনি ওই ফর্সা মেয়ে।

ঘূর্ণির মত ঘুরে গেল মেয়েটা, ঝড়ের গতি তুলে দৌড় দিল আরেক দিকে। দেখতে না দেখতে উধাও হয়ে গেল।

বোমা বলে কথা!

তিন সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর আরও দুই সেকেণ্ড। মুখ তুলল রানা। জো-ও পড়ে আছে ফুটপাথের কিনারায়। এবার টের পেল রানা, ওদেরকে কী ভাবছে সবাই। পাগলের অভাব নেই নিউ ইয়র্কে, আর নিউ ইয়র্কের লোক সহজে চমকে যায় না। কাজেই দূর থেকে ওদেরকে দেখবে তারা। পাগলের ধারে-কাছে কে-ই বা আসে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল রানা। দূরের সার্ভেইল্যান্স ভ্যানের দিকে চাইল। গ্রিয়ার বা অন্যরা বোধহয় ওর দ্রুতগতি মুভমেণ্ট দেখে হাসছে এখন। মুগ্ধও হয়ে থাকতে পারে। কোথাও থেকে দেখছে মর্ডাক। হারামজাদাকে যদি একবার নাগালের মধ্যে...

কর্ড থেকে এখনও ঝুলছে ফোন রিসিভার। আবার ওটা কানে তুলল রানা। হাসছে বদমাশটা!

'আর কিছু বলবে?' জানতে চাইল রানা। দাঁতে দাঁত চিপে

রেখেছে, ঠিক করেছে বাড়তি কথা বলবে না। হয়তো ডাস্টবিনের ভিতর রয়ে গেছে বোমা। আর লোকটা খেপলে ফাটিয়েও দিতে পারে।

'ন'টা পঞ্চাশ মিনিট,' বলল মর্ডাক। 'যে-কোনও সময়ে স্টেশনে পৌঁছবে তিন নম্বর ট্রেন।'

বুথ থেকে ঘাড় বের করে দালানের কোনা দেখল রানা। ওদিকে ভেন্টিলেশন গ্রেট। কমিউটারগুলোর কারণে প্ল্যাটফর্মে গিজগিজ করছে অসংখ্য মানুষ। এইমাত্র এক্সপ্রেস ট্র্যাকে এসে থামতে শুরু করেছে এক ট্রেন।

'ওই ট্রেনে তোমার জন্য লোভনীয় জিনিস রেখেছি, রানা। এবার গ্রেট মর্ডাকের কথা শুনে নাও: সকাল দশটা বিশ মিনিটের আগেই ওয়াল স্ট্রিট স্টেশনের নিউজ কিওস্কের পাশের ফোন বুথে পৌঁছবে। দেরি করলে সব যাত্রী নিয়ে উড়ে যাবে তিন নম্বর ট্রেন। কপ্টার নয়, পুলিশের ভ্যানও নয়। সাবওয়ে স্টেশন থেকে লোক সরাতে পারবে না। সাধারণ কোনও যানবাহন ব্যবহার করবে, নইলে উড়িয়ে দেব ট্রেন। তিরিশ মিনিট পর ফোন দেব ওই বুথে। ভাল থেকো।'

ক্লিক আওয়াজে কেটে গেল লাইন।

কানের ভিতর টিঁট-টিঁট শব্দ তুলছে ডায়াল টোন।

লোকটা আসলে কে, ভাবল রানা।

কী চায় সে?

সূর্যের দিকে চাইল।

মর্ডাকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করল।

কোথা থেকে ফোন করত ও?

খুব কাছেই আছে সে।

আবার তা নাও হতে পারে।

প্রতিটি বিষয় ভেবেছে, তারপর নেমেছে মানুষ শিকারে। তার আগে ভালভাবে রিসার্চ করেছে সাবওয়ের শিডিউল। জানে দিনের কমিউটারগুলো কোথা দিয়ে কোথায় যায়। একা কাজ করছে না। সঙ্গে আছে একদল লোক। ওর উপর চোখ রাখছে। খবর পৌঁছে দিচ্ছে মর্ডাকের কাছে। আর আরাম করে বসে আছে লোকটা, নাচিয়ে চলেছে ওকে— আর মৌজ করে খেলা দেখছে।

'সকালের ব্যস্ততা ডিঙিয়ে নব্বুই ব্লক পেরুতে হবে তিরিশ মিনিটের ভিতর,' মাথা নাড়ল জো। 'তার দ্বিগুণ সময় লাগতে পারে। আর কপাল মন্দ, আমাদের সঙ্গে কোনও গাড়িও নেই!'

তিক্ত হয়ে গেল রানার মন।

ম্যানহাটানের মাঝে ওদেরকে পাঠিয়েছে মর্ডাক।

এখন জানিয়েছে, পুরো পথ পাড়ি দিয়ে আবারও ফিরতে হবে ডাউনটাউনে।

এবার মিলে দু'বার ওকে বোকা বানিয়ে ফাঁদে ফেলেছে লোকটা।

শেষবার ফাঁকি দিয়েছে।

খুব ফুর্তি লাগছে বোধহয়।

খেলাচ্ছে ওকে।

কারণটা কী?

লোকটা নিশ্চয়ই ভাবছে দক্ষিণ দিকের ট্রেন ধরেও ফেলতে পারে ও। কিন্তু এই মুহূর্তে ট্রেনে উঠতে পারবে না। একমাত্র উপায় এখন...

'ট্যাক্সি!'

কোমর উঁচু বেড়া ঘিরে রেখেছে সাবওয়ে স্টেশনকে, লাফ দিয়ে ওটা টপকে গেল রানা। বুকপকেট থেকে বের করে

ফেলেছে ডিটেকটিভ পুলিশের শিল্ড, সিগনালে আটকা পড়া খালি এক ক্যাবের ড্রাইভারকে ওটা দেখাল।

'পুলিশ অফিসার!' জানালার সামনে গলা ছাড়ল। 'তোমার গাড়ি রেকুইযিশন করছি পুলিশের কাজে!'

হতবাক হয়ে গেছে ড্রাইভার। তারপর মাথা নাড়ল ঘন ঘন। যাবে না সে।

সামনের গাড়িগুলো এগুতে শুরু করেছে।

রানার মনে হলো ইংরেজি জানে না ড্রাইভার। এবার রওনা হবে। দেরি করল না রানা, টান দিয়ে খুলে ফেলল ড্রাইভারের দরজা, আপত্তি করবার আগেই তাকে টেনে নামিয়ে দিল রাস্তার মাঝে। নিজে লাফ দিয়ে উঠল স্টিয়ারিঙের পিছনে। ওদিকে গাড়ির সামনেটা ঘুরে এসে প্যাসেঞ্জার সিটে এসে উঠেছে জো।

'পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোমার গাড়ি নিল, সকালটা সুন্দর কাটুক তোমার!' ড্রাইভারের উদ্দেশে বলেই ট্যাক্সি নিয়ে সামনে বাড়ল রানা। রিয়ারভিউ মিররে দেখল, মুঠো পাকিয়ে তেড়ে আসছে ড্রাইভার। কোন্ দেশের মানুষ কে জানে, তবে গালি দিচ্ছে বেদম তোড়ে। ড্রাইভারকে পিছনে ফেলে ছিটকে এগোলো গাড়ি।

'ভাল বুদ্ধি,' বলল জো। 'দেখিয়ে দাও একটা ব্যাজ, কেড়ে নাও কারও গাড়ি! শোনো, রানা, আমি আগে ট্যাক্সির ড্রাইভার...'

শুনবার সময় নেই, ইউ-টার্ন নিয়ে ব্রডওয়ে ও ইন্টারসেকশনের ভিড়ে রওনা হয়ে গেছে রানা বিদ্যুদ্বেগে।

একটা লাল বাতি গ্রাহ্য না করেই সেভেন্টি-সেকেণ্ড স্ট্রিট ধরে পুবে চলেছে রানা। জানতে চাইল, 'কী যেন বললে?'

'বলছিলাম আমি আগে ক্যাবের ড্রাইভার ছিলাম,' নরম স্বরে

বলল জো, 'তাড়াতাড়ি দক্ষিণে যেতে হলে তোমার যেতে হবে নাইন্থ অ্যাভিন্যু দিয়ে। কিন্তু আমরা যাচ্ছি পুবে।' ঝটপট্ আটকে নিল সিটবেল্ট। রানা লোকটা ঝড়ের গতি তুলছে গাড়িতে।

রিয়ারভিউ মিররে চট্ করে দেখে নিল রানা।

আসছে পুলিশদের ভ্যান। কয়েকটা গাড়ির পিছনে।

কলম্বাস অ্যাভিন্যুর লাল বাতি পাত্তা দিল না রানা, আরেকটু হলে নাক গুঁজত ক্রসটাউন এক বাসের পেটে। ওটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর সেই সুযোগে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি ক্যাব।

বিকট আওয়াজ তুলে হর্ন বাজাল বাসের ড্রাইভার। নেকড়ের অনুকরণে রক্তহিম হুঙ্কার ছাড়ল জো। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'যাচ্ছ কোথায়, রানা? সবচেয়ে সহজে যাওয়া যায় নাইন্থ অ্যাভিন্যু ধরে!'

'ঠিক মতই চলেছি,' বলল রানা।

স্পিডোমিটার দেখিয়ে দিল আশি মাইল বেগে ছুটছে গাড়ি।

'ঈশ্বরও জানে না তুমি কী চাও!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল জো। ভাবছে এবার চোখ বুজে ফেলবে। 'আমরা যাচ্ছি পুবে!'

'জানি।'

'কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট দক্ষিণে!'

'খবরদার, চেঁচাবে না,' ধমক দিয়ে নিজেই লজ্জা পেল রানা।

কম করেনি জো, এখনও সাধ্যমত করছে।

ওর কোনও স্বার্থ নেই, জোর করে ওকে জড়িয়ে নেয়া হয়েছে এসবে।

কয়েক সেকেণ্ড পর জো-র দিকে চেয়ে হাসল রানা। 'দক্ষিণে যেতে হলে নাইন্থ অ্যাভিন্যু সেরা পথ নয়। তার চেয়ে অনেক

সহজে পৌঁছে যাওয়া যায় পার্কের ভিতর দিয়ে।'

ক্যামেরা হাতে একদল জাপানি টুরিস্টকে পিষে দেয়ার আগেই বাঁক নিয়ে সরে গেল রানা। মানুষগুলো চলেছে উনিশ শতকের বিশাল ডাকোটার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দিকে। ওখানেই খুন হন জন লেনন। আর কয়েক শ' গজ গেলেই পড়বে সেভেন্টি-সেকেণ্ড ও সেন্ট্রাল পার্কের পশ্চিম দিক। কিন্তু তার আগেই দুই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ট্রাক।

'সেরেছে!' বিড়বিড় করল জো।

স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘুরিয়ে সোজা করে নিল রানা, এখনও পা অ্যাক্সেলারেটারের ওপর।

পাশাপাশি চলন্ত দুই ট্রাকের মাঝ দিয়ে ঢুকে পড়ল গাড়ি। দু'পাশে এক ইঞ্চি বাড়তি জায়গা নেই। শুরু হয়েছে বিশ্রী ধাতব আওয়াজ। গাড়ির দু' পাশের রং উঠে যাচ্ছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল রানা সেন্ট্রাল পার্কের মুখে। পিছনে পড়ে রইল আগুনের কমলা ফুলকি।

এন্ট্র্যান্স পেরিয়েই ডানে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। ওদিক দিয়ে সবচেয়ে সহজে দক্ষিণে যাওয়া যায়। অবশ্য, জ্যাম থাকলে সত্যিকারের মরণ। আর আজকে টিলার মুখ থেকেই জ্যাম। যতদূর চোখ গেল, রানা দেখল থেমে যাওয়া অসংখ্য গাড়ি, যেন মস্ত কোনও মিছিল।

নড়ছে না একটাও!

'পার্ক ড্রাইভে সবসময় জ্যাম থাকে!' মন্তব্য করল জো।

মস্ত ঝামেলায় পড়েছে রানা। তবে আগেও এমন বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতি বুঝতে হবে। একটা না একটা উপায় বেরুবেই।

বামদিকে চাইল রানা। ওদিকের ওই লেনে কখনও গাড়ি

চলে না। উইকেণ্ড শেষেও অনেকে ওখানে অ্যারোবিক করে। ওই পথে গাড়ি নিয়ে গেলে ঝুঁকি নিতে হবে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতেও সকালে অনেক লোক থাকে। হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে, পাশ দিয়ে সাঁই-সাঁই চলেছে বাইসাইকেল আরোহী ও রোলারব্লেডার্সরা।

বামে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নতুন উদ্যমে রওনা হয়ে গেল রানা। একদল সাইকেল আরোহীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বাঁকে, পেরিয়ে গেল সাইডওয়াক।

উজ্জ্বল রঙের হাফপ্যাণ্ট পরনে দীর্ঘাঙ্গিনী দুই মহিলা ছিটকে সরে গেল, গালি দিতে শুরু করেছে ভীষণ চমকে গিয়ে।

তিন সেকেণ্ড পর তাদেরকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের গতি তুলল রানা। রিয়ারভিউ মিররে চাইল। ওর মত স্টাণ্ট করে এগুতে শুরু করেছিল গ্রিয়ার, কিন্তু বাঁক পেরুতে গিয়ে ফেঁসে গেছে তার গাড়ি ফুটপাথে।

পরে দেখা হবে ডাউনটাউনে, মনে মনে বলল রানা।

'পার্কের ড্রাইভের কথা বলিনি, বলেছি পার্কে ঢুকব,' চট্ করে জো-কে দেখে নিল রানা। ঝড়ের গতি তুলছে গাড়ি নিয়ে।

জো আতঙ্কিত হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

এই বুঝি চাপা পড়ল কেউ!

শিপ মিডৌতে পৌঁছে গেছে ট্যাক্সি ক্যাব। জায়গাটা ঘাসজমি, বেড়া দিয়ে ঘেরা, ওখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ে মিডটাউনের আকাশ ও উঁচু বাড়িগুলো। যারা সূর্য-স্নান করতে ভালবাসে, বা ঘুড়ি ওড়াতে পছন্দ করে, তারা এসে এখানে জড় হয়। অনেক পরিবার আসে প্রাকৃতিক এই পরিবেশে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। বনবন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা, তারের বেড়ার উপর হামলে পড়তে চায়নি, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো

না। পাশ থেকে বেড়ার উপর চড়াও হলো গাড়ি, তারপর আবারও পিছলে নামল ঘাস জমিতে।

চরকির মত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ডানে সরল রানা। আরেকটু হলে চাপা পড়ত হাই-স্কুলের এক দঙ্গল ছেলে। রিসাইকেল করবার মত গার্বেজ কুড়াচ্ছে দু'চারজন বয়স্ক টোকাই, তাদের মাঝ দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল রানার গাড়ি। কিন্তু একেবারে শেষ সময় দেখল মাঠের মাঝে ওই মস্ত পাথরটা। ওটার একপাশে চড়ে বসল ক্যাব, অবশ্য নেমে এল দুই সেকেণ্ড পর। গতি কমেনি রানার। অবাক হলো, এখনও চার চাকার উপর ছুটছে গাড়ি।

দুই হাতে সিট আঁকড়ে ধরেছে জো, প্রার্থনা শুরু করেছে ভাঙা গলায়। এখন পুরো নিশ্চিত, এই প্রায়উলঙ্গ লোকটাকে যখন ভোরে দেখল, তখনই বুঝে নেয়া উচিত ছিল, এ ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ! এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। কখনও সিনেমার পর্দাতেও এমন পাগলামি ড্রাইভিং দেখেনি। একগাদা লোকের ভিতর নব্বুই মাইল বেগে ছুটছে গাড়ি নিয়ে! উন্মাদ! উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ!

দুই হাতে ড্যাশবোর্ড খামচে ধরল জো। ডিমের মত বড় হয়ে উঠেছে দুই চোখ। একটা ফ্রিসবি ধরতে ছুট দিয়েছে এক কিশোর, তার তিন ইঞ্চি পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল ওদের গাড়ি। সামনে পড়ল দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। মাটিতে কম্বল পেতে গল্প করছিল। হয়তো চুমুই দিত, কিন্তু সগর্জনে বেরসিক রানাকে হাজির হতে দেখে চমকে গেল। প্রেমিক-পুরুষ ঝট করে দেখল বুকে উঠে আসছে ভয়ঙ্কর এক গাড়ি। প্রেমিকাকে ঠেলে সরিয়ে প্রাণপণে কম্বল নিয়ে গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে নেমে গেল প্রেমিক। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল কম্বলহীনা প্রেমিকা।

দু'ফুট দূর দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি ক্যাব।

একটু দূরে ভিড়ের ভিতর ক্লাউনের পোশাক পরা এক লোক নাটকীয়তা করছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে আসলে ওর কত সাহস— কিন্তু ঠিক তখনই উপরের ঢাল বেয়ে গোঁ-গোঁ করতে করতে নেমে আসতে লাগল মারাত্মক এক গাড়ি। বিকট আর্তচিৎকার ছাড়ল ক্লাউন, ঝাঁপিয়ে পড়ল এক লোকের মাথার উপর দিয়ে আরেক দিকে। ছিটকে গেল জটলা। ক্লাউনকে আর দেখা গেল না, সে সেঁধিয়ে গেছে ঝোপের ভিতর। দেখতে না দেখতে পরিষ্কার হয়ে গেল ময়দান।

দুই সেকেণ্ড পর মুখ তুলে চাইল জো। ভীষণ ভয় চোখে। বেসুরো স্বরে জানতে চাইল, 'তুমি কি ইচ্ছে করেই সবার উপর চড়ে বসতে চাইছ?'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। চট্ করে দেখে নিল রিয়ারভিউ মিরর। মুচকি হেসে ফেলল। 'তবে জোক্কারের উপর চড়িয়ে দিলে মন্দ হোত না।'

রানা আশা করছে জো এসব ধকল সামলে উঠবে। আসল জরুরি কাজ এখনও পড়ে আছে। পার্ক ঘিরে রাখা নিচু পাথুরে দেয়াল পেরুতে হবে। আস্ত গাড়ি নিয়ে বেরুতে হবে সেণ্ট্রাল পার্কের দক্ষিণ দিক দিয়ে। ব্যাটমোবাইল বা জেমস বণ্ডের অদ্ভুত কোনও গাড়ি থাকলে এখন বড্ড উপকার হতো।

কিন্তু বাস্তবে ওসব পাওয়া যায় না।

এইমাত্র মাটিতে নেমে এসেছে একদল কবুতর, পরক্ষণে তাদের দিকে তেড়ে গেল রানার গাড়ি। ঝটপট ডানা ঝাপটে আকাশে উঠল পাখিগুলো। কিন্তু বিশাল এক পাথরের উপর শুধু রয়ে গেল একটা। পার্ক ডিজাইনার ওই পাথর বসিয়ে দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের পিছনের এই পার্কে। কড়া চোখে রানার দিকে

চেয়ে রইল বিরক্ত কবুতর।

ওটার চ্যালেঞ্জটা নিল রানা, সামনের চাকা তুলে দিল পাথরের উপর। এবার ব্যস্ত হয়ে উড়াল দিল কবুতর। তার আগে পায়খানা করে দিয়ে গেল উইণ্ডশিল্ডের ওপর। ওদিকে খেয়াল নেই রানার, পাথরটাকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। লাফ দিয়ে আকাশে উঠল গাড়ি, শাঁ-শাঁ করে পেরিয়ে গেল নিচু দেয়ালের উপর দিয়ে। নামল গিয়ে ওদিকে পার্ক করা এক গাড়ির ছাতে। ওখান থেকে ধড়াস্ করে নেমে এল ওরা রাস্তার উপর।

পৌঁছে গেছে সেন্ট্রাল পার্কের দক্ষিণের রাস্তায়।

সামনে অসংখ্য গাড়ির ভিড়।

'ক্যাথোলিকরা কীভাবে যেন আঙুল চালায়?' খুব শান্ত স্বরে বলল জো।

মৃদু হাসল রানা। 'উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম তারপর পুবে।'

কাঁপা হাতে বুকে ক্রুশ আঁকল জো।

'সময় কত?' জানতে চাইল রানা।

চট্ করে ঘড়ি দেখল জো। 'সাতাশ মিনিট।'

'এই জ্যামে সেভেন্টি-সেকেণ্ড আর ব্রডওয়ে দিয়ে সেন্ট্রাল পার্কের দক্ষিণে?' খুশি খুশি শোনাল রানার কণ্ঠ।

দু'জনই জানে, রিপলি'য বুকে নাম তুলবার মত কাজ করেছে রেকর্ড সময়ে।

পেটের ভিতর গুড়গুড় করছে এখন জো-র। কীভাবে পার্ক পেরিয়ে এসেছে ভাবতে গিয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওর।

কিন্তু আবারও সেই জ্যামেই পড়েছে ওরা।

'এবার?' সামনের গাড়িগুলো দেখাল জো।

খুব ধীর গতি তুলে বাড়ছে গাড়ি ও বাসগুলো। এমন কী

সাইকেল আরোহীরাও এগুতে পারছে না। একটু সামনে কলাম্বাস সার্কেল। ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে লাগতে পারে দশ মিনিট।

'এখন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি দরকার,' মন্তব্য করল রানা।

চট্ করে উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে চাইল জো। 'কোথাও তো আগুন দেখছি না।'

'যেন আমাদের পিছনে আসে।'

'ঠিক!' নড়েচড়ে বসল জো। 'একেবারে ঠিক!' দারুণ বুদ্ধি এসেছে ওর মনে। 'কাজ হয়ে গেছে! রানা, সিবি রেডিয়ো ব্যবহার করো!'

বুঝে ফেলেছে রানা। সিবি রেডিয়োতে ডায়াল করল। খুঁজে নিল পুলিশ ব্যাণ্ড।

'এনওয়াইপিডি,' সুইচবোর্ড অপারেটার জানাল। 'কী সহায়তা করতে পারি?'

'আমি মেজর মাসুদ রানা, এনওয়াইপিডি আইডি সেভেন-টু-নাইন-নাইন,' বলল রানা। 'সিভিলিয়ান এক ট্র্যান্সমিটার থেকে যোগাযোগ করছি। দেরি না করে ইমার্জেন্সি ডিসপ্যাচার পাঠান।'

সেকেণ্ড গুনতে শুরু করেছে রানা। একবার, দুইবার... রিং শুনতে পাচ্ছে। তারপর ধরল আরেক অপারেটার। 'নাইন-নাইন-নাইন।'

এবার কণ্ঠে জরুরি সুর ফোটাল রানা, মুখ থেকে ছিটকে বেরুল মিথ্যাগুলো। 'ফোরটিন্থ স্ট্রিট আর নাইন্থ অ্যাভিন্যুর কোণে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা! আহত দুই পুলিশ অফিসার! এখনই অ্যাম্বুলেন্স চাই! জলদি করুন!'

রেডিয়োর মাইক জো-র হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'পশ্চিম দিকের ইমার্জেন্সি কল যায় রুযভেল্ট হসপিটালে। ওটা মাত্র দুই ব্লক দূরে।'

ইঞ্চি ইঞ্চি করে ইন্টারসেকশনের দিকে চলেছে ওরা। সামনে মাত্র দুটো গাড়ি, আর ঠিক তখনই জ্বলে উঠল লাল বাতি।

ওরা আটকা পড়েছে ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের মূর্তির ফোয়ারার পাশে। পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক পাহারা দিচ্ছে প্রাচীন লোকটা, নড়ন-চড়ন নেই।

রানা ভাবল, জাহান্নামে যাক কলাম্বাস, ওকে এখন পিছু নিতে হবে অ্যাম্বুলেন্সের! তারপর ধরতে হবে ওয়াল স্ট্রিটের ট্রেন। সামনে বেড়ে মূর্তির ভিত্তিতে গুঁতো দিল রানা, সরেই রওনা হয়ে গেল ব্রডওয়ে ধরে। চলেছে ডানদিকে, পাগলের মত গাড়ি ছোটাল ফিফটি-সেভেন্থ স্ট্রিটের রুযভেল্ট হসপিটাল লক্ষ্য করে।

একেবারে সঠিক সময়ে হাজির হয়েছে রানা। ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ তুলে হাসপাতালের ড্রাইভওয়ে পেরুল অ্যাম্বুলেন্স, ডানে বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এল নাইন্থ অ্যাভিন্যুতে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা। অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে ফেউয়ের মত ছুটল দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে।

মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না জো। রানার অ্যাম্বুলেন্স ডেকে নেয়ার বুদ্ধিটা দারুণ ছিল। আজও নিউ ইয়র্কের বাসিন্দারা একটা বিষয় মেনে চলে— কান ফাটানো সাইরেন শুনলেই সটকে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্সকে জায়গা দেয়ার জন্য থেমে গেছে নাইন্থ অ্যাভিন্যুর দু'পাশের সমস্ত গাড়ি। লাল বাতি পাত্তা দিচ্ছে না অ্যাম্বুলেন্স, ঝড়ের গতিতে পেরুচ্ছে ইন্টারসেকশনগুলো। আর ঠিক পিছনে ফেউয়ের মত সেঁটে আছে রানা ও জো।

শুরুর দিকে স্পিডোমিটারে উঠেছিল চল্লিশ মাইল, কিন্তু এক মিনিট পেরুবার আগেই ওই গতি উঠেছে ষাট মাইলে। পরের

দশ সেকেণ্ডে সত্তর! কাঁটার দিকে দ্বিতীয়বার চাইল না জো, চোখ রাখল রাস্তার উপর। ওরা চলেছে ইণ্ডি ৫০০-র চেয়ে জোরে!

তীরবেগে টোয়েন্টি-থার্ড স্ট্রিট পেরুল ওরা।

'আগে জানলে প্রথম থেকেই অ্যাম্বুলেন্স নিতে পারতাম!' আফসোস করল জো।

মাথা নাড়ল রানা। 'না। ফোরটিন্থ স্ট্রিটের নীচের সব কল যায় অন্য হাসপাতালে। ওটা সেণ্ট ভিনসেণ্ট।' জো-র দিকে চেয়ে হাসল। 'তুমি অঙ্কে ভাল। আর আমি জানি কোন্ পথে যেতে হবে।'

ফোরটিন্থ স্ট্রিটের দু'পাশে দোকান। ওখানে পৌঁছেই চাকা ঘষ্টে যাওয়ার বিশ্রী আওয়াজ তুলল অ্যাম্বুলেন্স। গাড়ি থেমে যেতেই ভিতর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল প্যারামেডিকরা। মস্ত মনের মানুষগুলো দু' দলে ভাগ হয়ে আহতদেরকে খুঁজতে শুরু করেছে।

তাদেরকে এড়িয়ে সামনে বাড়ল রানা, পেরুল ইণ্টারসেকশন, তারপর বাঁক নিল বামে। রাস্তা এদিকে এসে হঠাৎ করেই বদলে গেছে। নাইন্থ অ্যাভিন্যু হয়ে উঠেছে হাডসন স্ট্রিট। উত্তর দিকে গেছে বড় সড়ক। প্রায় উড়তে উড়তে ফোরটিন্থ পেরুল রানা, আরও গতি পেতে পাম্প করছে অ্যাক্সেলারেটারে।

'সময়?' জানতে চাইল।

'টেন-ওহ্-টু। অর্ধেক পথ পৌঁচেছি। হাতে আঠারো মিনিট।'

'সামনে আবারও জ্যাম,' বলল রানা। ভুরু কুঁচকে চাইল জো-র দিকে। অন্য কোনও উপায় ভাবছে। একেবারে পুবে ওয়াল স্ট্রিটের ব্রডওয়ে, সেই নদী পর্যন্ত। কিন্তু হাতে যে সময়, তার ভিতর ওদিকে পৌঁছতে পারবে না। দশটা অ্যাম্বুলেন্সের

সাহায্য নিলেও সম্ভব হবে না। অনেক এঁকে-বেঁকে গেছে পথ। আর যতই ওয়াল স্ট্রিটের কাছে গেছে, নানা দিকে গেছে অসংখ্য গলি। তার মানেই এখন মাত্র একটা উপায়, ঝুঁকি নিতে হবে ওকে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। কাজ হতেও পারে, না-ও হতে পারে। ওর হাতে আর কোনও তাস নেই।

কড়া ব্রেক কষল রানা। ড্যাশবোর্ডের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জো।

'আবার কী হলো?' বিরক্ত হয়ে বলল জো। ওর কপাল ভাল যে সিটবেল্ট ওকে আটকে রেখেছে, নইলে উইণ্ডশিল্ড ফুঁড়ে সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়ত।

গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে রানা। 'আমরা বোধহয় এখনও ট্রেনের আগেই আছি...'

বুঝতে শুরু করেছে জো।

ফোরটিন্থ ও সেভেন্থ অ্যাভিন্যুর সাবওয়ে স্টেশনের সামনে গাড়ি থামিয়েছে রানা।

'তুমি নিশ্চয়ই...' সন্দেহ নিয়ে বলল জো।

'হ্যাঁ, ওটায় উঠব। দশটা বিশ মিনিটে ফোনের সামনে হাজির হতে হবে। আমি যদি বোমা পেয়ে যাই, ভাল। তুমি যদি ফোন ধরতে না পারো, আমি ধরব। আর আমি যদি পৌঁছুতে না পারি, তুমি ধরবে।'

'আর যদি দু'জনই ফেল মারি?'

'তা হলে মরেছি দু'জনেই,' স্টেশনের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। কাঁধের উপর দিয়ে বলল, 'রওনা হয়ে যাও, জো!'

সিটবেল্ট খুলে ফেলল জো, পিছলে সরে এল ড্রাইভারের সিটে, একবার দেখল স্টেশনের ভিতর উধাও হয়েছে রানা

'শালার দিনটাই খারাপ!' বিড়বিড় করল জো।

যে কাজ ভাল লাগে না বলে চাকরি ছেড়েছিল, সেই ট্যাক্সি ক্যাবই ওর কপালে এসে জুটেছে।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখে নিল।

মরুক শালা মর্ডাক আর শালার রানা!

হাতে মাত্র সতেরো মিনিট!

যেতে হবে দূরের সেই ওয়াল স্ট্রিট!

ছয়

একেকবারে তিন ধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে স্টেশনে নেমে এল রানা, পৌঁছে গেল ট্র্যাক লেভেলে। আর তখনই দেখল দরজা বন্ধ হতে শুরু করেছে তিন নম্বর ট্রেনের।

'ধুশ্!' অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠেছে রানা।

ভীষণ ভয় পেলেন দুই নান, এইমাত্র টার্নস্টিলে দাঁড়িয়েছেন ট্রেন থেকে নেমে।

বিদ্যুদ্বেগে ধাপ পেরিয়ে আবারও উঠতে শুরু করেছে রানা। কয়েক লাফে উঠে এসেই ছুটতে লাগল সেভেন্থ অ্যাভিন্যুর দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে। মাত্র অর্ধেক ব্লক দূরে ভেন্টিলেশন গ্রেট। কয়েক সেকেণ্ডে ওখানে পৌঁছে গেল, তারই ফাঁকে ভাবল, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি নাকি? একটুতেই হাঁপ লাগে যে! ওই সিগারেট! ওটাই শেষ করছে আমাকে! গ্রেট সরিয়ে দিয়ে কয়েক গজ পতন

মেনে নিল ও, বিড়ালের মত চার-হাত পায়ে ধুপ্ করে নামল আঁধার টানেলে। হেসে ফেলল, একেবারে ঠিক জায়গায় হাজির হয়েছে। স্টেশন থেকে ট্রেন রওনা হলেই ওটার ছাতে নামতে পেরেছে।

ছাতে পেট রেখে দুই পা ঝুলিয়ে দিল রানা, ধুপধাপ লাথি দিল কণ্ডাক্টারের কম্পার্টমেন্টের জানালায়। কাঁচ ভেঙে যেতেই বগির ভিতর নেমে এল ও। ধুপ্ করে পড়ল কণ্ডাক্টারের কোলে। প্রলম্বিত করুণ এক আর্তচিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল লোকটা, চোখে ভীষণ ভয়।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রানা, ঘুমিয়ে বেতন পকেটে পুরছে ব্যাটা। কণ্ডাক্টারের নাকের সামনে শিল্ড ধরল ও, তাতে বিরাট এক হাই তুলল লোকটা।

'আবারও ঘুমিয়ে পড়ো,' উপদেশ দিল রানা। প্রথম বগির দিকে রওনা হয়ে গেল। সন্দেহজনক প্যাকেট খুঁজতে হবে ওকে। মর্ডাক বলেছে লোভনীয় কিছু হবে ওটা।

নিশ্চয়ই মিথ্যা বলেছে।

পাকা বদমাশ লোক।

কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা, এই প্রতিযোগিতায় যেভাবে হোক জিতবে।

ট্রায়াঙ্গাল বিলো ক্যানেলের সংক্ষিপ্ত নাম: ট্রেবিকা। ইলেকট্রিকের দোকান চালু করবার পর ডাউনটাউনে বহুদিন আসেনি জো।

কত বছর হবে?

ছয় না সাত?

এদিকটা তেমন বদলে যায়নি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস; অবশ্য নতুন কিছু

রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে। নতুন করে গুছিয়ে নিয়েছে অনেকে তাদের বাড়িঘর। এরা নানাধরনের শিল্পী, ফিল্মমেকার বা সিনমেকার। আগে ওখানে স্বর্গে নাক তুলেছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুই টাওয়ার।

শহরের সবচেয়ে পুরনো এলাকার দিকে চলেছে জো।

ক্যাব চালাতে সবসময় বিরক্তি লেগেছে ওর। ক্যাবি মানেই পাঙ্কদের শিকার হওয়া। যে কেউ ছোরা বা পিস্তল বের করবে, পকেটের সব টাকা কেড়ে নেবে।

কত টাকা পাওয়া যায় ক্যাব চালালে?

সেরা সময়েও দিনে এক শ' ডলারের বেশি রোজগার করতে পারেনি জো। কমপক্ষে বারো ঘণ্টা স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে থাকতে হতো। যখন বাড়ি ফিরত, পিঠে টনটনে ব্যথা। তখন বাধ্য হয়ে ঘুমাতে হতো মেঝের উপর চিত হয়ে। তাতে যদি একটু সোজা হয় পিঠটা।

মাত্র একবার ডাকাতি হয়েছিল ওর। কিন্তু বেশিরভাগ সময় ঠকিয়েছে ভদ্রলোকরা। তারা বিশ বা তিরিশ ডলার ভাড়া দেয়ার সময় মাত্র এক ডলার দিয়ে সটকে পড়েছে। পরনে হয়তো লোকটার পিন-স্ট্রাইপড্ সুট, বা ফার পরা মহিলা, ট্যাক্সি নিয়েছে পার্ক অ্যাভিন্যুর কোনও বাড়ি থেকে— কিন্তু শেষে কী হলো?

শালা অথবা শালী বমি করে দিল ওর পিছন সিটে। বেশ ক'বার বমি পরিষ্কার করবার পরই ট্যাক্সি চালকের কাজে ইস্তফা দিয়েছিল ও।

জীবনে সবই দেখেছে জো। এ শহরের ব্যাপারে অন্তত দশটা বিষয় মাসুদ রানাকে শিখিয়ে দিতে পারবে। ব্রডওয়েতে বাঁক নিতে শুরু করেছে জো। এই পথ ওকে নিয়ে যাবে ওয়াল

স্ট্রিটে।

রিড স্ট্রিট পেরুল, তারপর হঠাৎ করেই ব্রেক কষে গতি কমিয়ে আনল সিটি হল পার্কের সামনে। পথ আটকে দিয়েছে বিশাল এক ট্র্যাক্টর-ট্রেইলার। যোলো চাকার দানব। থেমেছে ইন্টারসেকশন ও ব্রডওয়ের মাঝে। কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে গাড়ি থামাল জো, আঙুল ফোটাল। অপেক্ষা করছে সামনে থেকে সরবে ওই মাল।

জরুরি সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

আর মাত্র ছয় মিনিটের ভিতর কল করবে মর্ডাক।

তার আগেই ওই ফোন বুথে পৌঁছতে হবে রানা বা ওকে, নইলে নিজেদেরকে মাফ করতে পারবে না ওরা।

রানা মানুষটা আসলে ভাল, ভাবল জো। তবে খ্যাপা। ভীষণ!

চুপ করে অপেক্ষা করছে, এমন সময় কে যেন পিছনের দরজা খুলল, পরক্ষণে চেপে বসল ক্যাবের সিটে।

'ওয়ান-থার্টিন ওয়াল স্ট্রিট,' বলল লোকটা।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল জো। মাঝবয়সী শ্বেতাঙ্গ, রাশভারী ভঙ্গি, পরনে থ্রি-পিস বিজনেস সুট। এমন এক লোক, যে ভাবতে পারে আমি কেন গাড়ি ড্রাইভ করব? ওসব করবে ড্রাইভাররা!

'এটা কিন্তু ক্যাব নয়!' বলল জো। 'আপনি ভুল করছেন!'

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল খুলল লোকটা। চাপা স্বরে বলল, 'ক্যাবের বাতি জ্বলছে। কাজটা সোজা করে দিচ্ছি তোমার জন্য ওয়ান-থার্টিন ওয়াল স্ট্রিট, নইলে মেডালিয়ন বাতিল করিয়ে দেব।' ফড়ফড় আওয়াজে কাগজ নামাল সে, ওটার উপর দিয়ে উঁকি দিল। 'মনে হচ্ছে সাদাদেরকে দেখতে পারো না?'

টিটকারির হাসি মুখে।

লোকটাকে আয়েস করে হেলান দিতে দেখে মাথায় আগুন ধরে গেল জো-র। ব্যাটা আবার নাকও গুঁজেছে কাগজের ভিতর!

হ্যাঁ, বাতি জ্বলছে, না?

তার মানে ক্যাব যে-কেউ হায়ার করতে পারে।

কিন্তু ড্যাশবোর্ডে ঝুলতে থাকা ছবি বা আইডি জো-র সঙ্গে মেলে?

ওই ছবি এশিয়ার এক মাঝবয়সী লোকের, নাম জহির খান।

আমি ওই খান-ফান নই, মনে মনে বলল জো। কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময়ও আমার নেই। ঠিক আছে, মিস্টার থ্রি-পিস, যাওয়ার পথে দারুণ অভিজ্ঞতা হবে তোমার! বাকি জীবন ভাববে কী করে বাঁচলে!

'ওয়ান-থার্টিন ওয়াল স্ট্রিট?' খুশি মনে বলল জো। 'এই যে রওনা হয়ে গেলাম, স্যর!'

টানেলের বুক চিরে পুবে ওয়াল স্ট্রিটের দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন। একটু পর পর থামছে, আর প্রতিবার হিসাব কষছে রানা। পিছনে পড়েছে চেম্বার্স স্ট্রিট, পার্ক প্লেস ও ফুলটন স্ট্রিট। এক এক করে বগি থেকে বগিতে সরছে ও, খুঁজছে মর্ডাকের বোমা। ইতিমধ্যেই আধ খালি হয়ে এসেছে ট্রেন। ডাউনটাউনের এসব কমিউটারের যাত্রীরা বেশিরভাগ সময় সকাল সাড়ে ন'টার ভিতর পৌঁছে যায় কোর্ট, সিটি গভার্নমেন্ট বা ফিন্যানশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের অফিসে। আর এখন বাজে দশটার বেশি।

যাত্রীদের বেশির ভাগই পেপারব্যাক বই ও খবরের কাগজে মন দিয়েছে। কারও খেয়াল নেই পাশ দিয়ে যাচ্ছে এক লোক, বারবার দু'পাশ দেখছে সে।

কণ্ঠে মুক্তোর হার ও কানে হীরার দুল পরেছে ক'জন সফল মহিলা উকিল, রানাকে সিটের নীচে উঁকি দিতে দেখে সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখল তারা, ঝটপট ঠিক করে নিল স্কার্ট।

কাজে ব্যস্ত, এখন চাওয়ার সময় নেই, মনে মনে বলল রানা। তবে চট্ করে দেখে নিয়েছে, দু'জন সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু বড্ড গম্ভীর। পুরুষদেরকে বোধহয় ছাগল মনে করে এরা।

পরের বগির মুখে পৌঁছে গেল রানা।

দরকার পড়লে গোটা ট্রেন খুঁজবে।

ম্যানহাটানের একদিক সরু, অন্ধকার মত, গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলা কঠিন। অল্প জায়গায় গিজগিজ করছে বহু লোক। দু'পাশে উঁচু সব দালান, মাঝের সরু জায়গায় নামছে রোদ। পারতপক্ষে এ এলাকায় আসে না জো। সাদামানুষের এলাকা, এখানে ব্যস্ত হয়ে দিন পার করে স্টকব্রোকার, উকিল ও বণ্ড ট্রেডাররা, লোভী হাতে যেভাবে পারে আঁকড়ে রাখতে চায় বিপুল সম্পদ।

ক্যাবের পিছন সিটে বসে থাকা থ্রি-পিস তাদেরই একজন, একটু আগেও জো-র ড্রাইভিং নিয়ে আপত্তি তুলছিল, তারপর ফোঁপাতে শুরু করেছে ভীষণ ভয়ে। হলুদ বাতি বা লাল বাতি কিছুই মানছে না জো, ভিড়ের ভিতর বাঁক নিচ্ছে ষাট মাইল বেগে, আর তারপর তুলছে আশি মাইল গতি।

শ্বেতাঙ্গ লোকটার কথা যেন ভুলেই গেছে জো, উড়ে চলেছে সঠিক সময়ে ফোন ধরবার জন্য।

পিছন সিটে শরীর ছেড়ে দিয়েছে ব্যবসায়ী, বাজে দুর্গন্ধ পেল জো। কফি ও বিয়ার মিশ্রিত ঝাঁঝাল গন্ধ। অভিজ্ঞতার কারণে বুঝে ফেলল, মুতে দিয়েছে লোকটা।

আর ঠিক তখনই ওয়াল স্ট্রিটে পৌঁছে গেল জো। বাঁক

নিয়েই কড়া ব্রেক কষল, গাড়ি থামতেই ছিটকে বেরিয়ে গেল, দৌড় দিল স্টেশনের দিকে।

'দুশ্‌শালা!' বিড়বিড় করল জো। ওর কাছে টোকেন নেই। টার্নস্টিল টপকে ওদিকে লাফিয়ে পড়বার সময় মনে মনে প্রার্থনা করল, 'রানা আসতে যেন দেরি না করে! ঈশ্বর, লোকটা পাগল হতে পারে, কিন্তু মনটা বিরাট! ওকে পৌঁছে দাও!'

মাঝসকালের ব্যস্ততা দেখছে তরুণ এক পুলিশ, হাতে ডোনাট, হঠাৎ করেই ওর চোখে পড়ল বেআইনী ভাবে বেড়া ডিঙিয়ে গেছে এক কালা আদমি!

'অ্যাই!' হাঁক ছাড়ল পুলিশ, পরক্ষণে দৌড় শুরু করল জো-র পিছনে।

চিৎকার শুনেছে জো, কিন্তু ঘুরে চাইল না, ছুটছে তুমুল গতি তুলে। গেল কোথায় শালার ফোন... কই বুথ?

স্টেশনের সিলিঙে ঝুলছে ঘড়ি।

সময় এখন ১০:১৮।

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নিজেকে বোঝাতে চাইল জো। প্ল্যাটফর্মের আরেক দিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছে।

আর মাত্র দুই মিনিট!

দুই মিনিট!

তার আগেই ওই ফোন বুথ পেতে হবে!

ফোন বুথ... ওই যে!

মোটা এক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী থেমেছে ওটার সামনে। প্যান্টের পকেটে হাত ভরেছে, খুচরা কয়েন বের করছে ফোন করবে বলে।

দৌড়ের ফাঁকে চট্ করে জো দেখে নিল ঘড়িঃ

১০:১৯:০০

শালার এক্সপ্রেস ট্রেন গেল কই, ছুটবার ফাঁকে ভাবল জো
এরই ভিতর স্টেশন ছেড়ে চলে গেল?
তার চেয়ে বড় কথা: রানা গেল কোথায়?

ট্রেনের শেষমাথার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, একবার দেখে নিল ঘড়ি: সকাল ১০:১৯:০০।

এবার যে-কোনও সময়ে ট্রেন পৌঁছবে ওয়াল স্ট্রিটের সাবওয়ে স্টেশনে। শেষের দুই এক রগির ভিতর থাকবে ওই বোমা। মর্ডাক ভাল করে লুকিয়ে রেখেছে।

জো-র উপর ভরসা করছে রানা। আশা করছে, এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে গেছে ও। বোধহয় দাঁড়িয়ে আছে ফোনের সামনে। আশা করছে বেজে উঠবে ওটা।

কিন্তু ওরা দু'জন পাশাপাশি না থাকলে সন্তুষ্ট হবে না মর্ডাক। কাজেই জো স্টেশনে পৌঁছে গেলেও আগে খুঁজে বের করতে হবে ওই বোমা।

এই ট্রেন এয়ার-কণ্ডিশণ্ড, কিন্তু দরদর করে ঘামছে রানা। শার্টের বুক-পিঠ ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। বগির পিছনের দরজা খুলল ও, আর অমনি টানেলের বদ্ধ জায়গায় আটকে থাকা বাতাস ভিতরে ঢুকল। বুক ভরে ওই বাতাস নিল রানা। দুলতে দুলতে বাঁক নিতে শুরু করেছে ট্রেন। লাইনের উপর দিয়ে ছিটকে পেরিয়ে গেল বড়সড় এক ইঁদুর। গার্ডরেলে এসে থামল রানা, এক সেকেণ্ড পর পরের দরজা খুলে পা রাখল শেষ বগিতে।

দু'পাশ দেখতে দেখতে বগির মাঝে পৌঁছে গেল রানা। তখনই চোখে পড়ল নির্দিষ্ট জিনিসটার উপর। দেয়ালের এক হুকে ঝুলছে মর্ডাকের বোমা। কানের লতির উপর বিশেষজ্ঞ এক

ডাক্তারের বিজ্ঞাপনের ঠিক উপরে।

এই বগির ভিতর মাত্র কয়েকজন লোক। কাউকে পাত্তা দিল না রানা, বিজ্ঞাপনের নীচের সিটে উঠে দাঁড়াল, পরীক্ষা করতে শুরু করেছে ডিভাইসটা। ওই একই জিনিস ছিল ক্যাপ্টেন জনসনের অফিসে। দুটো ভায়াল, একটার ভিতর স্বচ্ছ তরল, অন্যটা লাল রঙের। গম্ভীর চেহারায় দেয়াল থেকে দুই ভায়ালের ডিভাইস নামিয়ে ফেলল রানা। একবার ভাবল, কে জানে, হয়তো ঠিক এখনই রিমোট কন্ট্রোলের বিপার পাঠাতে শুরু করেছে মর্ডাক!

খুব সাবধানে বগির শেষে চলে গেল রানা, জিনিসটা ওকে উড়িয়ে দেয়ার আগেই ওটাকে বিদায় করবে।

একবার ডিজিটাল ঘড়ি, আরেকবার শ্বেতাঙ্গকে বড়বড় চোখে দেখছে জো। ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে চলেছে লোকটা।

কয়েক সেকেণ্ড পর সকাল দশটা বিশ মিনিট হবে।

ব্যবসায়ী বের করতে পেরেছে কয়েন। পে-ফোনের স্লটে ফেলল।

'স্যর, আমার কাছে জরুরি ফোন আসার কথা,' খুব মার্জিত ভঙ্গিতে বলল জো। 'কল আসবে এখনই।'

'আহ্!' বিরক্তি প্রকাশ করল লোকটা।

জো-র মনে পড়ল, রানা কত ভদ্রতা করে মোটা মহিলাকে সরাতে চেয়েছিল। আমি কম যাই কেন, ভাবল ও। 'প্লিয, স্যর, বিষয়টা খুবই জরুরি।'

দ্বিতীয়বার ওর দিকে চাইল না লোকটা। কাটা কাটা স্বরে বলল, 'ভদ্রতা বলতে কিচ্ছু শেখো না তোমরা কালোরা। মনে

রাখবে আমি আগে এসেছি, আমিই আগে ফোন করব।'

কালোদের ভদ্রতা বলতে কিছু নেই?

আরও কালো হয়ে গেল জো-র মুখ।

শালা সাদামানুষ! নরকে যাক তোর ভদ্রতা! আরে শালা, তিরিশ সেকেণ্ড পর মরব সবাই!

'ফোন ছাড়্!' চেঁচিয়ে উঠল জো। মুষ্টিযোদ্ধাদের মত করে বুকের কাছে পাকিয়ে ফেলেছে দুই হাত।

সামনের কালো এই লোকটা ভয়ঙ্কর চেহারা পাকিয়ে তুলতেই চমকে গেছে শ্বেতাঙ্গ, রিসিভার ক্রেডলে রেখে পিছিয়ে গেল দুই পা। ভাবতে পারেনি কালোরা এই সুরে কথা বলবে।

আর ঠিক তখনই জো-র পিছন থেকে বলে উঠল আরেকজন: 'দুই হাত মাথার উপর তোলো!'

এই কণ্ঠের জন্য প্রস্তুত ছিল না জো। জমে গেল বরফের মূর্তির মত। দুই সেকেণ্ড পর খুব ধীরে ধীরে ঘুরে চাইল।

দশফুট দূরে এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ পুলিশ। অস্ত্র তাক করেছে ওর বুকে।

হাত তুলল জো। আর তখনই বেজে উঠল ফোন।

'ওই ফোনের জবাব দিতে হবে,' বলল জো। 'নইলে...'

আবারও বাজল ফোন।

'চুপ্!' ধমক দিল ছোকরা পুলিশ। 'হাত মাথার উপর!'

তৃতীয়বারের মত বেজে উঠল ফোন।

ওই আওয়াজ চাপা পড়ল জোরালো শব্দের নীচে। স্টেশনে ঢুকতে শুরু করেছে ট্রেন।

চতুর্থবারের মত বাজল ফোন।

এবার কী করব, ভাবল জো।

রানা হলে কী করত?

বুকে বুলেট নিয়ে স্বর্গে যাব, না বোমা উড়িয়ে দেবে কালো পাঁছাটা নরকে!

আসলে বাঁচার উপায় নেই, বুঝে গেল জো।

'আমি পুলিশ!' জোর গলায় বলল রানা। টের পেল, কাঁপতে শুরু করেছে ডিভাইস। লাল তরল রওনা হয়ে গেছে স্বচ্ছ তরলের দিকে। 'পালাও! বেরিয়ে যাও এখান থেকে! এটা বোমা!'

এটা নিউ ইয়র্ক, যে-কোনও কিছু ঘটতে পারে। যে ক'জন যাত্রী ছিল, দৌড়ে চলে গেল সামনের বগির দিকে। দেখতে না দেখতে দরজা পেরিয়ে উধাও হলো।

ততক্ষণে স্বচ্ছ তরল লালচে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আর লাল তরলের বেশির ভাগই বেরিয়ে গেছে ভায়াল থেকে। নাদান বাচ্চা কোলে তুললে যেমন সাবধান থাকতে হয়, সেই যত্ন নিয়ে শেষের সিট পেরুল রানা, থামল পিছনের দরজায়। মুচড়ে দিল হ্যাণ্ডেল, কিন্তু মোটেও সরল না দরজা।

দেখিয়ে চলেছে রানার ঘড়িঃ

১০:২০:০০

কপালই মন্দ!

শেষহাসি হাসবে মর্ডাক!

এক এক করে সেকেণ্ড গুনতে শুরু করেছে জো।

পাঁচবার ফোন বেজেছে।

ছয়বার।

কতবার কল করবে মর্ডাক?

এবার যে-কোনও সময়ে ডেটোনেট করবে বোমা!

এই ঝুঁকি নেয়া যায় না!

বড় করে শ্বাস নিল জো, ঠোলাটাকে বোঝাতে হবে খারাপ কিছু করছে না ও। শান্ত স্বরে এবার বলল, 'ওই ফোন আমাকে ধরতেই হবে। যদি গুলি করতেই হয়, তো করো। জবাব আমাকে দিতেই হবে।'

বামহাত মাথার উপর রাখল জো, অন্যহাতে ধরতে চাইল রিসিভার। চোখ রেখেছে পুলিশের উপর। ক্রেডল থেকে তুলে নিল রিসিভার, বলল, 'হ্যাঁ, আমি এখানে।'

এক পা সামনে বাড়ল তরুণ পুলিশ।

'রানা কোথায়?' জানতে চাইল মর্ডাক।

ব্যাটা ভাল কথা বলেছে, ওই একই কথা ভাবছে জো।

এবার কী জবাব দেবে ও?

রানা হলে কী বলত?

'পথে আটকা পড়েছে। আমার মত উড়ে আসতে পারেনি। বয়স হচ্ছে তো ওর।'

হাসল না মর্ডাক। গম্ভীর সুরে বলল, 'নিয়ম কিন্তু একসঙ্গে থাকবে তোমরা। কাজেই বলতে হচ্ছে, তোমরা আইন ভেঙেছ। গুড-বাই।'

মগজে ডায়াল টোন ঢুকল জো-র। আর ঠিক তখনই জোর আওয়াজ শুনল। গর্জন ছাড়তে ছাড়তে স্টেশনের ঢুকেছে ট্রেন। এইমাত্র টানেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অত্যুজ্জ্বল হেডল্যাম্প।

ধুপ্ করে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ল জো, পুলিশের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়ে পড়ো! বোমা!'

ওদিকে শেষ বগির পিছন-দরজা মোটেও খুলছে না।

কিন্তু ওই দরজার মাঝে জানালা আছে।

আড়াআড়ি ভাবে কয়েক কদম সরে এল রানা, তারপর কাঁধ দিয়ে পড়ল কাঁচের উপর। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল পুরু প্যান। কেটে গেল কাঁধ ও বাহু। ওদিকে খেয়াল দিল না, পাশের সিট থেকে তুলে নিল বোমা, তারপর গায়ের জোরে ওটা ছুঁড়ে দিল দূরে। পরক্ষণে ডাইভ দিল মেঝের উপর।

এইমাত্র স্টেশনে ঢুকেছে ট্রেন, আর ঠিক তখনই সামনের চাকাগুলো পিষে দিল কালো, ধাতব এক ডিস্ক। জিনিসটা এতই সরু এবং ছোট, খেয়াল করবে না কোনও ড্রাইভার।

ওই ডিস্ক আসলে ইলেকট্রনিক সেন্সার, আর ওটাই জানিয়ে দিয়েছে, এবার ফাটতে হবে বোমাকে।

রেললাইনের উপর উড়ন্ত জিনিসটার কাছে পৌঁছে গেল সিগনাল, সঙ্গে সঙ্গে ডেটোনেট হলো।

বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল জো। যেন মাথার উপর ভেঙে পড়ছে আকাশ। স্টেশনের ভিতর ভয়ঙ্কর আওয়াজ।

ট্রেনের ড্রাইভারের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছে অটোমেটিক পাইলট।

চারপাশে লোকজনের চিৎকার।

কাঁদতে শুরু করেছে মহিলারা।

তরুণ পুলিশকে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল জো, দেয়ালের পাশে ঠেলে দিল ব্যবসায়ীকে, তারপর পুলিশকে সরিয়ে নিল নিরাপদ জায়গায়। নিজেও বসে পড়ল, দু'হাতে চেপে ধরল মাথা ও কান। মনে মনে প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের কাছে।

চিৎকার করছে সবাই।

ছিটকে সরে যাচ্ছে দূরে।

যারা সিঁড়ির কাছে, প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে শুরু করেছে।

আর ঠিক তখনই ট্রেনের পিছনের বগি এসে ঢুকল স্টেশনে। খসে পড়েছে পুরো ট্রেন থেকে। আড়াআড়ি ভাবে দড়াম করে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর, হেঁচড়ে চলেছে স্টেশনের আরেক দিকে। ধুম করে গিয়ে বাড়ি মারল সিঁড়ির নীচে। যে রকম ভয়ানক আওয়াজ হলো, জো-র মনে হলো এখান থেকে শুরু করে নিউ জার্সি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বিস্ফোরণের শব্দ।

স্টেশন ভরে উঠেছে ঝাঁঝাল ধূসর ধোঁয়ায়। ছাতে কাজ শুরু করেছে স্প্রিংলারগুলো, ঝরঝর করে নীচে পড়ছে পানি। দপ করে নিভে গেল বাতি। মুহূর্তে আঁধার নামল স্টেশন জুড়ে। হিস্টিরিয়া শুরু হয়েছে অনেকের। ছাত থেকে ধুপধাপ আওয়াজে খসে পড়ছে আস্ত সব ইঁট।

মাত্র দু'মিনিট পর এল জোরালো সাইরেনের আওয়াজ। উপরের রাস্তায় পৌঁছে গেছে অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি।

কয়েক সেকেণ্ড পর জ্বলে উঠল বাতি। কাজ শুরু করেছে ব্যাকআপ জেনারেটার। কাঁপতে থাকা আলো তৈরি করেছে ভুতুড়ে পরিবেশ।

ঘন ধোঁয়ার কারণে ভীষণ জ্বলতে শুরু করেছে জো-র চোখ। টানেলের ভিতর জ্বলছে আগুন। উঠে দাঁড়াল ও, চলে গেল বিধ্বস্ত বগির পাশে। সিঁড়ির নীচে হেলান দিয়ে পড়েছে লোহার দানবটা।

'মরুক মর্ডাক!' বিড়বিড় করল জো।

রানার কথা মনে পড়ল ওর।

বেচারা কোথায় কে জানে! মানুষটা সত্যিই ভাল ছিল! এতক্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ওর নতুন ওই বন্ধু।

বাদামি ছিল না ও, ভাবল জো।

তামাটে ছিল।

ভাল, খুবই ভাল মানুষ ছিল।

বাংলাদেশের মানুষ, বিশাল মস্ত এক অন্তর ছিল, এই দেশে এসে অচেনা-অজানা একদল মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে মরল বেঘোরে।

কে জানে, ওর জন্য হয়তো অপেক্ষায় থাকবে ওর বউ। হয়তো দুটো বাচ্চা মা'র কাছে জানতে চাইবে, কেন আসে না বাবা?

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো। চারপাশে চাইল। ভীষণ জ্বলছে চোখ। তারই ফাঁকে পিটপিট করে চাইল বগির দিকে। ভাল দেখতে পাচ্ছে না। বুঝতে পারছে, ও নিজে গুরুতর আহত নয়। অবশ্য, বোধহয় মাথায় বাড়ি খেয়েছে। আর সেজন্যই তো ভুল দেখছে। নইলে... এইমাত্র বগির ভাঙা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না রক্তাক্ত, ধুলোভরা, নোংরা মাসুদ রানা!

'যদি সত্যিই বেঁচে যাও,' বিড়বিড় করল জো, 'তোমাকে আমার সেরা বন্ধু বলে মেনে নেব!'

সাত

স্টেশনের উপর, মস্ত গর্ত তৈরি হয়েছে পার্কের বুকে। রাস্তা ভরে গেছে ইমার্জেন্সি পারসোনেল ভেহিকেলে। টানেলের আগুন যেন ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য চারপাশে কেমিকেল ছিটিয়ে দিচ্ছে

ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা। ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস টেকনিশিয়ানরা সেবা দিতে শুরু করেছে আহতদেরকে। যাদেরকে মনে হচ্ছে গুরুতর আহত, তাদের সরিয়ে নিচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রেচারে করে। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ এরই ভিতর কাঠের সব ব্যারিকেড দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কৌতূহলীদেরকে ওখানেই থামতে হবে। নানান মিডিয়া থেকে হাজির হয়েছে রিপোর্টাররা। গলা উঁচিয়ে পুলিশের কাছে জানতে চাইছে, আসলে কী ঘটেছে। কেউ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেই তাকে ধরছে।

আজ সকালে শহরের দ্বিতীয় বিস্ফোরণ, অর্থাৎ আমেরিকার হৃৎপিণ্ড ওয়াল স্ট্রিটের বোমা মস্ত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রিপোর্টাররা নিশ্চিত হতে চাইছে, এই দুই বোমা একই লোক বা দলের কি না। ক্যাপ্টেন জনসন এরই ভিতর তাঁর বাহিনীর সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যদি সামান্য মাথাও দোলায়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিবিয়ে খেয়ে নেবেন তিনি।

এইমাত্র স্টেশনের ভিতর থেকে টলতে টলতে উঠে এসেছে মাসুদ রানা ও জো মাইনার। পেশাদার সাংবাদিকরা মুহূর্তে বুঝে গেল, এই তো তাজা খবর পাওয়া গেছে! এদেরকে চেপে ধরলেই সব ভড়ভড় করে বলবে!

কিন্তু তাদেরকে হতাশ হতে হলো। একটা কথাও বলল না রানা বা জো, সাংবাদিকদের হাত সরিয়ে দিয়ে চলে গেল সাদা পোশাকের পুলিশদের ভিতর।

ইএমএস টিম জরুরি ভিত্তিতে রানা ও জোকে দেখল। ওদের কোনও হাড় ভাঙেনি। কেটে-ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হলো। প্যারামেডিকরা বলল, কাছের হাসপাতালে নেবে, শরীরের ভিতর রক্তক্ষরণ থাকতে

পারে। কিন্তু রানা ও জো তাদেরকে পাত্তাই দিল না।

জো-কে পাশে নিয়ে চলে গেল রানা গ্রিয়ারের সামনে। জানতে চাইল সংক্ষেপে পরিস্থিতি।

'কয়েকজনের সামান্য কংকাশন, বয়স্ক এক লোকের পেসমেকার থেমে গেছে, আর এক প্রেগনেন্ট মহিলার পানি ভেঙেছে— আর কিছু নয়।' এবার প্রশংসার সুরে বলল গ্রিয়ার, 'আমরা সত্যি আশ্চর্য হয়েছি মিস্টার রানা, আপনি কীভাবে রক্ষা করলেন এত মানুষ!'

ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। বলল, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন ব্যাপারটা মিরাকল। কিন্তু ওখানেই সমস্যা। আমার ধারণা: হারা খেলায় প্রতিযোগিতা করতে নেমেছি আমরা।'

'একটু খুলে বলবেন?' জানতে চাইল গ্রিয়ার।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ধরুন, ওই নির্দিষ্ট সময়ে এখানে পৌঁছবার উপায়ই ছিল না। তা হলে প্রতিযোগিতা কোথায়? তারপর বিস্ফোরিত হলো বোমা। কিন্তু ঠিক এখানেই কেন? এমন হতে পারে যে এখনেই বোমা ফাটাতে চেয়েছে লোকটা।'

'সাবওয়ের ভিতর?' বলল গ্রিয়ার।

পার্কের গর্তের দিকে চাইল রানা। কানের ভিতর এখনও ভনভন আওয়াজ শুনছে। 'কী যেন ঠিক মিলছে না।'

চুপ করে আছে গ্রিয়ার।

'মিস্টার রানা?' পাশে এসে থামল ইউনিফর্মড্ এক পুলিশ। 'দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।'

'চলো, ঘুরে আসি,' জো-কে বলল রানা।

দশ গজ যাওয়ার পর স্টেশনের পাশের এক ভ্যান দেখিয়ে দিল ইউনিফর্মড্ পুলিশ। 'ওখানে আছেন।'

ভ্যানের পাশের লোগোতে লেখা: রিচমণ্ড মুভার্স।

ভ্যানের সামনে দুই লোককে দেখল রানা। পরনে ওভারঅল। চোখে সানগ্লাস। কথা বলছে ক্যাপ্টেন জনসনের সঙ্গে। তখনই বুঝে গেল রানা, ওই দু'জন যদি মুভার্স হয়, ও নিজে চাঁদের বুড়ি। মৃদু হেসে ফেলল। ফেডরা কবে শিখবে কীভাবে ছদ্মবেশ নিতে হয়!

জো আর রানাকে হাতের ইশারা করে ভ্যানে উঠতে বললেন জনসন, পিছনে নিজেও উঠে পড়লেন।

ভিতরে কনযারভেটিভ-কাট সুটের দুই লোক বসে আছে।

'মিস্টার রানা, ইনি টড রলিন্স, এফবিআই, আর ইনি অ্যালিসন রোজডেল, আর ইনি...'

'অন্য এক এজেন্সির,' যেন সংক্ষেপ করতেই বলল শেষজন। 'গুড মর্নিং, মিস্টার রানা।'

দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে হাত মেলাল রানা ও জো।

ভ্যানের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অন্য লোকটা। বয়স তার ষাটের ঘরে। বাইরের দুই লোকের মতই তার চোখে কালো সানগ্লাস। হাতে ম্যাগাযিন, কিন্তু মনে হলো না দেখছে। তা ছাড়া, অনেক দ্রুত ওল্টাচ্ছে পাতা। বোধহয় কান পেতেছে রানার কথা শুনবার জন্য।

'এঁরা দু'চারটা প্রশ্ন করবেন, মিস্টার রানা,' বললেন জনসন। হাসলেন। মনে হলো, ভ্যানের সবাইকে ভাল করেই চেনেন।

টড রলিন্স পকেট থেকে কী যেন বের করলেন। ওটা বাড়িয়ে দিতে নিল রানা। চোয়াল ভাঙা এক লোকের ছবি। পাতলা হয়ে গেছে চুল। পাশেই অদ্ভুত সুন্দরী এক মেয়ে।

'আগে কখনও এই লোককে দেখেছেন?' অ্যালিসন রোজডেল জানতে চাইলেন।

মাথা নাড়ল রানা।

'বা একে?' আরেকটা ফটো বের করে বাড়িয়ে দিলেন রলিন্স।

ছবি কোনও বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টের।

বোধহয় লং-ডিসট্যান্স টেলিফোটো লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। কভার্ট অপারেশনে ব্যবহার করা হয়।

যে-লোকের উপর ফোকাস করা হয়েছে, সে মাঝবয়সী। ইউরোপিয়ান, অভিজাত চেহারা। হাসছে লোকটা, কিন্তু যার দিকে চেয়ে আছে, তার মুখ অস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

ইউরোপিয়ান আড়ষ্ট হাসছে। জোর করেই বোধহয়। ঠোঁটের দু'পাশে ফাটা ফাটা বলি রেখা। নীল চোখদুটো বরফের মত শীতল।

'আপনারা চেনেন একে?' রানা-জোকে বললেন রোজডেল।

মাথা নাড়ল রানা ও জো।

'কণ্ঠস্বর চিনবেন?' রানার কাছে জানতে চাইলেন রলিন্স।

চিনলেও আপনাদের বলতাম না, মনে মনে বলল রানা। এই লোকগুলো নিজেদেরকে মস্ত বুদ্ধিমান মনে করে। এমন ভঙ্গি নেয়, এরা না থাকলে যেন এতিম হয়ে যাবে আমেরিকা।

রলিন্স ও রোজডেল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

রোজডেল বললেন, 'মিস্টার রানা, আপনি কি জানতেন বেশ কয়েকদিন ধরে আপনাকে অনুসরণ করা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করে নিল রানা। 'অদ্ভুত সুন্দরী এক মেয়ে...'

ওর দিকে ঝুঁকে এসেছেন রলিন্স ও রোজডেল। রানা বুঝে গেল, ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে করেছে এরা। মাথা নাড়ল রানা, 'ঠাট্টা করছিলাম। কারা এরা? এদের সম্পর্কে কী জানেন আপনারা?'

দুই এজেন্ট অর্থবহ চাহনি দিল পরস্পরের দিকে চেয়ে।

রলিন্স বললেন, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, মিস্টার রানা।'

'করছি না তা নয়,' বলল বিরক্ত রানা। 'আপনাদের নিজেদের ঝামেলার ভিতর নাক গুঁজে নিজের কাজ নষ্ট করছি; ইতিমধ্যেই কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচেছি আমি আর আমার বন্ধু, জো। আর কী সহযোগিতা করলে আপনাদের খুশি করা যাবে?'

'দয়া করে বলুন প্রথম থেকে,' বললেন রোজডেল।

'বলার মত তেমন কিছুই নেই,' বলল রানা। 'ভোরে টিভিতে দেখলাম এক লোক বোমা ফাটিয়েছে। পরে ফোনে কথা হলো। সে জার্মান হতে পারে। বোমা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। টাকার জন্য কাজটা করছে না। যে কারণেই হোক, খেপে আছে আমার উপর। ...আর কিছু জানা নেই।'

গম্ভীর হয়ে গেছেন রলিন্স ও রোজডেল।

যা জানি, বলে দিয়েছি, ভাবল রানা।

ভ্যানের পিছনে যে লোক, তার দিকে চাইলেন রলিন্স।

সামান্য ইশারা এল মাথার।

অনুমতি দেয়া হয়েছে।

'প্রথম লোক ক্যাসিয়াস মার্গো,' বললেন রলিন্স। 'হাঙ্গেরিয়ান আর্মিতে ছিল। এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট। আমরা ধারণা করছি এই লোক এখন আল-কায়েদার হয়ে কাজ করে।'

'কী ধরনের নাশকতার সঙ্গে জড়িত?' প্রশ্ন করলেন জনসন।

'ফ্রিল্যান্স টেরোরিযম। কন্ট্র্যাক্ট অনুযায়ী কাজ করে।'

মার্গোর পাশের সুন্দরীকে দেখাল রানা। 'মেয়েটা কে?'

'মার্গোর শয্যাসঙ্গিনী,' বললেন রলিন্স। 'শুধু জানা গেছে নাম

ক্যাটরিনা। আমরা শুনেছি, মার্গোর বাড়িতে বোমা রাখে মোসাদ। তখন বাসায় ছিল না লোকটা। মারা পড়ে ওই মেয়ে।'

'দ্বিতীয় লোক ছিল জার্মান আর্মির কর্নেল,' বললেন রোজডেল। 'ইনফিলট্রেশন ইউনিট। বেশিকিছু জানা যায়নি। তবে আর্মি মেডিকেল রেকর্ড অনুযায়ী তার ভীষণ মাইগ্রেন আছে। নাম ডাবলিউ পি. ক্রস।'

'এসব আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আসলে আমার কাছে ঠিক কী চান?' ক্লান্ত এবং বিরক্ত।

হঠাৎ শুকিয়ে গেল তথ্যের প্রবাহ।

চুপ হয়ে গেছে সবাই।

রানা বুঝতে পারছে, এরা এমন কিছু জানে, যেটা নিজে ও জানে না।

ভ্যানের পিছনের লোকটার দিকে ইশারা করল রানা, 'এই ভদ্রলোকের মুখ দেখে সব বুঝে নেব?'

ম্যাগাযিন নামিয়ে রাখলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। 'নামটা চার্লস্ ক্রস। মনে পড়ে আপনার ওকে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পরিষ্কার,' বলল রানা।

ক্রসের বাবা ছিল জার্মান, মা ব্রিটিশ। তার কথা ভাল করেই মনে আছে রানার। মাঝবয়সী, অসম্ভব নিষ্ঠুর। ওর ঘুষি খেয়ে চব্বিশতলা থেকে পড়ে যায়। লোকটা কিডন্যাপ করেছিল এজেন্সির ক্লায়েন্ট ব্যবসায়ী বার্ট লরেন্সের আট বছরের মেয়েকে।

অত উপর থেকে সিমেন্টের চাতালে পড়ে টমেটোর মত চেপ্টে ফেটে গিয়েছিল। নানা দিকে ছিটকে যায় রক্ত।

সিগারেটের আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিল লোকটা মেয়েটার সারা শরীরে। উদ্ধার করে ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয় রানা। 'মনে আছে ওকে,' বলল। 'কিন্তু ওর সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?'

রোজডেলের কাছে জানতে চাইলেন জনসন, 'চার্লস ক্রস কে?'

'আমাদের রেকর্ড বলছে, চার্লস পি. ক্রস নামে জন্ম নিয়েছিল সে, আর তার ভাই ডাবলিউ. পি. ক্রস,' বললেন ভ্যানের পিছনের ভদ্রলোক। 'মর্ডাক তার ছদ্মনাম।'

ভাই মারা পড়েছে বলে প্রতিশোধ নিতে চাইছে লোকটা পাক্কা দেড় বছর পর? ভাবল রানা। উঁহুঁ! সেজন্যে টনকে টন বিস্ফোরক লাগে না। একটা বুলেট ওর মগজে পাঠিয়ে দিলেই যথেষ্ট ছিল।

'ওই লোক এখন নিউ ইয়র্কে বোমা ফাটাতে শুরু করেছে,' বললেন টড রলিন্স। 'চাইছে এসবের সঙ্গে মিস্টার রানাকে জড়িয়ে নেবে। আল্টিমেটলি খুন করবে, কিন্তু তার আগে তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।'

কথাগুলো মানতে পারল না রানা। বুঝতে পারছে, যুক্তি নেই এদের বক্তব্যে। এ-ও বুঝল, এখনও কেউ দোষ দিচ্ছে না বটে, কিন্তু এভাবে বোমা ফাটতে থাকলে সবাই মিলে হামলে পড়বে ওর উপর।

আপত্তি তুলতে মুখ খুলল রানা, আর ঠিক তখনই ভ্যানের পাশে এসে দাঁড়াল জনসনের সেক্রেটারি মেরি জোন্স।

'ক্যাপ্টেন, ওর ফোন!'

'নিশ্চয়ই বলোনি ভ্যানে কারা?' জানতে চাইলেন জনসন।

'আমি তো পাগল নই,' বলল মেরি। অপমানিত বোধ করছে।

মহিলার কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিলেন রলিন্স। একটা ক্রেডলের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। এবার স্পিকারে সবাই শুনতে পাবে। টিপে দিলেন বাটন, সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করল মাইক

'মিস্টার মর্ডাক?' বললেন জনসন।

ভ্যানের ভিতর গমগম করে উঠল টেরোরিস্টের কণ্ঠ: 'ক্যাপ্টেন, এফবিআই থেকে কারা এসেছে? দেখা যাক... বোধহয় রলিন্স। ...হ্যালো, কেমন আছ, রোজডেল!'

পিছনের বয়স্ক লোকের দিকে চেয়ে অসহায় ভঙ্গি করলেন রোজডেল। 'হ্যালো,' বললেন মাইক্রোফোনে।

চাপা হাসল ডাবলিউ. পি. ক্রস। 'জানতাম, তোমরা একসঙ্গে কাজ করো। হ্যালো, রলিন্স। চিন্তা করার সময় এখনও কি সানগ্লাসের ডাঁটি কামড়াও?'

মুখ থেকে সানগ্লাসের ডাঁটি সরিয়ে ফেললেন রলিন্স, কুঁচকে গেছে ভুরু।

আবারও হেসে উঠল উইলিয়াম্‌স্ পিটার ক্রস। 'ভাবো, ভাল করে ভাবো, গ্রেটার নিউ ইয়র্কের চোদ্দ শ' ছেচল্লিশটা স্কুলের যে কোনও একটার ভিতর রেখেছি আমি চাব্বিশ শ' পাউণ্ডের একটা বোমা। তোমাদের কাজ হবে ওটা খুঁজে বের করা। টাইমার চলছে ওটার। সময় পাবে দুপুর তিনটা পর্যন্ত। আর হ্যাঁ, রানা যেন তোমাদের সঙ্গেই থাকে। ও বাড়ি ফিরলে আগেই ফাটিয়ে দেব বোমা।'

ভ্যানের ভিতর থমকে গেছে সবাই।

চব্বিশ শ' পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ?

চমকে গেছে প্রত্যেকে।

যদি ফাটে, মরবে শত শত শিশু!

সন্দেহ নেই, ওই আস্ত শয়তান মোটেও মিথ্যা বলছে না!

প্রমাণ করে দিয়েছে সাবওয়েতে বোমা মেরে।

'তোমাদেরকে ধন্যবাদ,' বলল ক্রস। 'তোমরা আমাকে বিশ্বাস করেছ। আমাকে বুঝতেও পারছ।'

'আ-আপনি ব-বললেন... দুই হাজার চার শ' পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ?' তোতলাতে শুরু করে বললেন ক্যাপ্টেন জনসন।

'ঠিক। দ্বিতীয়বার আমার কথার ভিতর কথা বলবে না।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জনসনের মুখ।

বলতে শুরু করল ক্রস, 'মর্ডাক বলছে: তোমরা স্কুলগুলো খালি করতে চাইলে রেডিয়োর মাধ্যমে ফাটিয়ে দেবে। মনে রাখবে, তোমাদের উপর চোখ রাখছে কেউ। আবারও বলছি, একটা স্কুলও খালি করবে না। নইলে কমে যাবে তোমাদের একটা স্কুল। সময় বিকেল তিনটা পর্যন্ত। আর...

চুপ হয়ে গেছে লোকটা।

এফবিআই-এর লোকদের সামনে নতুন করে অপমানিত হতে চাইলেন না জনসন, অবশ্য বললেন, 'আর কী?'

'আর? রানা ও তার কেলে বন্ধুকে নতুন কাজ দিচ্ছি। ...শুনছ তো, রানা?'

চুপ করে ছিল রানা, এবার বলল, 'হ্যাঁ, শুনছি। কী করতে হবে আমাদের?'

'একটা পে-ফোন নিয়ে ভাবো। টম্পকিন্স স্কয়্যার পার্ক। সময় বিশ মিনিট। পায়ে হাঁটবে। তাড়াহুড়ো নেই। জীবন আর মৃত্যু নিয়ে ভাবতে ভাবতে যাও। ঘনিয়ে আসছে তোমার মরণ। মনে রাখবে, আমার হাতে রেডিয়ো ডেটোনেটার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ জিনিস আবার পুলিশ বা এফবিআই-এর ফ্রিকোয়েন্সিতে সিগনাল দেয়। কাজেই এখন থেকে নিজেদের ভিতর রেডিয়ো ব্যবহার করবে না তোমরা কেউ।'

'মিস্টার মর্ডাক, একমিনিট,' কাতর শোনাল জনসনের কণ্ঠ।

যোগাযোগ কেটে দিয়েছে লোকটা।

আবারও নীরবতা নামল ভ্যানের ভিতর।

সবাই বুঝতে পেরেছে কী বলা হয়েছে।

এখন থেকে নিজেদের ভিতর রেডিয়োর মাধ্যমে আলাপ করতে পারবে না।

'দু' হাজার চার শ' পাউণ্ড ওই জিনিস?' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জনসন। চাইলেন তাঁর সেক্রেটারির দিকে। 'এখনই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

বুঝতে পারছেন পেটের ভিতর কুলকুল করছে টক অ্যাসিড। করবিন বেকারের দিকে চাইলেন। 'বাছা, সাবওয়ে বিস্ফোরণের পর যারা কাজ করছে, প্রতিটি দপ্তরের সিনিয়র অফিসারদেরকে জানিয়ে দাও, দেরি না করে এখানে আসতে হবে— অতি জরুরি ব্রিফিং।'

ভ্যানের পাশ থেকে দৌড় দিল ডিটেকটিভ পুলিশ অফিসার তরুণ করবিন বেকার।

নেমে পড়বার আগে বললেন জনসন, 'আপনাদের কোনও পরামর্শ?' তিক্ত চেহারা তাঁর। ভয় লাগছে শুনতে হবে কড়া কথা।

মাথা নাড়ল ভ্যানের তিন সিক্রেট সার্ভিস কর্মকর্তা।

রলিন্স শুধু থমথমে কণ্ঠে বললেন, 'সিক্সটি-ফোর্থ স্ট্রিটে আমার দুটো বাচ্চা স্কুলে পড়ে। আমরা আপনাদের কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'আপনারা কতজন আছেন?'

'শহরে পঁচাত্তর জন। যদি প্যানিক বাটন টিপি, ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবে আরও পাঁচ শ' জন

অসহায় ভাবে রানার দিকে চাইলেন জনসন।

কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

দায়িত্বটা নিল রানা, জানতে চাইল, 'ওরা কখন পৌঁছতে

পারবে?'

'আড়াইটার দিকে,' লজ্জিত স্বরে বললেন রলিন্স।

ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

খুঁজতে শুরু করতে হবে পুলিশ এবং অন্যদেরকেই।

উইলিয়াম্‌স্ পি. ক্রস আস্তিনের ভেতর আরও কী রেখেছে কে জানে!

তবুও এফবিআই-এর আরও লোক এলে মন্দ হয় না।

'ওদেরকে আসতে বলুন,' বলল রানা। 'এদিকে সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করি স্কুলগুলোতে।' জো-র দিকে চাইল রানা। 'চলো, রওনা হয়ে যাই, আমাদের মিশন আলাদা। টম্পকিন্স স্কয়্যার পার্ক এখান থেকে দু'মাইলের বেশি। দৌড়াতে হবে। রেডিয়ো ব্যবহার করতে পারবে না কেউ।'

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন জনসন। 'আপনি ওখানে পৌঁছলে সুইচবোর্ডের মাধ্যমে আমার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন, মিস্টার রানা। গুড লাক!'

প্যান্টের পকেটে মোবাইল ফোন রেখে দিল রানা, জো-কে নিয়ে নেমে পড়ল ভ্যান থেকে।

টম্পকিন্স স্কয়্যার ইস্ট ভিলেজে। শীতের সকালে ওয়াল স্ট্রিট থেকে হাঁটতে শুরু করলে যে-কেউ ওখানে পৌঁছবে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। কিন্তু উইলিয়াম্‌স্ পিটার ক্রস সময় দিয়েছে রানা ও জো-কে বিশ মিনিট। খেপা সূর্য আগুন ঢালছে নিউ ইয়র্কের উপর। তাপমাত্রা নব্বুই ডিগ্রি। প্রচণ্ড বিরক্তি বোধ করছে রানা। চার্লস পিটার ক্রসের ভাই সত্যিকারের স্যাডিস্ট। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওই পরিবারের লোক এমনই তো হবে!

বিড়বিড় করে গালি দিয়ে চলেছে জো।

ভ্যানের কাছ থেকে দৌড় শুরু করেছে ওরা।

হাঁটতেই যে গরম লাগছে, কুকুরের মত আধ হাত জিভ বেরুবার অবস্থা। অর্ধেক ব্লক পেরুতে না পেরুতেই মনে মনে গুঙিয়ে উঠল রানা। জানে না আদৌ ইস্ট ভিলেজে পৌঁছুতে পারবে কি না। হয়তো মাঝ পথ গিয়ে ধুপ করে পড়বে মাটিতে, আর উঠতে পারবে না। গত ক'দিন ঘুমাতে পারেনি কাজের চাপে। পেটে এক দানা খাবারও নেই। ওকে শুধু জাগিয়ে রেখেছে কফির ক্যাফেন।

বেদম খাটুনি থেকে মন সরিয়ে নিতে আলাপ শুরু করল রানা, 'বলো তো, জো, আমি কি খুবই জঘন্য লোক?'

'কোনও কমেন্ট করব না,' হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটছে জো।

'আমি এত খারাপ লোক না হলে ওই লোক কেন খেপেছে?'

'একেবারে দমে গেলে যেন?' দৌড়ের ফাঁকে বলল জো।

'প্রায়।'

'না, খুব বেশি মন্দ লোক নও,' সোজাসুজি বলল জো। 'ভয়ানক খ্যাপাটে, তবে মনটা একেবারে বাতিল মাল নয়।'

জোরালো জগিঙের গতির চেয়ে বেগে ছুটছে ওরা, পৌঁছে গেল মেইডেন লেনের ধারে। বাতি জ্বলে উঠলে রাস্তা পেরুবে।

'কে জানে!' উদাস হয়ে বলল রানা।

কোনও জবাব দিল না জো।

বিড়বিড় করে কপালের দোষ দিয়ে চলেছে।

পার্ল স্ট্রিটে জগ করতে করতে চলেছে দুই বেপরোয়া যুবক, পিছন থেকে ওদেরকে দেখলেন ক্যাপ্টেন জনসন। দেখতে না দেখতে হারিয়ে গেল ওরা।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওঁর কাছে ফিরল করবিন বেকার, সঙ্গে

এনেছে কয়েকটি টিমের সিনিয়র অফিসারদেরকে।

করবিন আরেকজনকেও এনেছে।

ভদ্রলোক বয়স্ক, চুলগুলো সব পাকা।

'ইনি চিফ হুইপ কেন্ট,' বলল করবিন।

বিরক্ত হলেন জনসন। 'কীসের চিফ?'

'ট্র্যানসিট।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন জনসন। এই পাকা চুলো লোক নানা গ্রুপের প্রধান। সাবওয়েতে বোমা ফাটবার পর পরস্পরের ভিতর যোগাযোগ রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই ভদ্রলোককে।

'জেন্টলমেন, এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে ভাবতে হবে আমাদেরকে,' শুরু করলেন ক্যাপ্টেন জনসন। বুঝতে পারছেন এই সিদ্ধান্ত হতে পারে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। 'হাতে সময় নেই। পরে বড়-কর্তাদেরকে জানাব আমরা। এই বোমা যে ফাটিয়েছে, সে মস্ত এক বোমা রেখেছে নিউ ইয়র্কের স্কুলগুলোর একটার ভিতর। জানিয়ে দিয়েছে, আমরা চাইলেও স্কুল খালি করতে পারব না। তা যদি করি, বোমা ফাটিয়ে দেবে সে। কিন্তু তল্লাসী করতে মানা করেনি

কথাগুলো সবাই বুঝেছে কি না তা নিশ্চিত হতে থামলেন জনসন। প্রত্যেকে এরা তাঁরই মত, দায়িত্বশীল কাজ বুঝিয়ে দিলে আন্তরিকভাবে পালন করে নির্দেশ। এখন বুঝে গেছে, এবার প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা, উচ্চপদস্থদের অনুমতি নেয়ার সময়ও নেই। তার মানেই কাজে নামলে চাকরিও যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য থেমে যাওয়ার উপায়ও নেই এখন। অসংখ্য শিশুর জীবন ভয়ঙ্কর ঝুঁকির ভিতর। যেভাবে হোক ওদেরকে রক্ষা করতে হবে।

কারও ভিতর দ্বিধা দেখলেন না জনসন।

'আর বেশি কিছু বলার নেই,' বললেন তিনি। 'এবার সবাইকে কাজে নামতে হবে। সবাই বলতে সবাই— পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, স্যানিটেশন বা ট্র্যানসিট! যেন বাদ না পড়ে লাইব্রেরিয়ানরাও! প্রতিটা স্কুল সার্চ করব! এখনই ছড়িয়ে পড়ব আমরা শহরের সব স্কুলে! হয়তো শহরের আওতার ভিতর রয়েছে দুই হাজার স্কুল দালান, হাতে সময় মাত্র পৌনে চার ঘণ্টা! ...ওই লোক জানিয়ে দিয়েছে, আমরা যে রেডিয়ো ব্যবহার করি, ওগুলোর সিগনাল ফাটিয়ে দিতে পারে ওই বোমা। কাজেই কেউ ব্যবহার করব না রেডিয়ো। নিজেদের ভিতর কথা চলবে টেলিফোনের মাধ্যমে। যদি কারও হাতে রেডিয়ো চোখে পড়ে, দরকার হলে তার হাত ভেঙে ওই জিনিস কেড়ে নেবেন। যা করবার করতে হবে গোপনে। মিডিয়া যেন প্রথম থেকেই পিছনে লেগে না যায়। সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্যানিক তৈরি করবে তারা। ...আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?'

'বুঝেছি,' দ্বিধাহীনভাবে বললেন ট্র্যানসিটের চিফ হুইপ কেন্ট। 'পরে আমরা ভাবব নোংরা রাজনীতি নিয়ে।' অন্যদের দিকে চাইলেন তিনি।

মাথা দোলাতে শুরু করেছে সবাই।

'ঠিক আছে, চলো সবাই! বহুত কাজ পড়ে আছে!' তাড়া দিলেন হুইপ কেন্ট।

ভ্যানের কাছ থেকে সরে গেল সবাই, যে যার দলের লোকদের বুঝিয়ে দিতে ছুট দিল।

করবিন বেকারের দিকে চেয়ে বললেন জনসন, 'বাছা, তুমি আপাতত এই দুর্গের দায়িত্বে। আমরা সংগঠিত করব অন্যদেরকে। আমাদের পুলিশের একটা লোকও যেন বাদ না

পড়ে, উত্তরদিক থেকে শুরু হবে কাজ। স্কুলগুলো একে একে সার্চ করব আমরা। চাকরির কথা মাথার ভিতরই রাখব না। অ্যাই, চলো সবাই!'

আট

দশতলা এক দালানের ছাত থেকে ওয়াল স্ট্রিটের দিকে চেয়ে আছে উইলিয়াম্‌স্ পিটার ক্রস ও ক্যাসিয়াস মার্গো। আড়াল থেকে পরিষ্কার দেখছে নীচের ওই স্টেশন। রাস্তার লোকগুলো যেন প্লাস্টিকের পুতুল, ছুটছে নানা দিকে।

'ওরা বিশ্বাস করেছে,' বাঁকা হাসল ক্রস। 'এবার কাজ শুরু করো।'

নীচের রাস্তার দিকে মনোযোগ মার্গোর। ছিটকে রওনা হয়েছে পুলিশের গাড়িগুলো। যেন ঢিল পড়েছে বোলতার চাকে। প্যান্টের পকেট থেকে রেডিয়ো বের করল সে, নিচু স্বরে কয়েকটা জার্মান শব্দ বলল।

মাত্র পৌনে একমাইল দূরে ইস্ট রিভারের এক পরিত্যক্ত পিয়ারে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা ডাম্প ট্রাক। ওগুলোর ক্যাবে যারা আছে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে বাছাই করেছে ক্রস বা মার্গো। এই মিশনে নামবার আগে কয়েক মাস মরুভূমির ভিতর ট্রেনিং নিয়েছে লোকগুলো। ওদের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে সব। এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক

হলে চলবে না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিদ্যুদ্বেগে।

এখন ক্যাসিয়াস মার্গোর নির্দেশ পেতেই ফার্স্ট গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল প্রথম ট্রাক। পিছনে অন্যগুলো। চলেছে ওয়াল স্ট্রিট লক্ষ্য করে।

উইলিয়াম্‌স্ পি. ক্রসের পাতলা ঠোঁটে ফুটে উঠল বদমায়েশি হাসি। 'ওরা বড়শি, ফাতনা, ছিপ সব গিলেছে, আর চিন্তা নেই।'

খুবই খুশি সে। যেভাবে প্ল্যান করেছে, ঠিক সেভাবেই চলছে সব।

করবিন বেকার ও অন্যদের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েছে রিপোর্টাররা— বলবার মত কোনও ঘটনা ঘটেনি। এরই ভিতর পার্কের আশপাশ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে খবর-হাঙরের দল। অবশ্য, টিভি রিপোর্টাররা রয়ে গেছে। লেগে আছে কাঁঠালের আঠার মত।

তাদের সন্দেহ: এমনি-এমনিই নিউ ইয়র্কে পর পর দুটো বিস্ফোরণ হতে পারে না। স্থানীয় বাজারের রেটিং নিয়ে ভীষণ চাপের মুখে থাকে প্রতিটি টিভি চ্যানেল— বড় খবর মানেই বহু টাকা। বিশেষ করে সাবওয়ের ভিতর বিস্ফোরণ মানেই দারুণ ভয় পাবে নিউ ইয়র্কের সবাই। জানতে চাইবে বোমা ফাটিয়েছে কে, কী জন্য— জলদি এসব খবর পৌঁছে দিতে পারলেই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে যে-কোনও টিভি চ্যানেল। আর মিথ্যা বললে সরকার থেকে বাতিল করে দেবে লাইসেন্স। এসব নানা চিন্তা করেই তাদের সাংবাদিকদেরকে মাঠে রেখে দিয়েছে টিভি কর্মকর্তারা। বলে দিয়েছে: কারও কোনও গরম জবানবন্দি না নিয়ে ক্যামেরা গুটিয়ে বাড়ি ফেরা চলবে না।

এদের জন্য খারাপই লাগছে করবিন বেকারের, কিন্তু ওর

নিজেরও নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

'আর কিছু বলবার নেই, এবার এলাকা থেকে সরে যেতে হবে আপনাদেরকে,' কড়া স্বরেই বলেছে সে। আগেই নির্দেশ জারি করে দিয়েছে, পার্কের আশপাশে কাউকে থাকতে দেবে না।

টিভি চ্যানেলের কয়েকজন রিপোর্টার একের পর এক প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চাইছে করবিনকে।

'কিছুই জানতে পারেননি?'

'টাকা চাইছে কারা?'

'আপনারা কি এফবিআইকে ডেকে নিয়েছেন?'

'আপনারা কী বলতে চান মিস্ ওয়াইল্ডসের বোমার সঙ্গে এটার সম্পর্ক নেই?'

বিরক্ত হয়ে করবিন বলল, 'আমি শুধু বলতে চাই, আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ভিতর রেখেছি। এবার আপনাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

একজনও নড়ল না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে।

বুকের উপর দুই হাত বাঁধল তরুণ ডিটেকটিভ। মাথা নাড়ল বার কয়েক।

তদন্তের সঙ্গে জড়িত ওরা ক'জন একটা কথাও বলবে না।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকুক বদমাশগুলো।

যদি মানে মানে বিদায় না হয়, একটু পর জোর করে এলাকা থেকে ভাগিয়ে দেবে।

ক্যাপ্টেন জনসনের নির্দেশে এরই ভিতর ইউনিফর্ম্ড্ সিটি ওঅর্কারদেরকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

তারা এখন আর রিপোর্টারদের তথ্য দিতে পারবে না।

উইলিয়াম্‌স্ পিটার ক্রসের শেষ বোমা হুমকির পর ব্রিফ করছেন ক্যাপ্টেন জনসন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা-হলদে-বাদামি ও কালো মুখগুলোর দিকে চেয়ে আছেন। শেষবারের মত বললেন, 'আবারও বলছি, দেরি না করে কাজে যোগ দেবেন আপনারা। আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ট্র্যানসিট পুলিশ, বন্দর পুলিশ, এয়ারপোর্ট পুলিশ, ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সবাই। প্রতিটি স্কুল সার্চ করব আমরা। বেসমেন্ট থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত। কারও পরনে ইউনিফর্ম থাকবে না। সাদা পোশাকে যোগ দেবেন নিজ দলে। সাংবাদিকরা যেন আঁচ করতে না পারে কিছু, নইলে শুরু হবে ভয়ঙ্কর প্যানিক, সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে সব।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল সবাই।

এদের অনেকেরই বিরূপ অভিজ্ঞতা আছে।

সাধারণ মানুষ একবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলে তৈরি হয় ভয়ঙ্কর বাজে পরিস্থিতি। ফলে দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। আর এখন জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব চেপেছে ওদের কাঁধে— যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে কচি শিশুদেরকে।

ওদের অনেকের ছেলে-মেয়ে পড়ছে এসব স্কুলে— ক্যাপ্টেন জনসন জানেন, অন্তর দিয়ে দায়িত্ব পালন করবে সবাই। এরই ভিতর কমাণ্ডিং অফিসাররা তাদেরকে ব্রিফ করেছে। প্রত্যেককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন কাজে লেগে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা। এক ইউনিট এক ইউনিট করে এলাকা ছাড়বে দেরি না করে।

'ঈশ্বরের অভিশাপ পড়ুক ওই লোকের উপর,' বিড়বিড় করে বললেন জনসন। টিক-টিক করে এগিয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটা, অথচ তাঁরা এখনও আসল কাজে নামতে পারেননি।

শহরের প্যাট্রল সুপারভাইযারদের কাছে ফোন দেয়া হয়েছে। কী করতে হবে জানানো হয়েছে জেএফকে, লা গার্ডিয়া ও নিউআর্ক এয়ারপোর্টের এনওয়াইপিডি-র ক্যাপ্টেনদেরকে। একই কাজে নেমেছেন ট্রিবোরো ব্রিজ ও টানেল অথোরিটি। বোর্ড অভ এডুকেশন ও স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্টের সিকিউরিটির কর্তাদের জানানো হয়েছে। শহরের ট্র্যানসিট অথোরিটির পাঁচটি ভাগের প্রত্যেক ক্যাপ্টেনকে বলা হয়েছে, কী করতে হবে।

প্যাট্রল কার পুলিশ ও অন্যান্য পুলিশের কাছ থেকে বুঝে নেয়া হয়েছে রেডিয়ো। নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ দেরি না করে কাছের স্কুলে চলে যেতে হবে, সার্চ শুরু করতে হবে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে কোথায় রাখা হয়েছে বোমা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সন্দেহজনক কিছু দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে বম স্কোয়াডকে খবর দিতে হবে। ভুলেও যেন পুলিশ ব্যাণ্ড ব্যবহার না করা হয়। কিছু জানতে চাইলে ডায়াল করতে হবে ৯৯৯-এ।

❦

পুলিশ কমিউনিকেশনের মেইন সুইচিং সেণ্টারের দিনের সুপারভাইযার রিনা জর্ডানকে একবারের জন্য সতর্ক করেনি কেউ। হঠাৎ করেই আসতে শুরু করেছে শত শত ফোন, ভয়ানক হিমশিম খেতে শুরু করেছে রিনার বিশটা স্টেশনের ৯৯৯ অপারেটাররা। এক ফোন রাখতে না রাখতেই আসছে নতুন কল।

রিনা জর্ডানকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল যিউস ম্যাটেনকোর্ট। মহিলার ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট। চিফ অভ ইণ্টারনাল কমিউনিকেশনের চিফ হিসাবে ম্যাটেনকোর্ট রিনার বস্, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবে, আসলে কে বস্?

মহিলার তারের মত চুলগুলো খোঁচা-খোঁচা। কথাগুলোও খোঁচায় ভরা। ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল সে। 'সার্জেন্ট ম্যাটেনকোর্ট, গত পাঁচ মিনিটে চারগুণ ফোন আসছে! কী এমন হয়ে গেল যে...'

'আগে থামুন,' বাধা দিল ম্যাটেনকোর্ট। 'খুলে বলছি কী হয়েছে। বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সমস্ত ওয়ায়ারলেস। আজকে আমরাই শুধু ডিপার্টমেন্টের একমাত্র কমিউনিকেশন।'

'মানে?' পাগল পাগল চেহারা করে জানতে চাইল রিনা।

'পুলিশ ব্যাণ্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যোগাযোগ করতে হবে শুধু সুইচবোর্ডের মাধ্যমে।'

শেষ চুমুক দিয়ে অ্যাশট্রের ভিতর সিগারেট গুঁজে দিল রিনা, প্যাকেট থেকে আরেকটা নিয়ে ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেরি না করে জ্বেলে নিল। প্রায় ডাইনীর মত খেপে গিয়ে বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন কত হাজার ফোন ধরতে হবে?'

এই ডিপার্টমেন্ট ভালভাবে কাজ করছে তার মূল কারণ ওই রিনা জর্ডান। নার্ভাস ধরনের মানুষ, কিন্তু অদ্ভুত দক্ষতা তার, অপারেটাররা মানেও তাকে, কিন্তু আজকে সত্যিকারের দক্ষতা ও ধৈর্য দেখাতে হবে ওকে।

'চলুন আমিও যাই,' উঠে দাঁড়াল সার্জেন্ট ম্যাটেনকোর্ট, রিনা জর্ডানের কাঁধে হাত রেখে রওনা হয়ে গেল ডিসপ্যাচ রুমের দিকে। নরম স্বরে বলল, 'আমরা যতটা পারি, করব। ...আপনাকে কি একটা ভ্যালিয়াম দেব?'

তাদের দশতলা অভযার্ভেশন পোস্ট থেকে নেমে এসেছে ক্রস ও মার্গো। চলে গেছে পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যরা। নিশ্চিন্তে রাস্তা পেরুল তারা, রওনা হয়ে গেল গন্তব্যের দিকে।

মার্গো খেয়াল করল, বোমার সাইটের দিকে ধীর গতিতে আসছে দুটো গাড়ি। ভাল, খুবই ভাল। দালান থেকে নেমে আসবার সময় যে কথা নিয়ে তর্ক হচ্ছিল, তাতে আবারও ফিরল মার্গো।

'মাসুদ রানাকে নিয়ে ওই খেলা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, কোনও নিয়মই মানছ না তুমি। সে পৌঁছে গিয়েছিল বোমার কাছে। টার্গেট থেকে তিন শ' ফুট দূরে ফেটেছে ওটা।'

মার্গো বলছে মাসুদ রানাকে নিয়ে 'খেলা' করছে ক্রস। কথাটা ঠিক নয়। অনেক হিসাব কষেই পরিকল্পনা করেছে সে। আর মাসুদ রানাকে যদি জড়িয়ে না নিত, কখনও এত মজা লাগত? শেষে হয়তো বাদই দিয়ে দিত এই মিশন। 'সাবওয়ে স্টেশন বন্ধ হয়নি? ধসে পড়েনি ছাত? একটু ঝামেলা তো হতেই পারে! এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাই না আমি!' হাতের ইশারায় মার্গোর কথা উড়িয়ে দিল ক্রস।

তবুও আপত্তির সুরে বলল মার্গো, 'এমন যদি হয় ওটা অ্যালার্ম থেকে অনেক দূরে?'

'কোনও সমস্যা থাকলে সেটার সমাধানও থাকে।'

মাথা নাড়ল মার্গো। 'অনেক আগেই ওই লোককে সরিয়ে দেয়া উচিত ছিল।'

'ধৈর্য ধরো,' সান্ত্বনা দিল ক্রস। 'পুলিশকে ব্যস্ত করে রেখেছে রানা। ওদের সব ক'টাকে যেদিকে খুশি পাঠাতে পারছি। ওরা ভাবছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। ওসব নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। নইলে মাথা খাটাতে শুরু করত। আরও দুই একঘণ্টা নাচাব রানাকে, তারপর তুলে নেব।' পাশ থেকে পার্টনারের দিকে চাইল ক্রস। আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'ওই স্কুলে জিনিসটা পৌঁছে দেয়ার সময় বুড়ি মেয়েলোকের মত

বেশি ভেবেছ তুমি।'

সাবওয়ের দিকে চলেছে ওরা। দুই গাড়ি থেকে নেমে আসা যাত্রীরা ধীর পায়ে চলেছে পাশে। একদলের পরনে বিজনেস সুট ও টাই, অন্য দলের কাজের পোশাক— ফ্লানেল শার্ট ও জিন্স। শেষের এরা যেন কনস্ট্রাকশন ওঅর্কার।

ঠিক ভাবে চলছে সব। শিডিউলে কোনও সমস্যা নেই।

একদল মানুষের ভিতর থাকবেই কিছু দলছুট লোক, বিরক্তি নিয়ে ভাবল করবিন বেকার। এরা ঝামেলা করবেই। এ দলের লোকই ওই কনি ডানহিল। লোকটা এগিয়ে আসছে ওর দিকেই। পাশেই তার ক্যামেরা ক্রু। নামকরা এক টিভি নিউজ টিমের উজ্জ্বল তারকা হয়ে উঠছে ডানহিল। দেখতেও ভাল, আর কৌতূহলের শেষ নেই তার। ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার হতে চাইলে এই গুণ থাকা জরুরি। আর সবাই যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, বুঝে গেছে আসলে বোমা ফাটেনি, সেখানে ডানহিল এখনও ছোঁক-ছোঁক করছে। সূত্র চাই তার। এমন সব প্রশ্ন করছে, যার জবাব দেয়ার অধিকার বেকারের নেই।

'হাই বেকার! এখানে কী করছ? আর সবাই কোথায় গেল?' করবিনের সামনে এসে থামল ডানহিল। বুক পকেট থেকে একটা গামের স্টিক নিয়ে বাড়িয়ে দিল।

মাথা নাড়ল করবিন। গাম নেবে না। 'ঘড়ির দিকে তাকাও,' বলল। 'শিফট বদলের সময়। যখন বোঝা গেল কেউ মরেনি, কেউ ওভারটাইম করল না। আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। চুপ করে অপেক্ষা করছি এখন। কয়েক মিনিট পর বদলি লোক আসবে।'

নিজের বুদ্ধিতে নিজেই চমকে গেছে বেকার।

কিন্তু হাল ছাড়বার লোক নয় ডানহিল। 'কেন এত মিথ্যা

বলো!' আরেক গালে গাম ঠেলে দিল সে।

করবিন আপত্তি তুলবার আগেই জোরালো ঘড়ঘড় আওয়াজ পেল। বিড়বিড় করে বলল, 'আরে, কীসের আওয়াজ ওটা?'

তরুণ ডিটেকটিভ ভেবেছে ধসে গেছে টানেল। স্কয়্যার পেরিয়ে ছুটল ওদিকে। পাশেই আরেক লোক। খপ্ করে ধরেছে ওর কনুই। ছুটবার ফাঁকে আইডি কার্ড দেখাল। নিজের নাম বলল এবার।

'টম সিম্পসন, সিটি ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস। টানেলের ড্যামেজ বুঝতে পাঠানো হয়েছে।' পার্কের বুকের খোঁড়লটার দিকে চাইল সে। পরক্ষণে শিস বাজাল। 'সর্বনাশ! দারুণ মজা লুটেছে কেউ!'

আরও বাড়ছে গুড়গুড় আওয়াজ। পিছনের বাঁক পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে একের পর এক ডাম্প ট্রাক। এসে থামছে স্কয়্যারে।

'বাহ্, সময় নষ্ট করেননি আপনারা,' ইঞ্জিনিয়ারকে বলল বেকার লোকটার পিছনে চলে এসেছে সাত-আটজন কর্মী।

'বাছা, ওয়াল স্ট্রিট বলে কথা,' আন্তরিক স্বরে বলল ক্রস আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলছে। 'টাকার খেলা এখানে। যারা দেশ চালায়, তাদেরকে চটাতে চাননি মেয়র। ...বাছা, এবার আমাদেরকে দেখিয়ে দাও কোন্ পথে নামতে হবে।'

'নিশ্চয়ই,' নিজের চেয়েও তরুণ এক ইউনিফর্মড্ পুলিশকে ডাকল বেকার। তাকে বলা হয়েছে ওর পাশে থাকতে। 'বব, এসো। তোমার ফ্ল্যাশলাইট লাগবে।'

ক্রসের লোকদের উদ্দেশে ইশারা করল বেকার সঙ্গী পুলিশকে নিয়ে সাবওয়েতে নামতে শুরু করেছে নিজে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুই পুলিশের পাশে চলতে চলতে হাসল

ক্রস, পরবর্তী কাজ সারতে তৈরি হচ্ছে।

মার্গো এবং তার লোক রয়ে গেছে বেকার বা ববের পিছনে।

টানেলের আরেক দিক সিল করা হয়নি, সেদিকেই চলেছে দু' পুলিশ। সাবধান করল, উপর থেকে পাথর বা ইঁট খসে পড়তে পারে। সবাই যেন সতর্ক থাকে।

ববের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর। জায়গাটা যেন হরর ছবির ভুতুড়ে দৃশ্য। বাতাসে এখনও ভাসছে পোড়া বিস্ফোরকের কটু ধোঁয়া।

টোকেন বুথ পর্যন্ত পৌঁছে গেল বেকার ও বব, সিঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত বগির দিকে চলেছে। এমন সময় বেকার প্রথমবারের মত খেয়াল করল, টম সিম্পসনের লোকগুলোর পায়ে প্যারাট্রুপারদের বুট। আরও ক'জন পরেছে বিজনেস সুট। ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগল বেকারের। কৌতূহলী হয়ে উঠল মুহূর্তে।

ক্যাপ্টেন জনসন সবসময় বলেন, 'ভাল ডিটেকটিভ সবসময় প্রশ্ন করে।'

কয়েকটা বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য মুখ খুলল বেকার। কিন্তু ঠিক তখনই পিছন থেকে সামনে বাড়ল দুই লোক, তাদের একজন ব্যবহার করল প্রেশারাইযড ইনোকিউলেটার। ওই হাই-টেক স্টান গান মুহূর্তে কাজ করল। মেঝের উপর ধুপ্ করে পড়ল বব।

যা বুঝবার বুঝে গেছে বেকার, ঘুরেই হোলস্টার থেকে বের করতে চাইল অস্ত্র, কিন্তু...

অনেকক্ষণ ধরে আমেরিকান কোনও পুলিশকে খুন করবার জন্য উসখুস করছিল মার্গোর ডানহাত জার্গেন, প্রায়ান্ধকারে হাসল সে, পরক্ষণে তার গুলি ঢুকল বেকারের বুকে।

বেচারা তরুণ ডিটেকটিভ হঠাৎ বুঝল, সত্যিই মরছে সে।

লাশের দিকে দ্বিতীয়বার চাইল না মার্গো, রওনা হয়ে গেল টানেল পরখ করতে। নিজের কাজ ঠিকভাবেই করেছে জার্গেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে দারুণ কাজে আসে সে। আর সেজন্যই তো খুনিটাকে এত টাকা দিয়ে পুষছে।

কয়েক লাথি দিয়ে করবিনের শরীরটা সরিয়ে দিল জার্গেন, আবারও হেসে ফেলল। তরুণের লাশের বুক পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে সোনার শিল্ড। ঝুঁকে ওটা নিল সে, নিজ সুটের বুক পকেটে রেখে দিল: লড়াইয়ে পাওয়া সম্পদ।

স্কয়্যারের একপাশে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিল উইলিয়াম্স্ পিটার ক্রস, সন্তুষ্ট। মাসের পর মাস পরিকল্পনার পর এখন মস্ত বড়লোক হতে চলেছে সে। সাবওয়ে স্টেশনের উপরের পার্কে জড় হয়েছে কিছু ইকুইপমেন্ট। সেগুলোর ভিতর রয়েছে ফ্ল্যাটবেড ট্রাক। ওটার উপর ট্যাঙ্ক মাউন্টেড ব্রিজ ও মাইনিং মেশিন। দ্বিতীয় ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে রয়েছে স্কিড-স্টিয়ার লোডার। ওই মিনি-ট্র্যাক্টর ব্যবহার করা হয় ওয়্যারহাউসে ভারী জিনিস তুলবার কাজে। ডাম্প ট্রাকগুলো থেকে নেমে আসছে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোকগুলো, চলে যাচ্ছে নিজেদের পজিশনে। এরই ভিতর ব্রিজ নামানোর কাজে লেগে গেছে একদল। গর্তের মুখে র‍্যাম্প বসিয়ে দেবে তারা।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখে নিল ক্রস। ঠিক করে নিল টাই, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল এমেট, উইলি ও জ্যাকসনকে। এই তিনজনকে বিশেষ কাজের জন্য নিজে বাছাই করেছে সে।

অত্যন্ত অভিজাত নিয়ো-রিকনেসেন্স লাইমস্টোনের এক

দালানের দিকে রওনা হয়ে গেল চারজন। ওই দালানে রয়েছে ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্ক। চারজনের পরনে দামি সুট। দেখলে যে-কেউ বুঝবে এঁরা বড়লোক ইউরোপিয়ান ভদ্রলোক। চলেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যাঙ্কিং সংগঠনে ব্যবসার কাজে।

উঁচু ছাতের লবিতে ঢুকতেই অতি তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম বাজতে শুনল এমেট, উইলি ও জ্যাকসন। এ দালানে নিজে একবারের জন্য আসেনি ক্রস, কিন্তু প্রতিটি জিনিস তার চেনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখেছে আর্কিটেকচারাল ডিজাইন। এ বাড়ির যে-কোনও ঘরে অন্ধকারে হাঁটতে পারবে। একবারের জন্য হোঁচট খেতে হবে না। আগেই জানা আছে রিসেপশন ডেস্কে রয়েছে দুই গার্ড। আরও দু'জন থাকবে মেটাল ডিটেক্টারের ওপাশে।

ডেস্কের দুই গার্ডের উদ্দেশে ডাচ উচ্চারণে নিজের নাম জানাল ক্রস। কার্ড রাখল ডেস্কের উপর।

'মিস্টার ব্র্যাডলিকে জানান মিস্টার ক্রিস অ্যারি এসেছেন।'

ডানদিকের গার্ড ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে তিন ডিজিটের এক্সটেনশনে কল দিল। চিৎকার করে কথা বলতে হলো তাকে। কান ফাটিয়ে দেয়ার মত আওয়াজ তুলছে অ্যালার্ম। ওদিকের কথা শুনে মাথা দোলাল সে। রিসিভার রেখে বলল, 'উনি নেমে আসছেন!'

ক্রসের এক লোক নীরবে মুখ হাঁ করে বুঝিয়ে দিল—অ্যালার্ম?

জবাবে মাথা নাড়ল ক্রস।

এসব নিয়ে ভাবতে হবে না কাউকে।

হঠাৎ করেই থেমে গেল অ্যালার্মের আওয়াজ। আর ওই একই সময়ে লবির একপাশে খুলে গেল এলিভেটারের দরজা। মোটা, টাকপড়া, বেঁটে এক লোক প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে

'মিস্টার ক্রিস অ্যারি?' কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত বিশাল হাসি দিলেন তিনি। 'আমি অ্যালেক্স ব্র্যাডলি, কর্পোরেট রিলেশন্স। দেরি করিয়ে দেয়ায় দুঃখিত। আসলে একটু দূরের সাবওয়ে স্টেশনে বিস্ফোরণ হয়েছে, আর ওটার কারণে আমাদের অ্যালার্ম পাগল করে দিচ্ছে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল ক্রস। 'বড় কোনও সমস্যা নয় তো?'

'না-না, ঈশ্বর দয়ালু। না, কিছুই হয়নি। সবই ঠিক।' আশ্বস্ত করলেন ব্র্যাডলি। 'আপনি বোধহয় আমাদের কারেন্সি এক্সচেঞ্জ নিয়ে চিন্তিত? আসলে আমরা সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নই। আমাদের কাজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলোকে নিয়ে, বলতে পারেন সরকারী ব্যাঙ্ক। অবশ্য ডিপোযিটরির কাজও আমরা দক্ষতার সঙ্গেই করি।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল ক্রস।

'আপনি তো ফুল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, মিস্টার অ্যারি?'

'ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার ব্র্যাডলি। বিশেষ করে গোলাপ।'

'ওহ্! ঠিক-ঠিক,' হাতের ইশারা করলেন টেকো। ক্রসকে নিয়ে গেলেন মেটাল ডিটেক্টারের সামনে। জানলেন না মিস্টার অ্যারি-র তিন সঙ্গী প্রেশারাইযড ইনোকিউলেটার দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছে ডেস্কের দুই গার্ডকে।

ব্যাঙ্কের নিরাপদ সিকিউরিটি নিয়ে মিস্টার ব্র্যাডলির মনে কোনও সন্দেহ নেই, জানতে চাইলেন এবার, 'আপনি ফুল বিক্রি করে ঠিক কত লাখ ডলার আয় করেন, মিস্টার অ্যারি?'

'ধরুন মোটামুটি তিন শ' মিলিয়ন?'

'বছরে নিশ্চয়ই?'

'প্রতি মাসে, তিন শ' মিলিয়ন ডলার,' শুধরে দিল ক্রস।

'তাই! তা হলে তো তিন পয়েন্ট ছয় বিলিয়ন...' প্রাণপণে হিসাব কষতে শুরু করেছেন ব্র্যাডলি। 'ওহ্, বলেন কী! এ তো বিশাল...' ফোঁস করে দম ফেললেন। খুশি হয়ে উঠেছেন। বিপুল অঙ্কের টাকা আসছে ব্যাঙ্কে তাঁর হাত ধরে!

'না, মিস্টার অ্যারি, ওদিকে নয়,' তাড়াতাড়ি বললেন। ডানদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছেন ফুল ব্যবসায়ী। 'ওদিকে ভল্ট এলিভেটার।' গলা নিচু করে ফেললেন ব্র্যাডলি, প্রায় ফিসফিস করে ষড়যন্ত্রের মত করে বললেন, 'আমাদের অ্যালার্ম সনিক আর সাইসমিক, কিন্তু বিস্ফোরণ হলে খেপে ওঠে। কাছের ওই সাবওয়ে স্টেশনে বোমা ফাটতেই... অবশ্য নীচে এখন মিস্ত্রিরা অ্যালার্ম ঠিক করছে।'

'গুড লর্ড! বোমা?' চমকে গেছে ক্রস।

'হ্যাঁ, ঈশ্বর জানেন কারা এসব করছে,' দুঃখে কাতর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন টেকো।

তাঁর পিছনে মেটাল ডিটেক্টারের দুই গার্ড ঘুমিয়ে পড়েছে টেরোরিস্টদের ইনোকিউলেটারের ছোঁয়ায়। কিন্তু মেঝেতে পড়বার সময় দুই গার্ডের একজনের পিস্তল ঠন-ঠনাৎ আওয়াজ তুলেছে। পিছনে শব্দ শুনে ঘুরে চাইলেন ব্র্যাডলি, পরক্ষণে চরকির মত ঘুরলেন ক্রসের দিকে।

'কিন্তু... কিন্তু... আপনি না বললেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জ...' মস্ত হাঁ করলেন তিনি, এইমাত্র দেখেছেন দুই গার্ডকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে ফুল ব্যবসায়ীর লোকগুলো!

'আমরা আপাতত টাকা রাখছি না, তুলব,' হেসে ফেলল ক্রস।

এক সেকেণ্ড পর ক্রসের তৃতীয় স্যাঙাৎ ইনোকিউলেটার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল মিস্টার ব্র্যাডলিকে। অজ্ঞান ভদ্রলোকের

সুট খুলে ফেলল জ্যাকসন। দেখা গেল বিজনেস সুটের নীচে ইউএস মার্শালের ইউনিফর্ম। দুই পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে করিডোর থেকে তাকে সরিয়ে নেয়া হলো।

করিডোরে বাঁক নিয়ে ভল্টের দিকে রওনা হয়ে গেল ক্রস।

পার্কের বুকের মস্ত গর্তের ভিতর দিয়ে র‍্যাম্প নামিয়ে দিয়েছে মার্গোর লোক। এইমাত্র র‍্যাম্প বেয়ে নেমে গেছে মাইনিং মেশিন। সাবওয়ে ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলেছে। কাত হয়ে পড়ে থাকা বগির পিছন দিক বেরিয়ে আছে রেল লাইনের উপর। শক্তিশালী চোয়াল ব্যবহার করল মেশিন অপারেটার, দুমড়ে ভিতরে ঢুকে গেল বগির ইস্পাত। পরিষ্কার হয়ে গেছে পথ, এবার গার্ড রেলিং ভেঙে টানেলে এগিয়ে চলল মেশিন।

এই টানেলের বিশেষ একটি মানচিত্র এনেছে মার্গো, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবং সে মিলে স্থির করেছে কোথায় কাজ করবে মাইনিং মেশিন। আরেকবার হিসাব শেষে সন্তুষ্ট হলো তারা—খুঁজে পেয়েছে টানেলের দেয়ালে নির্দিষ্ট জায়গা।

স্প্রে করে দেয়ালে গাইড মার্ক আঁকল মার্গো, হাতের ইশারায় মেশিন অপারেটারকে দেখিয়ে দিল কোথায় খুঁড়তে হবে। কংক্রিট কামড়ে ধরল মেশিনের চোয়াল, কামড়ে তুলছে চ্যাপ্টা সব টুকরো। ক্রমেই গভীরে ঢুকছে ইস্পাতের চোয়াল। ভেঙে পড়ছে টানেলের দেয়াল।

জোরালো হুইসল দিল মার্গো।

ওর লোক র‍্যাম্পের মাধ্যমে নামিয়ে আনতে শুরু করেছে স্কিডস্টিয়ার্স। ওটার পর সারি দিয়ে নেমে আসবে ডাম্প ট্রাকগুলো। কান ফাটানো আওয়াজ শুরু হয়েছে ইঞ্জিনের। নানাদিকে ছিটকে পড়ছে লাল-হলুদ ফুলকি। টানেলের ভিতর

ঘন হয়ে ভাসছে ধুলো, শ্বাস নেয়া কঠিন। তাতে আপত্তি নেই কারও, কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর কংক্রিট ভেঙে পড়বে, ঢুকে পড়বে তারা দুনিয়ার সেরা ব্যাঙ্কের দুর্গম ভল্টে।

খুশিতে চোখ বুজে ফেলল মার্গো, মনের চোখে দেখল অদ্ভুত এক দৃশ্য— মস্ত ঘরে উঁচু পাহাড়, সব চকচকে সোনার বার দিয়ে তৈরি! সেই মেঝে থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত! খালি নাও আর নাও, বাধা দেয়ার কেউ নেই!

অদ্ভুত শান্তি বিরাজ করছে মার্গোর মনে।

সোনার ভল্টের দরজার কাছে চেয়ার-টেবিল নিয়ে গ্যাঁট মেরে বসে আছে এক মার্শাল, চোখ মনিটরের উপর। তার মনে হলো, জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছে। চিমটি কাটল কানের লতিতে। না, জেগেই তো আছে।

তা হলে নড়ছে কেন সোনার বারগুলো?

মনিটরে আরও মনোযোগ দিল সে।

ভূমিকম্প?

তাও আবার নিউ ইয়র্কে?

বার কয়েক মাথা নাড়ল।

না, এ হতে পারে না।

থরথর করে কাঁপছে সোনার বারগুলো। সেই সঙ্গে কীসের এক চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে। বোধহয় কোনও মেশিন। শব্দটা আসছে দেয়ালের ওপাশ থেকে।

ফোন তুলে নিল মার্শাল, যোগাযোগ করল ব্যাকআপ টিমের সঙ্গে। 'জলদি এসো! ভল্টের ভিতর কী যেন হচ্ছে!'

আবারও মনিটরে চোখ রাখল সে। আর ঠিক তখনই ভল্টের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকল ইস্পাতের প্রকাণ্ড এক চোয়াল।

'ওরেব্বাপ্!' চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল মার্শাল, ছুটে গিয়ে দাঁড়াল ভল্টের দরজার সামনে।

ফোনের আরেক প্রান্তে দ্বিতীয় মার্শাল চেঁচিয়ে উঠল, 'এসো!'

ঝড়ের গতি তুলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দুই মার্শাল, কিন্তু ওখানেই থামতে হলো তাদেরকে। পথ আটকে দাঁড়িয়েছে এক লোক। তার দু'পাশে রয়েছে ছ'জন করে মোট বারোজন লোক, হাতে সাবমেশিনগান।

'মনে কষ্ট নিয়ো না,' হাসি হাসি মুখে বলল ক্রস। 'তোমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।'

মাইকেল ও এমেট সামনে বাড়ল, ইনোকিউলেটার স্পর্শ করল দুই মার্শালের বুকে। একবার ঝাঁকি খেয়ে ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল দুই প্রহরী।

অচেতন দেহ দুটো ওখানেই পড়ে রইল, ভল্টের দিকে চলল ক্রস ধীর পায়ে। পিছনে দলের অন্যরা।

ভল্টের দরজার আগেই থামতে হলো।

'খবরদার! আর এক পা সামনে বাড়াবে না!' গর্জে উঠল ভল্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মার্শাল। হাতে উদ্যত পিস্তল। অন্য হাতে তালা খুলতে চেষ্টা করছে দেয়ালে বসানো রাইফেল র‍্যাকের।

ভিডিয়ো মনিটরের দিকে চাইল ক্রস। ভল্ট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছে মাইনিং মেশিন। মস্ত গর্তের ভিতর দিয়ে সবার আগে ঢুকল মার্গো। সরাসরি ভল্টের প্রকাণ্ড স্টিলের দরজার সামনে থামল। নিখুঁতভাবে ভারসাম্য রাখছে এক মেকানিযম, ওটা ব্যবহার করে দরজা খুলতে শুরু করেছে সে।

ততক্ষণে র‍্যাক থেকে শটগান তুলে নিয়েছে মার্শাল, ওটা

তাক করল ক্রস ও তার দলের সবার উপর। বামহাতে খপ্ করে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, সামনের ডেস্কে মার্শালদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'এখনই পুলিশে ফোন করো! আমাদের উপর হামলা হয়েছে!'

ওদিক থেকে জবাব দিল না কেউ।

এদিকে মার্শালের পিছনে নিঃশব্দে খুলে গেছে ভল্টের প্রকাণ্ড দরজা। প্রায় পিছলে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মার্গো।

অপরিচিত এক কণ্ঠ শুনল মার্শাল।

'চিন্তা কোরো না, তুমি হয়তো বেঁচেও যেতে পারো।'

ভীষণ চিন্তিত এবং ভীত হয়ে উঠল মার্শাল। হাত থেকে পড়ে গেল রিসিভার। হাঁ করে চেয়ে রইল সামনের লোকগুলোর দিকে। পরক্ষণে হুঁশ ফিরল, শটগানের ট্রিগার টিপে দিতে চাইল। করিডোর ধরে ছিটকে যাবে ছররা। কিন্তু পা টিপে মার্শালের পিছনে পৌঁছে গেছে মার্গো, ঘ্যাঁচ করে পিঠে বসিয়ে দিল ধারাল ছোরা। হুমড়ি খেয়ে মেঝের উপর পড়ল মার্শাল, আগেই মারা গেছে।

তাকে টপকে গেল ক্রস, মার্গোর সঙ্গে ঢুকে পড়ল ভল্টের ভিতর। পিছনে দলের অন্যরা।

মস্ত গর্তের ভিতর এসে ঢুকেছে স্কিডস্টিয়ার্স।

'সত্যিকারের ফোর্ট নক্স, সোনার পাহাড়!' হৈ-হৈ করে উঠল এমেট।

বুড়ো আঙুল তুলে স্কিডস্টিয়ার্সের ড্রাইভারের দিকে ইশারা করল ক্রস, এবার কাজ শুরু করতে হবে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল ড্রাইভার। কিউবিকলের দরজাগুলো উপড়ে ফেলছে। কাজ শেষ হতেই তুলে নিতে লাগল বাকেট বাকেট সোনার বার, যেন তুলছে মূল্যহীন বালি।

এইমাত্র সোনাভরা স্কিডস্টিয়ার্স বেরিয়ে গেছে টানেলে। অতিমূল্যবান খনিজ তুলে দেবে ডাম্প ট্রাকে। 'পৃথিবীর একমাত্র জিনিস যেটা মানুষ নষ্ট করে না,' বিড়বিড় করে বলল ক্রস। 'একেকবার একেক রূপ নিয়েছে এই জিনিস। কখনও অ্যান্টোনিও দিয়েছে ক্লিয়োপেট্রাকে। কখনও হয়েছে শার্লেমেগনের মুকুট। সিসটিন চ্যাপেলে কাজ করবার জন্য পেয়েছে মাইকেল এঞ্জেলো। কখনও হয়েছে রথচাইল্ডের প্রথম মুনাফা।'

বিশ মিনিট হলো লাইন দিয়ে হাজার হাজার সোনার বার তুলছে ডাম্প ট্রাকগুলো। ভরে গেলেই একটা একটা করে র‍্যাম্প বেয়ে উঠছে পার্কে। নতুন আরেকটা এসে থামছে। আবারও ভল্টের ভিতর ফিরছে স্কিডস্টিয়ার্স, তুলে নিচ্ছে রাশি রাশি সোনার বার।

পাশ দিয়ে স্কিডস্টিয়ার্স যেতেই একটা বার তুলে নিল ক্রস, গলা ছেড়ে হা-হা করে হেসে উঠল। যেন পাগল হয়ে গেছে সে। 'উনিশ শ' বারো সালে প্রুশিয়া থেকে যা নিয়েছে নেপোলিয়ন; বিসমার্ক যা ফিরিয়ে নিয়েছে; বা আমেরিকা আর জাপান যা চুরি করেছে— তার সব আমি নেব! দুনিয়ার সব দেশের সোনা আছে এ ঘরে! এক শ' চল্লিশ বিলিয়ন ডলার! কেন্টাকির ভল্টের দশগুণ! ফোর্ট নক্স তো শুধু টুরিস্টদের মন ভোলানোর জন্য!'

নয়

ডেল্যান্সি স্ট্রিট পেরিয়ে ফার্স্ট অ্যাভিন্যুর দিকে চলেছে রানা ও জো। এক এক করে ব্লক গুনছে রানা, একটু পর পৌঁছবে পার্কে। পুরো গোসল হয়ে গেছে ঘামে, বুক শুকিয়ে গেছে মরুভূমির মত। ঢালু পথ বেয়ে উঠছে পুবে। বুকে বেতালা দ্রিম-দ্রিম, মনে হচ্ছে হঠাৎ করেই হার্ট অ্যাটাক হবে। রাস্তার পাশেই ফল ও ফলের জুসের দোকান। বড্ড পিপাসা, একটু পানি হলেও জুড়িয়ে দিত বুক। কিন্তু হাতে সময় নেই। এখন প্রতিটা সেকেণ্ড মূল্যবান।

পাশেই ছুটছে জো, গতি সাবলীল।

'তোমাকে এত খাতির করছে কেন পুলিশ, এফবিআই?' হঠাৎ করেই জানতে চাইল জো।

দৌড় থামাল না রানা, মুখ বন্ধ। বুক আঁকড়ে আসছে ওর।

'আসলে তুমি...'

'হাতাহাতির সময় উঁচু এক টাওয়ার থেকে পড়ে গিয়েছিল ক্রসের ভাই,' কথা ঘুরিয়ে দিল রানা। 'বোধহয় সেজন্যেই এত রাগ লোকটার।'

রুক্ষ চেহারার আশ্রয়বিহীন এক লোক পাশ কাটিয়ে গেল। মাথা নাড়ছে আপত্তির ভঙ্গিতে।

কেউ মাঝ সকালে জগিং করে?

'তার মানে এক সাদা-পাছার বারোটা বাজিয়েছে এক তামাটে-পাছা পুলিশ, আর তাই আরেক সাদা-পাছা রেগে গেছে? ...আর তাই আমি ফেঁসে গেছি?' ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলল জো।

দৌড়ের গতি ধরে রাখল রানা। 'রাগটা কীসের জন্য? তামাটে পাছা সেজন্য, না পুলিশ বলে?'

'দুটোই রাগের কারণ।'

'কালো পাছা হলে খুশি হতে?'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ আওয়াজ বেরুল জো-র। জবাব দিল না।

নীরবে দৌড়ে চলেছে ওরা। একটু পর পৌঁছে গেল সেভেন্থ স্ট্রিটে। সামনেই পার্কের প্রবেশ-দ্বার। শরীরের শেষ শক্তি ব্যবহার করে জো-র পাশে থাকল রানা। মনে হচ্ছে হারকিউলিসের মত মস্ত কোনও কাজ করেছে। পার্কে ঢুকেই শুনতে পেল পে-ফোনের রিং।

রিসিভার কানে তুলে হাঁপাবার ফাঁকে বলল, 'হ্যাঁ! রানা বলছি!'

'তুমি দেখছি একেবারেই আনফিট, রানা! খুব খারাপ! খুব খারাপ! আরেকটু হলেই ফেল মারতে।' টিটকারির সুরে বলা হয়েছে।

'এবার কী চাও?' শ্বাস চেপে জানতে চাইল রানা।

'সবসময় চলতে পারে, এমন কে আছে যার চার পা?' লাইন কেটে গেল।

মর্ শালা! আবারও ধাঁধা?

অসহায় চোখে জো-র দিকে চাইল রানা।

হাসতে শুরু করেছে জো, চোখে স্বস্তি। ওর পিচ্চি ভাস্তে মাইকের এই ধাঁধাটা খুব প্রিয়। চোখের সামনেই জবাব। ঠিক নাকের কাছে। একটু দূরেই ফোয়ারা। ওখানে ব্রোঞ্জের হাতির

শুঁড় থেকে পড়ছে পানি।

চায়নাটাউন থেকে যে ব্রিফকেস পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আনা হয়েছিল, ঠিক তেমনই একটা রাখা আছে ফোয়ারার পাশে।

চট্ করে ব্রিফকেস খুলে ফেলল রানা। ভিতরে একই ধরনের বাইনারি বোমা, সঙ্গে মাঝারি ওজনের স্কেল। বোমার টাইমারে দেখা গেল: ০৫:০০ মিনিট। পাশেই সেলুলার ফোন। লেড স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে: 'হাই! আমি বোমা! তুমি এইমাত্র আমাকে আর্ম করেছ!'

ঠিক তখনই বেজে উঠল মোবাইল ফোন। ওটা ধরতে গিয়ে আরেকটু হলে মাথা ঠোকাঠুকি হতো রানা ও জো-র।

ড্র-এ রানাই জিতল, মোবাইল ফোন ধরল ও-ই।

'মেসেজ নিশ্চয়ই পেয়েছ?' জানতে চাইল ক্রস।

বোমার দিকে চাইল রানা। 'হ্যাঁ, পেয়েছি। এবার বলো টাইমার কী ভাবে বন্ধ করা যায়।'

'ধৈর্য ধরো, রানা। ওই ফোয়ারার কাছে দুটো জগ পাবে।'

সহজেই পাওয়া গেল প্লাস্টিকের জগ। রাগ চড়ে গেল রানার ব্রহ্মতালুতে। কোনও বাচ্চা বা আর কেউ সরিয়ে নিতে পারত ক্যানগুলো!

'একটা পাঁচ গ্যালনের, অন্যটা তিন গ্যালনের,' বলল ক্রস। 'দুই জগের একটায় ভরবে ঠিক চার গ্যালন পানি, রাখবে স্কেলের ডানদিকে। যদি পার, সঙ্গে সঙ্গে থামবে টাইমার। পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর বন্ধ করবে ব্রিফকেস। মনে রাখবে, হিসাব হতে হবে নিখুঁত। এক আউন্স পানি কম-বেশি হলেও সঙ্গে সঙ্গে ডেটোনেশন। যদি আগামী পাঁচ মিনিট টিকে যাও, আবারও আমরা অনেক গল্প করব।'

'এক সেকেণ্ড,' বলল রানা।

লাইন কেটে দিয়েছে ক্রস।

ধৈর্য হারিয়ে গাল দিল রানা: 'কুত্তার বাচ্চা!'

'ধুর এটা কোনও গাল হলো?' আপত্তি জানাল জো। 'একটা শিখবে আমার কাছে?'

জবাব দিল না রানা। চালু হয়ে গেছে ডিজিটাল টাইমার।

এক সেকেণ্ড এক সেকেণ্ড করে নীচের দিকে নামছে।

রানা ও জো খপ্ করে তুলে নিল দুই জগ।

পরস্পরের দিকে চাইল।

এবার কী করবে?

পাঁচ মিনিট খুব কম সময়!

এরই ভিতর টাইমার নেমে গেছে ৪:৫০ সেকেণ্ডে!

'কিছু বুঝলে?' বলল রানা।

'না, কিছুই না,' বলল জো।

'কেন? তুমি না অঙ্কে বিরাট পণ্ডিত?'

'কে বলেছে কথাটা?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জো

'আমিই বলেছি,' বলল রানা মেজাজের সঙ্গে, 'কিন্তু তুমি সেটা হজম করেছ বিনা আপত্তিতে।'

'আমার মাথায় কিছু আসছে না। এটা কোনও অঙ্ক নয়, বাজে একটা ধাঁধা।'

'দাঁড়াও!' হঠাৎ কী যেন ঝিলিক দিতে চাইল রানার মাথায়, কিন্তু মুহূর্তে হারিয়ে গেল সেটা। 'তিন গ্যালনের জগে ধরবে না চার গ্যালন পানি। আবার পাঁচ গ্যালনের জগ ভরেও কাজ হবে না। তা হলে?' রানা টের পেল, স্কুলে অঙ্কের ক্লাসগুলোতে আরও অনেক মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল!

কয়েক সেকেণ্ড পর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জো, 'বুঝেছি!'

'কী বুঝলে?' জানতে চাইল রানা।

'প্রথমে ভরে নিতে হবে তিন গ্যালনের জগ, তারপর ওটার পানি ভরব পাঁচ গ্যালনের জগে— ঠিক?' রানার দিকে চাইল জো।

ভীষণ সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখছে রানার চোখ।

ঘন ঘন মাথা দোলাল জো। 'ঠিক আছে?'

'তারপর কী?'

'তিন গ্যালনের জগের তিন ভাগের এক ভাগ ভরব, তা হলে আমরা পাব আরও এক গ্যালন পানি।'

নিজেই সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে চাইল এবার জো। বুঝতে পেরেছে, এভাবে হবে না।

এরই ভিতর পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েক সেকেণ্ড।

একটু পর ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে ওরা!

আর কোনও বুদ্ধিও আসছে না।

ধূর, এক আউন্স এদিক ওদিক হলেই তো...

না, হচ্ছে না!

'শহরের সবচেয়ে বড় বোমা ঠেকাতে পুলিশের সবাই ছুটছে, আর আমাদেরকে বাচ্চাদের ধাঁধা দিয়ে আটকে দিয়েছে লোকটা!' প্রায় নালিশ করল জো। রাগে গরম হয়ে গেছে ওর মাথার তালু।

রানাও হেরে গেছে। ব্যাটা বলছেও না কিছু। 'আমার কথা ভালমত শোনো!' স্কুলের বদমেজাজি অঙ্কের টিচারের মত করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল জো, 'ওই লোক বলেছে ঠিক চার গ্যালন হতে হবে। পরের শেষ গ্যালন মাপতে পারব না। ...বুঝতে পেরেছ? এক আউন্সও এদিক ওদিক হলে চলবে না।'

খামোকা বকা খেয়ে বড় করে দম নিল রানা। পরিষ্কার করতে চাইছে মাথা। ধাঁধা বা অঙ্ক ভালই বুঝত। কিন্তু গত

কয়েকদিন ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি, এখন সবকিছুই লাগছে জটিল। সহজ উপায় বেছে নিল রানা, বন্ধ রাখল মুখ।

ব্যাটা যত খুশি বকুক, মরছিই তো একটু পর!

'কোকের বোতল হলে কেমন হয়?' উত্তেজিত হয়ে বলল জো। 'সোজা! এবার বুঝতে পেরেছি! ট্র্যাশ-ক্যান থেকে একটা কোকের বোতল আনো! ওগুলো ষোলো আউন্সের! পাঁচ গ্যালনের জগের ভিতর বত্রিশবার কোকের বোতল ভরা পানি ফেললে...'

ভুরু কুঁচকে জো-র দিকে চাইল রানা। 'এই তোমার সহজ অঙ্ক?'

কাউন্ট ডাউন টাইমারে এখন ৪:০০।

৩:৫৯...

৩:৫৮...

'আমি ভেবেছিলাম তুমি...' চুপ হয়ে গিয়ে মাথা নাড়ল রানা।

গরম চোখে ওকে দেখল জো। 'হ্যাঁ, আমি অঙ্কে ভাল! খবরদার, আবারও যদি মনোযোগ নষ্ট করো! ...ঠিক আছে, প্রথমে তিন গ্যালনের জগের পানি ফেলব খালি পাঁচ গ্যালনের জগের ভিতর...' পাঁচ গ্যালনের জগ ফোয়ারার পানির ভিতর ডুবিয়ে দিল ও।

'তাতে কী পাবে?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'পাব টাইফাস আর হার্পস। রোজ অন্তত এক হাজার ছোকরা মুতছে এর ভেতর!'

'দূর, এত হবে না!' সন্দেহ প্রকাশ করল রানা।

পানি থেকে জগ তুলে রানার নাকের সামনে ধরল জো। 'পুরো পাঁচ গ্যালনের জগ এখন ভরা পিওর প্রস্রাবে। ঠিক পাঁচ

গ্যালন। ঠিক?'

'হ্যাঁ।' ঝট করে নাকটা সরিয়ে নিয়েছে রানা।

'এবার তিন গ্যালনের জগ দাও।'

ব্যাটা চেঙ্গিস খানের মত অর্ডার মারছে, ভাবল রানা। থাক্, আর কতক্ষণই বা বাঁচব দু'জন?

অবশ্য জো-র দিকে বাড়িয়ে দিল তিন গ্যালনের জগ।

ওটা নিয়ে ফোয়ারায় চোবাল জো, কানায় কানায় ভরে যেতেই রানার চোখের সামনে তুলল। 'এখানে পানি ভরা পাঁচ গ্যালনের একটা জগ, এদিকে আরেকটা জগে তিন গ্যালন পানি। তার মানে পাঁচ গ্যালনের জগে এখন আছে এক গ্যালন বেশি আর তিন গ্যালনের জগে রয়েছে এক গ্যালন কম। ঠিক?'

'হ্যাঁ,' জো-র কথা মেনে নিল রানা।

'এবার দেখো।'

তিন গ্যালনের জগের পানি ফোয়ারায় ফেলে দিল জো। এবার পাঁচ গ্যালনের পানি ঢালতে লাগল তিন গ্যালনের জগে। ওটা ভরে যেতে বলল, 'এখন এর মধ্যে থাকল দুই গ্যালন, ঠিক? আর কতক্ষণ সময়?'

'আড়াই মিনিট,' কণ্ঠে কোনও উত্তেজনা নেই রানার।

'সর্বনাশ! ঠিক আছে, আমরা এবার পাঁচ গ্যালনের জগ ভরে নেব।' আবারও ফোয়ারার পানির ভিতর বড় জগ ডুবিয়ে দিল জো। 'এবার...' ঘুরে দাঁড়াল, দু'হাতে দুই পানি ভরা জগ দেখল গভীর মনোযোগ দিয়ে।

'এবার কী!' তাড়া দিল রানা।

হেরে যাওয়া ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জো। হতাশ হয়ে বলল, 'তারপর জানি না কী করা উচিত।'

হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল রানা। ওর মন চাইল

কেড়ে নেবে জো-র হাত থেকে দুই জগ, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে দূরে। ব্যাটার কান ছিঁড়ে নেয়া উচিত!

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' ওর খেপে যাওয়া চেহারা দেখে বলল জো।

'যা করার আমিই করছি, জগ দাও,' রাগ নিয়ে বলল রানা।

'প্রথম থেকে সব শুরু করার সময় নেই, রানা,' বলল জো।

টাইমারে দেখা গেল: ১:৫৮

মহাবিরক্ত হয়ে বলল রানা, 'এতক্ষণ সাদা আর তামাটে পাছা নিয়ে অনেক কথা বলেছ, এবার তোমার কুচকুচে কালো পাছা উড়ে যাবে হারলেমে।'

'আমরা কালো বলে তোমরা সবাই...' রেগে গিয়ে শুরু করেছে জো।

কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'তুমিই আসলে বর্ণবাদী!'

'যিশু! ব্যাটা বলে কী!'

'আমি তামাটে রঙের লোক বলে তুমি...'

'কক্ষনো না! আমি খেপেছি কারণ তুমি মারার জোগাড় করেছ আমাকে!'

চট্ করে টাইমার দেখে নিল রানা।

১:৩৬

'শিট! আমাদের হাতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড,' চেঁচিয়ে উঠল জো। 'চলো পালাই! এবার ডেটোনেট করবে! বেঘোরে মরব!'

কোনও জবাব দিল না রানা। দুই জগের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে শুরু করেছে। 'দাঁড়াও, একমিনিট!'

'একমিনিট তো নেই, রানা!'

'বুঝতে পেরেছি!'

'ঠিক বলছ তো? নাকি ঝেড়ে দৌড় দেব দু'জন?'

জো-র কাছ থেকে জগদুটো নিয়ে নিল রানা। 'আমরা তা হলে দুটো ক্যান পাচ্ছি, ঠিক?'

মাথা দোলাল জো।

রানা তিন গ্যালনের জগ রেখে ফোয়ারার পানি দিয়ে পুরো কানায় কানায় ভরে নিল পাঁচ গ্যালনের জগ। 'এখন পুরো পাঁচ গ্যালন, জো? এবার যদি তিন গ্যালনের জগ খালি করে বড়টা থেকে পানি ভরি? তো বড় জগের ভিতর থাকবে দুই গ্যালন। এবার খালি করে দিলাম তিন গ্যালনের জগ। পাঁচ গ্যালনের জগের পানি ঢেলে দিলাম তিন গ্যালনের জগে। ...কী পেলাম? বড়টার ভিতর দুই গ্যালন।' কথার পাশাপাশি কাজ করে চলেছে রানা। 'এবার এই খালি ছোট জগের ভিতর ভরছি বড় জগের দুই গ্যালন। এবার আবারও ভরলাম পাঁচ গ্যালনের জগ। এবার বড়টা থেকে ঢেলে দিলাম তিন গ্যালনের জগে শেষ গ্যালন। ...তা হলে পাঁচ গ্যালনের জগের ভিতর রইল কয় গ্যালন?'

বিস্ময় নিয়ে দুই জগের দিকে চেয়ে রইল জো। এক সেকেণ্ড পর চাপড়ে দিল রানার কাঁধ। 'বাপের ব্যাটা! আমার কপাল, এমন এক বন্ধু পেয়েছি!'

চট্ করে টাইমারের দিকে চাইল রানা।

ওর দেখাদেখি জো-ও।

আর মাত্র নয় সেকেণ্ড!

তার পরই ফাটবে বোমা!

ওজনের স্কেলে বিদ্যুদ্বেগে চার গ্যালন পানি ভরা জগ রাখল রানা।

দু'জন চেয়ে রইল টাইমারের দিকে।

পাঁচ সেকেণ্ডে এসে থেমে গেছে টাইমার।

নাচতে শুরু করেছে জো।

'দাঁড়াও, এখনও বিপদ কাটেনি,' বলল রানা। ছুঁড়ে ফেলে দিল পানি ভরা জগ। ধপ্ করে বন্ধ করল ব্রিফকেস।

অপেক্ষা করছে।

দুই... এক...

প্লে-গ্রাউণ্ডে বাচ্চাদের হৈ-হল্লার আওয়াজ। ঝরঝর করে পড়ছে ফোয়ারার পানি। পার্কের বাইরে রাস্তায় হর্ন বাজিয়ে চলেছে গাড়ি। কিচির-মিচির করছে একদল অচেনা পাখি।

বিস্ফোরিত হয়নি বোমা।

এবার ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল রানা ও জো।

পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

আর তখনই বেজে উঠল সেলুলার ফোন।

কল রিসিভ করল রানা, 'আমাদের কাজ শেষ।'

'তুমি অবাক করলে, রানা। সফল হওয়াটা বাজে অভ্যেস হয়ে উঠছে তোমার।' চাপা হাসল ক্রস। তিক্ত শোনাল ওই হাসি।

'আমার কথা আমি রেখেছি,' বলল রানা। 'এবার স্কুলের বোমার টাইমার বন্ধ করে দাও।'

'কিন্তু তিনটা বাজতে তো অনেক দেরি! এখনও দু'ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট! বসে থেকে কী করবে? তার চেয়ে দেখি ভাল কোনও ধাঁধা দেয়া যায় কি না।'

'বিরক্তি ধরে গেছে তোমার ধাঁধায়,' রাগ চেপে বলল রানা। 'জানিয়ে দাও কোন্ স্কুলে বোমাটা রেখেছ।'

'শালা আবারও ধাঁধা দেবে!' জোর হুঙ্কার ছাড়ল জো। একটু দূরে রোদে ঘুমিয়ে ছিলেন বয়স্কা এক রাশান মহিলা, ধড়মড় করে উঠে বসলেন। অবাক হয়ে দেখছেন রানা ও জোকে।

'তোমাদের রাগ সামলাও, রানা-জো,' জিভ দিয়ে চুকচুক

শব্দ তুলল ক্রস। 'সত্যের পথে অনেক মোড়। ওখানেই একটা এনভেলপ পাবে। ওটা জায়গামত পৌঁছে দেয়ার সময় ভাববে: চুয়াল্লিশের ভিতর কে বা কী বাইশ নম্বর?' খট্ করে কেটে গেল লাইন।

ক্রসের এনভেলপ হাতির পায়ের নীচে পেল রানা। ভিতরে কী আছে দেখে মনে হলো ওখানেই শুয়ে পড়ে।

ক্রস লোকটা পাগল করে দেবে ওকে। দৌড় করিয়ে চলেছে সেই কখন থেকে!

'এবার যেতে হবে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কিন্তু ওখানে কেন?'

'টিকেট দেখো,' বলল জো। 'হোম টিমের। ওখানে বোধহয় কোনও বোমা থাকতে পারে।'

'হয়তো।' আরও তিক্ত হয়ে গেল রানার মন।

ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম এখান থেকে বহু দূরে, সেই ব্রঙ্কসে। সাবওয়ে ট্রেনে গেলেও কমপক্ষে একঘণ্টা লাগবে। তাও কপাল ভাল থাকলে।

তার উপর ইবলিশটা আরও ধাঁধাও দিয়েছে: "চুয়াল্লিশের ভিতর কে বা কী বাইশ নম্বর?"

'বাইশ হচ্ছে চুয়াল্লিশের অর্ধেক,' বলল জো। 'কিন্তু ওই অর্ধেক দিয়ে কী? কার অর্ধেক?'

'মানুষ হতে পারে,' মন্তব্য করল রানা। 'হয়তো ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামের খেলোয়াড়দের কারও জার্সি বাইশ নম্বর।'

'এক দলে বাইশজন থাকে না,' আপন মনে বলল জো। 'ক্লাবে থাকেই না বাইশজন খেলোয়াড়।'

'আমাদেরকে বুনো হাঁসের পিছনে ছোটাতে চাইছে!'

রানার মন চাইল খামটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ফোয়ারার

পানিতে।

চোখ সরু করে দূরে চাইল জো। যেন দেখতে পাবে মর্ডাককে। আর তাকে পেলেই ঘাড় মটকে দেবে।

রানা বুঝতে পারছে, ওদেরকে নাচিয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর ওই সাইকোপ্যাথ। কথা না মেনে চললে, শহরে ফাটাবে বোমা। তারচেয়েও বড় কথা, মরবে কচি সব শিশু!

মনে মনে শপথ নিল হতক্লান্ত রানা: এর শেষ দেখে ছাড়ব!

কোনও ভাবেই পার পাবে না ক্রস।

'ঠিক আছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'সবচেয়ে কাছের ট্রেন কোথায় পাব?'

মনে মনে হিসাব কষল জো, তারপর বলল, 'অ্যাস্টর প্লেস স্টেশন। লেক্সিংটন অ্যাভিন্যু। তিন ব্লক দূরে। সোজা নিয়ে যাবে স্টেডিয়ামে।'

ব্রিফকেস নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ওর চোখ পড়ল রাস্তার ওপাশের ছোট দোকানের উপর। ওখানে সিগারেট পাওয়া যাবে। কোল্ড ড্রিঙ্কস বা বিয়ারও বিক্রি করে।

'এসো,' জো-কে বলেই রওনা হয়ে গেল ওদিকে।

রাস্তা পেরিয়ে দোকানে ঢুকবে, এমন সময় ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তিন-চারটে ছেলে। দু'হাতে জাঙ্ক ফুডের কয়েকটা করে ব্যাগ। তাদের পিছনে হাঁসফাঁস করতে করতে আসছে মোটা দোকানদার, চিকন পিনপিনে স্বরে তুবড়ি ছুটছে তার।

ছেলেগুলোর বয়স বড়জোর বারো। লাফ দিয়ে যার যার সাইকেলে চেপে বসেছে, এবার রওনা দেবে চোরাই মাল নিয়ে।

খপ্ করে কাছের দুই ছেলের শার্টের কলার ধরে ফেলল রানা।

'লেমি গো!'

'ইউ সান অভ আ...'

'খবরদার! বাজে কথা বলবে না!' আগে থেকেই কড়া ধমক দিল রানা, রাস্তায় ব্রিফকেস রেখে বাইকের উপর থেকে নামিয়ে ফেলেছে ছেলেদুটোকে। 'মস্ত ভুল করে শেষে কয়েকটা চিপসের প্যাকেটের জন্য জেলে যেতে!'

'তাতে আপনার কী!' আপত্তি তুলল বড় ছেলেটা। 'আরে ভাই, এই তো সুযোগ! কী যেন করছে পুলিশগুলো! পাগল হয়ে গেছে সব!' গলা নিচু করল সে, 'আজকে তো ক্রিসমাস, ভাই! আপনি চাইলে সিটি হলও চুরি করতে পারবেন!'

কথা ঠিক, ভাবল রানা। সত্যি বলেছে এই ছেলে। কিন্তু সিটি হল চুরি করবে গতবার নির্বাচনে যে হেরেছে, শুধু সে! ওয়াল স্ট্রিটের দিকে চোখ গেল রানার। খেয়াল করল ওর পাশেই জো। আগেই ও বুঝে গেছে, আজকে সত্যিই কিছু চুরি করা যায়। এই ছেলে তো সে কথাই বলছে! বাহ্, বড্ড পাখোয়াজ ছেলে!

খুশি মনে দুই ছোকরার কলার ছেড়ে দিল রানা, ব্রিফকেস তুলেই চেপে বসল একজনের সাইকেলে, পাঁই-পাঁই করে প্যাডেল মেরে রওনা হয়ে গেল। 'জো! অন্যটা নাও! আজকে নাকি ক্রিসমাস!'

সেই ভোর থেকে কম ছোটেনি জো, আপত্তি তুলল না, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল দ্বিতীয় ছেলের সাইকেল, জোর প্যাডেল মেরে রওনা হয়ে গেল রানার পিছনে!

'আরে-আরে, আমাদের সাইকেল! চোর-চোর! ...পুলিশ!'

পিছনে দুই ছোকরার বুক ফাটা হাহাকার শুনতে পেল ওরা।

'হোলি ক্রিসমাস!' কাঁধের উপর দিয়ে চেঁচাল জো। এবার

গলা ছাড়ল রানার উদ্দেশে, 'চললে কোথায়? ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম তো উল্টোদিকে!'

'পরে শুনো, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর!' বনবন করে প্যাডেল মেরে মোটরসাইকেলের মত দুরন্ত গতি তুলে ফেলেছে রানা।

'ব্যাটা সাইকেল-চোর, আবার বলে বিশ্বাস রাখতে! কাউকে বিশ্বাস করি না,' পিছন থেকে বলল জো। আপন মনে ফিকফিক করে হাসছে।

দশ

ওয়াল স্ট্রিটে যেখান থেকে শুরু করেছিল, ঠিক সেখানেই আবারও ফিরল রানা ও জো। পাশেই সাবওয়ে। নীচে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বগি। স্কয়্যারে ঢুকতেই আরেকটু হলে চাপা পড়ত রানা, সাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে গেল এক ডাম্প ট্রাক। সামনে দেখতে পেল ও তিন পুলিশকে।

'তোমার এত তাড়া কীসের?' পিছন থেকে বলল জো

'বলো দেখি ওয়াল স্ট্রিটে কী নেই?' পাল্টা জানতে চাইল রানা।

'ওই বদমাশ ব্যাটার মত ধাঁধা শুরু করলে?' রানার সাইকেলের পাশে চলে এল জো। 'আসলে কী বলতে চাও?'

'স্কুল,' সাইকেল থামিয়ে ফেলেছে রানা। সামনে চোখ

বোলাল, একটু দূরে ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্ক বিল্ডিং। 'আর এখানে কী আছে?' মনে মনে প্রায় নিশ্চিত রানা। এবার সহজেই বুঝতে পারবে ওর ধারণা ঠিক কি না। 'এখানেই অপেক্ষা করো, জো। এক মিনিটের ভিতর ফিরছি।' বোমার ব্রিফকেস বাড়িয়ে দিল জো-র দিকে।

ওটা নিল জো, কিন্তু জিজ্ঞেস করল, 'এটা দিয়ে কী করব?'

'ওই পুলিশদের দাও,' বলল রানা।

পার্কের বুকের গর্ত পাহারা দিচ্ছে তিন পুলিশ।

'লোকটা বারবার হাজির হচ্ছে,' রেডিয়োতে বিড়বিড় করে বলল রেলি।

খড়মড় করে উঠল রেডিয়ো, তারপর শোনা গেল ক্রসের কণ্ঠ, 'আরও ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলো। কে এসেছে?'

'মাসুদ রানা। ব্যাঙ্কের দিকে হাঁটছে। আর কালো লোকটা আসছে আমার দিকে।'

'তাই?' বিরক্ত হলো ক্রস। 'আমি ভেবেছিলাম মাসুদ রানা বিকেল পার করবে থার্ড বেস লাইনে।' চট্ করে দেখে নিল মার্গোকে, সামনের ডাম্প ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়েছে সে। 'বেশ, মরবেই যখন, মরুক। উইলিকে বলে রাখছি। তুমি তোমার দল নিয়ে সরে যাও।'

'আর কেলে ভূতটা?' জানতে চাইল রেলি। ওর দিকে হেঁটে আসছে জো। 'ব্রিফকেসের বোমা না নিলে এক শ' একটা প্রশ্ন করবে।'

'ও কোনও দোষ করেনি, ছেড়ে দিয়ো,' বলল ক্রস। কেলে ব্যাটা যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। শত্রুতা ওর শুধু মাসুদ রানার সঙ্গে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল রেলি। রেডিয়ো অফ করে জো-র

দিকে ফিরল। 'ইয়েস, স্যর?'

মাথা দোলাল জো। 'এটা বুঝে নিন।' ব্রিফকেস নিয়ে খুলতে শুরু করেছে এক পুলিশ। 'যিশু! খুলবেন না! এটা বোমা!'

'আরেকটা?' আফসোস নিয়ে মাথা নাড়ল রেলি। 'ঠিক আছে, এটার ব্যবস্থা করব।' অন্য দুই পুলিশের দিকে চাইল সে। 'এবার রওনা দিতে হবে।'

পিছন থেকে চেয়ে রইল জো। তিন পুলিশ চলেছে মোড়ে রেখে আসা ধূসর এক গাড়ির দিকে। মনে হলো না ওটা পুলিশের। আশপাশে আর কোনও পুলিশও নেই। তা হলে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন এরা?

মনের গভীরে সন্দেহ উঁকি দিল জো-র।

সন্দেহ আরও বাড়ল।

এইমাত্র গাড়ির পাশে ফুটপাথে ব্রিফকেস নামিয়ে রেখেছে এক পুলিশ। চট্ করে উঠে গেল গাড়ির ভিতর!

জো-র মতই অস্বাভাবিকতা টের পেল রেলি। হুফার নামের চোরের দিকে চোখ গরম করে চাইল। 'এটা কী করলে?'

'চাই না গাড়িতে করে যাওয়ার সময় সঙ্গে বোমা থাকুক,' আপত্তির সুরে বলল হুফার।

'যেখানে সেখানে বোমা রাখা যায় না,' বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রেলি। 'যখন তখন কোনও বাচ্চা...' মার্গো ওদের মনে গেঁথে দিয়েছে, এই মিশন টাকার জন্য, পারতপক্ষে খুনোখুনি এড়িয়ে যেতে হবে। 'ব্রিফকেস পিছন সিটে রাখো।'

চোখে ভয় নিয়ে দরজা খুলল হুফার, ফুটপাথ থেকে ব্রিফকেস নিয়ে রেখে দিল ব্যাক সিটে।

স্কয়্যার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল ধূসর গাড়ি।

'হেই!' পিছন থেকে গলা ছাড়ল জো। 'এলাকা পাহারা না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্কের লবিতে ঢুকে তিন মার্শালকে দেখতে পেল রানা। ক্যাপ্টেন জনসনের কাছ থেকে পাওয়া সোনার শিল্ড বের করল ও, দেখাল ডেস্কের গার্ডকে। নিজের পরিচয় দিল: 'মাসুদ রানা, এনওয়াইপিডি।'

ক্রস আগেই রেডিয়োতে সাবধান করেছে, এই লোক ব্যাঙ্কে এসে ঢুকবে। অতিথিপরায়ণ হয়ে উঠল উইলি। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, লেফটেন্যান্ট?'

'গত একঘণ্টার ভিতর অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?' জানতে চাইল রানা।

ডেস্কের পিছন থেকে বলল উইলি, 'না। সাবওয়ের ওই ঘটনার পর নিয়মিত দেখা দিয়েছে পুলিশ। তখন মাত্র এক রাউণ্ড ঘুরে এসেছি আমরা ভল্ট থেকে।'

ও নিজে বোধহয় ভুল করছে, ভাবল রানা। আগে কখনও এখানে কিছু ঘটেছে শোনেওনি। কিন্তু প্রথম বলেও একটা কথা আছে। সন্দেহ দূর হলো না ওর। জানতে চাইল, 'আমি একবার ভল্ট দেখলে আপত্তি আছে?'

'মোটেও না,' শ্রাগ করল উইলি। 'আমরা খুশিই হব।'

মার্শালের পিছু নিয়ে এলিভেটারের সামনে পৌঁছে গেল রানা।

এলিভেটার পাহারা দিচ্ছে দুই গার্ড, সঙ্গে এনওয়াইপিডির এক ডিটেকটিভ। দরজা খুলে যেতেই ভিতরে ঢুকল সবাই।

'ডিটেকটিভ... কার্ল, যদি ভুল না বলে থাকি,' এনওয়াইপিডি গোয়েন্দার উদ্দেশে বলল উইলি, 'আপনাদের

আরেকজন আমাদের সঙ্গে আছেন, ইনি...'

'মাসুদ রানা, মেজর ক্রাইম্‌স্‌।'

ঘোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করল কার্ল। সরসর করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। নামতে শুরু করেছে এলিভেটার।

'আমি সবসময় নিজেকে বলি, আরে বাপু, সিঁড়ি বেয়ে ওঠো, তাতে ব্যায়াম হবে,' বলল উইলি। 'কিন্তু কেন যেন চলে আসি লিফটের সামনে।'

লিফট। শব্দটা খট্‌ করে কানে লাগল রানার। কোথায় যেন মস্ত গোলমাল!

ডিটেকটিভ কার্লের ব্যাজের দিকে চাইল রানা। বুক পকেট থেকে ঝুলছে ওটা। নাম্বার সিক্স-সিক্স-ওয়ান-ওয়ান! ওটা আসলে শ্বেত-ভালুকের মত মস্ত আকৃতির অফিসার লাজুক ডালাসের! প্রতি সপ্তাহে বাজি ধরে সে ব্যাজের উপর।

'কখনও লোটো খেলেছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। 'আমার প্রেমিকা প্রতি সপ্তাহে দুটো টিকেট কেনে। প্রতিবার একই নম্বর। কিন্তু সমস্যা, অদ্ভুত কাণ্ড, কিছুই পাই না। এই দেখুন...'

প্যান্টের পিছন পকেটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা, কিন্তু হাত গিয়ে পড়ল কোমরের হোলস্টারের উপর। বাঁট ধরে ফেলেছে ওয়ালথার পি.পি.কে.-র।

এলিভেটারের ভিতর চেপে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। চারজনের বিরুদ্ধে রানা একা। প্রত্যেকে সশস্ত্র। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার সময় পাবে ও?

বুঝতে পারছে, এখনই করতে হবে যা করার।

আর ঠিক একই সময়ে কর্কশ স্বরে বলে উঠল উইলি, 'এবার শেষ করে দাও শালাকে!' অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

সে।

একই কাজ করল দলের অন্যরা।

বিদ্যুদ্বেগে নড়ে উঠেছে রানাও। একহাতে হোলস্টারের নীচের অংশ তুলে ধরল, ওয়ালথারের নল আকাশের দিকে নাক তুলতেই গুলি করল শার্টের পিছন থেকে।

বামদিকের লোকটা গুলি খেল অ্যাডাম্‌স্ অ্যাপলে।

পিস্তলের নল সরিয়ে নিল রানা, পরের লোকটা ড্রিল হয়ে গেল হৃৎপিণ্ডে।

বুকে গুলি খেয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়ল তৃতীয় নকল মার্শাল। ওখান থেকে হুড়মুড় করে পড়ল মেঝেতে, মৃত।

ততক্ষণে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে রানা, ঠেসে ধরল ডিটেকটিভ কার্লের পেটে।

এইমাত্র পিস্তল বের করেছে লোকটা। বোকার মত অস্ত্র তাক করতে চাইল রানার দিকে।

এক সেকেণ্ড পর মগজে বুলেট নিয়ে ধুপ করে পড়ল অন্য তিন লাশের উপর।

নীচে নেমে এসেছে এলিভেটার, খুলতে শুরু করেছে দরজা।

'আমেরিকানরা লিফটকে এলিভেটার বলে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। লাশগুলো টপকে বেরিয়ে এল লিফট থেকে।

পিস্তলের নল বরাবর ওর চোখ, করিডোর ধরে সামনে বাড়ছে। একটু দূরেই ভল্টের দরজা। কবরস্তানের মত থমথম করছে চারপাশ। মনিটর রুম খালি। হাঁ করে আছে ভল্টের দরজা। ভিতরে কয়েকটা দেহ। সত্যিকারের মার্শাল— অচেতন। গুড়গুড় আওয়াজ তুলছে নাক দিয়ে।

ভল্ট একেবারে খালি। ভিতরে কিছুই নেই। একটা সোনার বারও দেখা গেল না। ভল্টের আরও গভীরে ঢুকে পড়ল রানা।

সামনে পড়ল দেয়ালে মস্ত এক গর্ত।

'ভিতরে কেউ আছেন?' একটু দূর থেকে জো-র কণ্ঠ শোনা গেল।

গর্তের ভিতর দিয়ে টানেলে নেমে পড়ল রানা, পাশেই সাবওয়ে ট্র্যাক।

হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জো, চিন্তিত স্বরে বলল, 'এখানে আসলে কী ঘটছে?'

'দেখলে নিজেই বুঝবে,' ভল্টের দিক দেখিয়ে দিল রানা। একটু দূরে পড়ে আছে পরিত্যক্ত স্কিডস্টিয়ার্স। প্ল্যাটফর্মের কাছে যাওয়ার আগেই দেখা গেল তিনটে দেহ।

প্রথমজনের পালস্ দেখল রানা। তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। এ করবিন বেকার। গতবার নিউ ইয়র্কে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সরল ছেলেটা। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর এক ড্রাগ লর্ডের বিরুদ্ধে লড়বার সময় ওর পাশেই ছিল। গোলাগুলি শেষে বিস্ফারিত চোখে ওকে বলেছিল, 'মিস্টার রানা, আমি ঠিক আপনার মতই হতে চাই!'

অন্য দু'জন অচেতন।

পিছনের ট্র্যাকে পদশব্দ শোনা গেল। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল ও ওয়ালথার হাতে।

জো।

'অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল কী ঘটবে,' তিক্ত স্বরে বলল রানা। 'এটা প্রতিশোধের মিশন নয়। স্রেফ ডাকাতি।'

'ওই ঘরে কী ছিল?' জানতে চাইল জো।

প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা সোনার একটা বার তুলে নিল রানা। 'এই জিনিস।'

'বাপ্স্!' রানার কাছ থেকে নিয়ে ওজন বুঝতে চাইল জো।

'এত ভারী? অত বড় ঘর খালি করেছে? বয়ে নিতে যুদ্ধের আস্ত ট্যাঙ্ক লাগবে...'

'অন্য জিনিস দিয়ে সরিয়েছে,' বলল রানা। একটু দূরে র‍্যাম্প দেখছে। র‍্যাম্প উঠে গেছে উপরের পার্কে। 'মস্ত সব ডাম্প ট্রাক লেগেছে সোনা সরিয়ে নিতে।'

'এবার কী?' জানতে চাইল জো।

'পিছু নেব।' এক সেকেণ্ড পর ছুটতে শুরু করল রানা।

পিছনে জো। গলা চড়াল, 'ওরা যাচ্ছে পুবে!'

ছুটবার ফাঁকে ওর দিকে চাইল রানা।

'হাতে সোনার বার কেন?'

'একটা নিলে কী হয়!' সোনার বার বুকের কাছে রেখেছে জো।

'পরে ওরা কেড়ে নেবে, জো,' আগেই সাবধান করল রানা।

'মনে হয় না,' প্রতিবাদের সুরে বলল জো। 'সবাই মিলে আমার দোকানের বারোটা বাজিয়েছে, ক্ষতিপূরণ দেবে না?'

'ঠিক আছে, চলো, কিন্তু দেখো, রাখতে দেবে না ওটা।'

পুলিশ তো পুলিশই, বিরক্ত জো ভাবল। 'পরে দেখা যাবে!'

ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এল ওরা পার্কে।

রানার মনে অন্য কথা খেলছে। এবার সাইকেল দিয়ে চলবে না। ধাওয়া করতে হবে ক্রসের ট্রাক বহরকে, এরই ভিতর অনেক এগিয়ে গেছে ওগুলো। এখন ওদের একটা গাড়ি দরকার

পার্কের কিনারায় চলে এসেছে ওরা। আর তখনই দেখতে পেল লাল রঙের এক ইউগো। স্কয়্যারের পাশেই রাখা।

শখের গাড়ি চুরি হচ্ছে দেখলে হায়-হায় করে উঠত কিপটে মালিক।

'ওটা রেকিউযিশন করবে?' জানতে চাইল জো।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল রানা। 'এসো।'

সোনার বার দিয়ে বাড়ি মেরে ড্রাইভারের জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল জো। খুলে ফেলল সামনের দরজা, পিছলে বসে পড়ল সিটে। খুলে দিল প্যাসেঞ্জার ডোর। চট্ করে সিটে বসল রানা। ততক্ষণে পকেটে রাখা ইলেকট্রিশিয়ানের স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ফেলেছে জো।

'ইঞ্জিন চালু করতে পারবে, না আমি...

'আমি ইলেকট্রিশিয়ান, সময় লাগবে না,' ইগনিশনের ভিতর স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে দিয়েছে জো। চোখ টিপল রানার দিকে চেয়ে।

এক সেকেণ্ড পর মৃদু গর্‌র্‌র্ আওয়াজ তুলে চালু হয়ে গেল দুর্বল ইঞ্জিন। ফার্স্ট গিয়ার ফেলল জো, পরক্ষণে মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। বার কয়েক হোঁচট খেয়ে রওনা হয়ে গেছে ইউগো।

এবার খুঁজে বের করতে হবে ক্রসের ট্রাকগুলোকে।

ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অভ আমেরিকা থেকে সোনা সরিয়ে নিতে চাইবে ক্রস... ভাবছে রানা।

কিন্তু কাজটা করবে কীভাবে?

ওই পরিমাণ সোনা নিয়ে আকাশে উঠতে পারবে না সাধারণ বিমান।

কানাডা বা মেক্সিকান সীমান্ত বহু দূর।

সড়ক পথে ডাম্প ট্রাক গেলে চোখে পড়বে সবার।

কিন্তু কাছেই যদি অপেক্ষা করে কোনও জাহাজ?

সোনার পুরো ওজন নিতে পারবে ওটা, সব তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে আন্তর্জাতিক জলসীমায়।

এবং ক্রস যে ডেডলাইন দিয়েছে, ওই দুপুর তিনটের আগেই বহু দূরে সরে যেতে পারবে জাহাজ।

তাতে আমার কী, ভাবল রানা। পরক্ষণে বুঝল, ওর অনেক কিছু যায় আসে।

ওর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল ক্রস। খেলিয়েছে ওকে নাকে দড়ি দিয়ে। এবং শেষে মেরে ফেলতে চেয়েছে।

নকল মার্শালদের চাল বুঝতে না পারলে এতক্ষণে ওর লাশ ঠাণ্ডা হতে শুরু করত।

ভালভাবে ভাবতে শুরু করেছে রানা।

ডাম্প ট্রাকগুলো হাডসন নদীর নিউ জার্সি বন্দরে যাচ্ছে না। অন্য কোনও দিকে চলেছে।

তা হলে?

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

এরা সম্ভবত যাচ্ছে পুরনো ব্রুকলিন নেভি ইয়ার্ডে।

একই কথা ভাবছে জো। ব্রুকলিন সেতুর র‍্যাম্পে উঠেছে। উপর থেকে চোখে পড়ছে অসংখ্য গাড়ি, মোটরসাইকেল ও ভ্যান। সব মিছিলের মত গিয়ে ঢুকছে ব্রুকলিনে।

'সেতুর উপর ওদের কেউ নেই,' বলল রানা।

'রানা!' খপ্ করে বন্ধুর কনুই ধরল জো, দেখিয়ে দিল বামের ফেডারাল ড্রাইভ।

উত্তর দিকে চলেছে এক সারিতে বেশ কয়েকটা ডাম্প ট্রাক। পিছনেরটা কমপক্ষে দুই মাইল দূরে।

'রওনা হয়ে যাও!' চাপা স্বরে বলল রানা।

ফেডারাল ড্রাইভে সরে এল জো, গতি তুলতে চাইছে ঝড়ের।

কোমর থেকে সেলুলার ফোন নিল রানা, অবাক হয়ে চেয়ে

রইল ওটার দিকে। প্লাস্টিকের আবর্জনা হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন জনসনের মোবাইল ফোন।

'দূর!'

'কী হলো?'

'ফোনে গুলি করেছি,' বিরক্ত হয়ে বলল রানা। ওটা ব্যাক সিটে ফেলে চেয়ে রইল উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে। মনে মনে বলছে, আরও জোরে ছোটো, জো!

ড্রাইভারের সিটে নিজে থাকলেই ঢের খুশি হতো ও। যথেষ্ট গতি তুলেছে জো, তারপরও।

বারবার বামের লেন থেকে বেরিয়ে আসছে জো, মন্থরগতি গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে সামনে বাড়ছে।

ট্রাকগুলোর সঙ্গে কমে আসছে দূরত্ব।

এখন মাত্র আধ মাইল দূরে।

গম্ভীর চেহারায় বসে আছে রানা। চোখে ভাসছে তরুণ করবিন বেকারের লাশ।

বেচারা পড়ে আছে সাবওয়ের ভিতর। বুকে রক্তাক্ত গর্ত।

'ঠিক আছে, এবার বলো চুয়াল্লিশের মধ্যে বাইশ কী?' জানতে চাইল জো।

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না।'

'ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামের সঙ্গে জড়িত কিছু?'

'তাও জানি না। তবে এটা জানি মর্ডাক বা ক্রস নামের পিশাচটাকে ম্যানহাটান থেকে বেরুতে দেব না।' এইমাত্র ওদের দুর্বল গাড়ি পাশ কাটিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেছে এক সুন্দরী মেয়ে টয়োটা প্রিমেয়ো চালিয়ে।

'জিসাস ক্রাইস্ট!' জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিল জো। গায়ের জোরে চেঁচাল, 'নিজেকে কী মনে করো? মিশেল ওবামা?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ও, তারপর হঠাৎ করেই বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক!'

'ঠিক কী?'

'মিশেল ওবামা! চুয়াল্লিশ তম প্রেসিডেন্ট তার স্বামী!'

'তাতে কী?'

চোখ পাকিয়ে ফেলল জো।

রানা ঠাট্টা করছে নাকি?

এখন পর্যন্ত মর্ডাকের সব ধাঁধা সমাধান করেছে তো ও-ই!

'তা হলে বলো বাইশতম প্রেসিডেন্ট কে?'

'জানি না।'

'জানো না?'

'না, জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তুমি জানো?'

'না।' প্রসঙ্গ পাল্টে নিল জো, 'কোন্ কচ্ছুর ইঞ্জিন এটা বাপু?'

'এই গাড়ির নাম ইউগো। তেল খরচ কম হয়। তবে চাইলেও গতি তুলতে পারে না।'

'এর পরেরবার ভাল কোনও গাড়ি চুরি করবে!' হুমকির সুরে বলল জো।

পাশের জানালা দিয়ে চেয়ে রইল রানা।

জো ঠিকই বলেছে!

ঠিক তখনই প্রায় ভাসতে ভাসতে পাশে চলে এল নতুন মডেলের এক মার্সিডিজ। চকচকে চুল নিয়ে উড়ে চলেছে লোকটা। মনে হলো কোনও যুবক উকিল, পয়সার অভাব নেই। সেলুলার ফোনে কথা বলছে স্টাইল করে। কী বলছে, কে জানে!

সেদিকে খেয়াল নেই রানার, জো-র স্টিয়ারিং হুইলে হ্যাঁচকা টান দিল ও।

ধুপ্ করে ইউগো গিয়ে গুঁতো দিল মার্সিডিজের ফেণ্ডারে।

'কী করছ!' চমকে গেছে জো।

'ফোন জোগাড় করছি,' বলল রানা।

একটু দূরে গিয়ে লেনের পাশে গাড়ি থামাল উকিল।

থেমে গেল জো-ও।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। ওর দিকে প্রায় তেড়ে এল চকচকে চুলের লোকটা।

আর তখনই বুক পকেট থেকে ডিটেকটিভের শিল্ড বের করল রানা।

তেলতেলে লোকটার জন্য দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছিল।

তিন মিনিট পর প্রচণ্ড রাগ চেপে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল তেলু। রাবার পুড়িয়ে কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল তার দামি মার্সিডিজ। ফেডারাল ড্রাইভ ধরে ছুটতে শুরু করেছে বিদ্যুদ্গতি গাড়ি, ড্রাইভিং সিটে রানা।

ওর কারিশমা দেখে হতবাক হয়ে গেছে জো। এক সেকেণ্ড পর মুখ ফিরিয়ে গলা ছাড়ল, 'হেই মিস্টার! বলতে পারেন কে আমেরিকার বাইশতম প্রেসিডেন্ট?'

'মর হারামজাদা!' পাল্টা চেঁচাল উকিল।

'ভদ্রতা শেখেনি শালা,' মন্তব্য করল জো। সাইডভিউ মিররে দেখল, ইউগোর হুডে ঘুষি বসাতে শুরু করেছে লোকটা।

'রাগ কমবে পিছনের সিটে চোখ পড়লেই,' বলল রানা। ব্যস্ত হয়ে গেল ৯১১ ডায়াল করতে।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ অন্তরের ভিতর ভয়ঙ্কর এক চিন্তা ঢুকল জো-র। হাউ-মাউ করে উঠল ও, 'মরুক শুয়োরটা! ওটা আমার সোনার বার!'

'যা সহজে আসে, সহজেই হারিয়ে যায়,' আপ্তবাক্য আওড়াল রানা।

আরও তিনবার ফোনের রিং হওয়ার পর ভেসে এল: 'অ্যাট দিস মোমেন্ট, দ্য ইমার্জেন্সি সুইচবোর্ড ইয বিযি...' কিন্তু এক সেকেণ্ড পর মানুষের সাড়া মিলল। 'পুলিশ ডিসপ্যাচ। ইয়েস?'

'আমি মাসুদ রানা। ক্যাপ্টেন জনসনকে লাইনে দিন।'

এখান থেকে মেরামত চলছে রাস্তা। গাড়ির নীচে খড়মড় আওয়াজ শুরু হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে এল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ: 'হ্যালো, মিস্টার রানা? আপনি কোথায়?'

'ক্যাপ্টেন জনসন,' গলা উঁচু করল রানা, 'বিষয়টা প্রতিশোধের নয়! ডাকাতি!'

'অ্যাঁ?'

'ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ খালি করে দিয়েছে,' বলল রানা। 'এখন উত্তর দিকে চলেছে ওই চোদ্দটা ডাম্প ট্রাক।'

'মিস্টার রানা, আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'ভুল হচ্ছে না। উত্তরদিকে চলেছে ওরা। ফেডারাল রোডওয়ে ধরে। সেভেনটিথ্ স্ট্রিট। ব্রিজগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা নিন। একটা কপ্টার পাঠিয়ে দিন আগেই।'

'উপায় নেই!' যেন হাহাকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন। 'কোনও হট-ডগের দোকানও বন্ধ করতে পারব না! পুরো নিউ ইয়র্কে ছড়িয়ে আছি আমরা! ...আর ওই বোমা?'

'আগে খুঁজে বের করুন বাইশতম প্রেসিডেন্ট কে। বোমার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।' মসৃণ রাস্তা পাওয়া গেল, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড না যেতেই আবারও কনস্ট্রাকশনের পাল্লায় পড়ল। 'মিস্টার জনসন!' গলা উঁচু করল রানা। 'মিস্টার জনসন? দূর!'

রানা ফোন রেখে দিল সিটে। রিসেপশন হারিয়ে গেছে।

আবারও যোগাযোগ করতে হলে সময় লাগবে।

এগারো

সেন্ট্রাল পার্ক রিযারভয়েরে ক্রস ও মার্গোর জন্য অপেক্ষা করছে নার্ভাস ক্যাটরিনা ক্রেইগ। পরনে রানিং শু, শর্টস্ ও টি-শার্ট সহজেই অন্য মহিলাদের ভিতর হারিয়ে যেতে পারবে। দেড় মাইল বৃত্তাকার রিযারভয়েরে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে অনেকে আসে। চতুর্থ কাঁচামাটির রাস্তা ধরে জগ করছে ক্যাটরিনা, চোখ রেখেছে কখন আসে ট্রাক। প্রথম ট্রাক এসে থামতেই ঢালু পাড় বেয়ে উঠে ছুটে গেল ও, ড্রাইভারের দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্গোর বুকে।

ক্যাবে ক্যাটরিনাকে তুলে নিল মার্গো, একবার চুমু দিয়ে পাশে বসিয়ে নিল। হাতে এখন জরুরি কাজ।

'আমাদের লোক স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেছে?' বলল মার্গো। 'অপেক্ষা করব, না রওনা হব?'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখে নিল ক্রস, ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্কের এক গার্ডের সেলুলার ফোন ব্যবহার করছে। 'এতক্ষণে উইলিদের সরে পড়ার কথা।'

পুরো পনেরোবার কল করল ক্রস, একবারও সাড়া এল না। জবাব দিচ্ছে না উইলিরা। কোথাও মস্ত কোনও গোলমাল হয়েছে। তা হলে কি এমন হতে পারে ওর দলের লোকদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেছে মাসুদ রানা?

ভুরু কুঁচকে গেল ক্রসের। চাইল মার্গোর দিকে। 'ওদেরকে ওখানেই থাকতে বলো। হতে পারে মাসুদ রানা এখনও বেঁচে আছে।'

অভিযোগের দৃষ্টিতে ক্রসের দিকে চাইল মার্গো। যে-কেউ বুঝবে কী ভাবছে।

'অত ভাবছ কেন?' বলল ক্রস। 'যদি বেঁচেও থাকে, কাউকে কিছু বলতে পারবে না।'

ফোনে নতুন করে ডায়াল করছে সে। খেলা তা হলে আরও জমে উঠছে!

'বি-রক, দ্য লাইট।'

ডিস্ক জকি'র কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পেল ক্রস। রেগে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত স্বর শুনে। তবে নিজেকে সামলে নিল।

'তুমি এয়ারে আছ, কী বলতে চাও?'

রেডিয়ো ডিজের বিরক্তি বুঝতে পারছে ক্রস। লোকটা বাধ্য হয়ে সাউণ্ড বুথে বসে আছে। ডেস্কের উপর তুলে দিয়েছে দুই পা। অপেক্ষা করছে কখন তার শিফট শেষ হবে। এক সেকেণ্ডে স্থির করে ফেলল ক্রস, কোন্ উচ্চারণে কথা বলবে। ব্রুকলিনের সুরে শুরু করল, নাকি নাকি কণ্ঠ। জড়ানো। পূর্বপুরুষ ছিল আইরিশ। 'আমি ফোন করেছি শুধু বলতে, তুমি সত্যিই খুব ভাল শো চালাচ্ছ। আমি সবসময় তোমার প্রোগ্রাম শুনি। আর...'

ডিজে বাধা দিল, 'ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করি। আপনি বরং বলুন কী বলতে চান।'

বদমাশ, সামান্যতম ভদ্রতা শেখেনি, মনে মনে বলল ক্রস। মুখে বলল, 'বেশ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে পুলিশের গাড়িগুলো? আপনি কি বলতে পারেন এরা কী করছে?' সাসপেন্স তৈরি করবার জন্য এক মুহূর্ত চুপ থাকল

ক্রস, শুনতে পেল ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ডিজে। লোকটা বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে ও মশকরা করছে।

'বিশেষ এক স্কুলে বোমা আছে। আমার চাচাত ভাই পুলিশ। কে যেন ওই স্কুলে শক্তিশালী টাইম বম রেখেছে। কিন্তু পুলিশ জানে না ঠিক কোথায় আছে ওটা। আর তাই সব স্কুল সার্চ করছে এখন। মেট্রোপলিটান এরিয়ার সমস্ত স্কুল খুঁজছে ওরা।'

কথাগুলো শুনবার পর মাথা গরম হয়ে গেল ডিজের। 'হোলি শিট!' কাতরে উঠল সে।

আর তার রেডিয়ো প্রোগ্রাম যারা শুনছিল, তাদের কয়েকজনের হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে গেল। দেরি না করে মোবাইল ফোনে ডায়াল করতে শুরু করল তারা।

ইমার্জেন্সি পুলিশ ডিসপ্যাচ রুমে একটু আগে নতুন এক প্যাকেট সিগারেট খুলেছে রিনা জর্ডান, এবং এরই ভিতর তিনটে শলা পুড়ে ছাই। এখন রাগ নিয়ে সুইচবোর্ডের দিকে চেয়ে আছে ও।

সবাই যেন পাগল হয়ে গেছে!

'যিউস!' তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল রিনা, 'শহরের সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ৯১১-এর ওপর!'

'আমাদের কিচ্ছু করার নেই!' মাথা নাড়ল ম্যাটেনকোর্ট।

'ওরা উধাও হয়েছে,' বলল জো।

একহাতে স্টিয়ারিং হুইল, পাশের জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে রানা। দূরের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ফিফটি-নাইন্থ স্ট্রিটে এক সেতুর কাছে হারিয়ে ফেলেছে ডাম্প ট্রাকগুলোকে।

ঠিকই বলেছে জো।

সত্যিই যেন জাদুকরের ইন্দ্রজালে দেখতে না দেখতে গায়েব হয়ে গেছে ওগুলো ফেডারাল রোডওয়ে থেকে।

সিট থেকে মোবাইল ফোন নিল রানা, ডায়াল করল ৯১১-এ।

অদ্ভুত আওয়াজ পেল।

বিযি সিগনাল।

কপাল মন্দ, ক্যাপ্টেন জনসনকে সতর্ক করতে পারবে না ও। বোধহয় সেভেন্টি-নাইন্থ স্ট্রিটে বেরিয়ে গেছে ট্রাকগুলো। এখন চলেছে ব্রঙ্কস্ লক্ষ্য করে।

'আরে আরে, ওই যে একটা!' চেঁচিয়ে উঠল জো।

দ্রুত ছুটবার ফাঁকে উঁচু রাস্তার উপর থেকে দূরে চাইল রানা।

সত্যিই একাকী এক ডাম্প ট্রাক চলেছে পশ্চিমে।

'এ গাড়িতে এয়ার ব্যাগ থাকার কথা,' জো-কে বলল ও।

'তোমার দিকেরটা আছে। আমারটা আছে কি না জানি না। ...কেন?'

'শক্ত করে কিছু ধরো!'

'কী করতে চাও!'

রানার জবাব হলো নাটকীয়। মাত্র একবার সতর্ক করল, গতি তুলতে শুরু করেছে আরও, পরক্ষণে গুঁতো দিল রাস্তার পাশের গার্ডরেলে।

রেলিং ভেঙে উড়াল দিল নীচের রাস্তার দিকে। ওদের মুখের উপর বিস্ফোরিত হলো এয়ার-ব্যাগদুটো। একেকটা যেন বিশাল হিলিয়াম বেলুন।

দু'হাতে হুইল ধরে রেখেছে রানা, ফোলা ব্যাগের উপর দিয়ে দেখতে চাইল সামনে। উড়ে চলেছে ওরা, তারপর ধুপ করে

পড়ল দশফুট নীচের রাস্তায়। তাতে গতি কমল না, সাঁই-সাঁই করে চলেছে নতুন রাস্তা ধরে।

হাড়ভাঙা বেদম ঝাঁকিতে চমকে গেছে ওরা। সাসপেনশনের উপর ভীষণ দুলছে গাড়ি। কোমর থেকে শুরু করে মেরুদণ্ডের ডগা যেন ভেঙে গেছে, কনকনে ব্যথায় বেগুনি হয়ে গেছে ওরা।

সত্যি সত্যি মেরুদণ্ড ভাঙলে হুইল-চেয়ারে বসে বাকি জীবন পার করতে হতো।

স্টিয়ারিং হুইল সোজা রেখেছে রানা। টিপে দেখে নিল আস্ত আছে কি না হাত-পা।

একই কাজ করছে জো।

জো মনে মনে ভাবল: যখন পারব, মার্সিডিজ কিনব। অন্য কোনও গাড়ি এত জোরে উপর থেকে ছিটকে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মরতাম!

এয়ারব্যাগ চুপসে আসতে শুরু করেছে। জো-র দিকে চেয়ে হেসে ফেলল রানা। ঠিক সাদাভূতের মত লাগছে ওকে দেখতে! সারামুখ ভরা সাদা পাউডার, যেন ময়দা মেখেছে। ওই বেকিং সোডা-বেযড পাউডার আগুন নিরোধক।

'তুমি শালাও ভূতের মতই দেখাচ্ছ,' দাঁতে দাঁত চিপে বলল জো। এখনও ভয় কমেনি।

হয়তো সত্যিই আমি কোনও ভূত, ভাবল রানা। ক্রসের ভাইয়ের কবর থেকে উঠে এসেছি! চোখে-মুখের সাদা পাউডার সরাতে শুরু করেছে। 'তোমার কষ্ট ছিল সাদামানুষ হওনি, এখন কে বলবে তুমি কালো!'

'ইয়াক্, সাদা ভূত হতে চায় কোন্ শালা?' বমি করবার ভঙ্গি করল জো। খুশি যে বেঁচে আছে। রানাও সুস্থ। বোধহয় চোখ রাখছেন স্বয়ং ঈশ্বর! নইলে বহু আগেই মরবার কথা ওদের!

বামে ডেবে গেছে মার্সিডিজ, উইণ্ডশিল্ডের মাঝে চওড়া ফাটল। তবে এখনও আস্ত আছে গাড়ি, গতি তুলছে তুমুল।

চার ব্লক দূরে ডাম্প ট্রাক। তবে স্পিড লিমিট মেনেই চলেছে ড্রাইভার। ইস্ট এইট-সিক্সথ্ স্ট্রিট বেছে নিয়েছে। দেখে মনে হলো হাতে অনেক সময়।

চওড়া ক্রস-স্ট্রিট ব্যবহার করছে রানা। প্রতিটা বাঁকে মন্থর গতি বাসগুলোকে পাশ কাটাতে শুরু করেছে। সামনে-পিছনে গাড়ির মিছিল। সিগনাল পড়লে মুরগির মত টুকটুক করে একটু একটু করে সামনে বাড়ছে। আঁচ করল রানা, ওই লোক চলেছে এইটি-ফিফথ্ স্ট্রিট ধরে পার্কের দিকে।

হ্যাঁ, তাই!

বামে সিগনাল পড়েছে। ট্রাকের গতি কমিয়ে আনল ড্রাইভার। সামনেই ফিফথ্ অ্যাভিন্যু।

ম্যাডিসন অ্যাভিন্যুর রাস্তা জুড়ে পেরুতে শুরু করেছে হাই-স্কুলের ছেলেরা। হাতের বাস্কেট বল ড্রিবল করছে, যেন রাস্তার মালিকানা ওদেরই। একটু পর চলে গেল ইণ্টারসেকশনের আরেক দিকে।

ফিফথ স্ট্রিটের কাছে পৌঁছে গেছে ট্রাক, এমন সময় ওটাকে পাশ কাটাল রানা, ডানদিক থেকে সামনে বেড়ে কড়া ব্রেক কষে আড়াআড়ি ভাবে থেমে গেল পথ জুড়ে।

লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল রানা, হাতে উদ্যত পিস্তল। এক ছুটে পৌঁছে গেল ট্রাকের পাশে, লাফ দিয়ে উঠল ফুটবোর্ডে।

'খবরদার! হাত তোলো মাথার উপর!'

হতবাক হয়ে গেল রানা, সামনের সিটে কেউ নেই। ক্রস চাইলেও এভাবে দূর থেকে চালাতে পারবে না ট্রাক! সিটের

উপর পিস্তল তাক করেছে রানা, ঝট্ করে খুলে ফেলল দরজা।

হ্যাঁ, ড্রাইভার আছে বটে!

মেঝের উপর বসে আছে, মাথার উপর দুই হাত। ভীষণ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কড়া চোখে ওকে দেখল রানা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, এ লোক যদি টেরোরিস্ট হয়, মস্ত ভুল করেছে ক্রস লোক বাছাই করতে।

'আমাকে খুন করবেন না, স্যর!' কাতর স্বরে বলল ড্রাইভার।

'বেরিয়ে এসো!'

মাঝবয়সী টেকো লোকটা নেমে আসতেই তাকে সার্চ করল রানা। অস্ত্র কেন, সঙ্গে একটা আলপিনও নেই। এবার সার্চ করতে গেল ট্রাকের পিছনে। দুমড়ে যাওয়া পরিত্যক্ত এক প্লাস্টিকের কফি কাপ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না!

নিজের উপর রেগে গেল রানা।

জো আর ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে উপরের রাস্তা থেকে, তারপর দশমিনিট ধরে পিছু নিয়েছে এই ডাম্প ট্রাকের!

হোলস্টারে রেখে দিল ওয়ালথার, পুলিশের শিল্ড দেখাল রানা। 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'অ্যাকুয়েডাক্টের দিকে,' বলল ড্রাইভার। ধীরে ধীরে মাথার উপর থেকে নামাল দুই হাত। প্রথমবারের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'অ্যাকুয়েডাক্ট?'

সেন্ট্রাল পার্কের দিকে দেখিয়ে দিল ড্রাইভার। 'বহু বছর আগেই চালু হয়েছে অ্যাকুয়েডাক্ট, কিন্তু নতুন করে কাজ চলছে ওখানে।'

'আমাকে নিয়ে চলুন,' বলল রানা।

আবারও ট্রাকে উঠল ড্রাইভার, রানিং বোর্ডে দাঁড়িয়ে রইল রানা। একটু যেতেই ট্রাক পৌঁছে গেল রিযারভয়েরের কাছে।

মার্সিডিজ নিয়ে পিছনে রয়েছে জো।

সার্ভিস রোড ধরে এগিয়ে চলেছে ট্রাক, একটু পর হাজির হলো মস্ত হাঁ করা এক গভীর গর্তের কাছে। রিযারভয়েরের পুবে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে উঁচু এক টিলা। ওটার পায়ের কাছে বিশাল পাইপ, ডায়ামিটারে কমপক্ষে তিরিশ ফুট। খনন কাজ চলছে রিযারভয়েরের নীচে। টিলার মাটি সরিয়ে নেয়ার জন্য সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছয়টি ডাম্প ট্রাক।

'এবার দেখলেন?' বলল ড্রাইভার। 'গেছে সেই ক্যাটস্কিলে।'

'কোথায়?'

'পানির টানেল, পুরো ষাট মাইল!'

মোবাইল ফোনে কথা বলছে এক লোক, মাথার উপর কর্মীদের হলদে হ্যাট। একের পর এক নির্দেশ ঝাড়ছে। ওই লোক ফোরম্যান, আঁচ করল রানা। ট্রাক থেকে নেমে চলে গেল তার সামনে। পাশে জো।

'এদিকে বাড়তি কয়েকটা ডাম্প ট্রাক দেখেছেন?' জানতে চাইল রানা।

ক্লেদাক্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল ফোরম্যান, থুতু ফেলল পায়ের কাছে। 'ওদেরকে শাস্তি পেতে হবে,' রাগ নিয়ে বলল। 'ওঅর্ক অর্ডার মানছে না! বেতন আটকে গেলে তখন...'

'কার কথা বলছেন?' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'একডজন গাধার কথা!' মস্ত পাইপ দেখিয়ে দিল লোকটা। 'ওদিকে কাজ নেই, মাটি তুলতে হবে এখানে!'

ওদিক দিয়ে গেছে ক্রস। তার মানে এখন র‍্যাম্প বন্ধ করে তাকে ঠেকানো যাবে না। হেলিকপ্টার নিয়ে টহল দিয়েও লাভ হবে না। ফোরম্যানকে পুলিশের শিল্ড দেখাল রানা। তার কাছ থেকে চেয়ে নিল মোবাইল ফোন, ডায়াল করল ৯১১।

বিযি টোন।

'আপনার সঙ্গে ম্যাপ আছে?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল ফোরম্যান। নিউ ইয়র্কের বেশির ভাগ খাবার-পানি আসে সেন্ট্রাল পার্ক রিযারভয়ের থেকে। এই পানি জমে বৃষ্টি ও তুষার ছাওয়া ক্যাটস্কিল পর্বতের ঝর্না থেকে। রিযারভয়েরের সঙ্গে মাটির নীচ দিয়ে যুক্ত অসংখ্য মোটা পাইপ।

পাশের টেবিলে পাইপ সিস্টেমের মানচিত্র।

'স' মিলের নীচ দিয়ে গেছে, তারপর পৌঁচেছে কফারড্যামে,' রানার তাড়া খেয়ে ম্যাপের উপর আঙুল রাখল ফোরম্যান। 'এদিক দিয়ে। তারপর রিযারভয়েরের কাছে পৌঁছে গেছে পানির স্রোত। কিন্তু এখানে এসে পানি জমা করছে কফারড্যাম... এখানে।'

'এই পথে গেলে বেরুবার উপায় আছে?'

'প্রতি দুই মাইলে একটা করে ভেন্ট শাফট আছে।'

'ট্রাক নিয়ে বেরুনো যাবে?'

'যাবে।'

মোবাইল ফোন কানের কাছে ধরে রেখেছে রানা।

৯১১ লাইন এখনও বিযি।

বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা।

ক্যাপ্টেন জনসনকে সতর্ক করতে পারলে ভাল হতো।

কিন্তু কখন খালি লাইন মিলবে, কে জানে!

'আপনি ট্রাক নিয়ে কফারড্যাম দিয়েও বেরুতে পারবেন,'

বলল ফোরম্যান। 'আবারও উঠতে পারবেন সমতলে। অনুসরণ করতে হবে স' মিল পার্কওয়ে। জায়গাটা ধরুন বিশ মাইল দূরে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। চট্ করে চাইল জো-র দিকে। ম্যাপের একসিট ডোর দেখিয়ে দিল। 'ওখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জো।' ফোরম্যানকে বলল, 'আমি ওদের পিছু নেব।'

'একমিনিট!' বলল জো, 'আমি কী করব, কী যেন বললে?'

'প্রথমে যাবে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে, তারপর কফারড্যামে,' ট্রাকের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা।

পিছন থেকে চেয়ে রইল জো।

ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম?

ওখানে গিয়ে করবেটা কী ও?

ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল রানার ট্রাক।

'বদ্ধ-উন্মাদটা এবার কোথায় চলল!' আনমনে বলল জো।

মনের ভিতর টের পেল, কখন যেন মানুষটাকে পছন্দ করে ফেলেছে। সত্যি, সিংহের মত সাহস লোকটার!

বারো

সিটে আয়েস করে বসেছে রানা, চুপ করে দেখছে ট্রাক চালকের ড্রাইভিং। বেশ কিছুক্ষণ হলো ওরা বিশাল পাইপ পাশ কাটিয়ে

নেমে পড়েছে অ্যাকুয়েডাক্টে।

'আপনার নাম কী?' আলাপের ভঙ্গিতে বলল রানা।

'টম ম্যাককেবে,' বলল ড্রাইভার।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল রানা। 'আপনারা মস্ত পানির পাইপ আর টানেল নিয়ে কাজ করছেন।'

উৎসাহ নিয়ে মাথা দোলাল ম্যাককেবে। 'ডায়ামিটারে বত্রিশ ফুট। এ কাজ যখন শুরু হয়, ছেচল্লিশ মিলিয়ন কিউবিক ফিট পাথর সরাতে হয়েছে। তার মানে বোঝেন? হুভার ড্যামের দশগুণ পাথর সরাতে হয়েছিল। একটু পরেই দেখবেন পাতালে নেমে গেছি। তখন মাথার উপর থাকবে পাঁচ শ' ষোলো ফুট পাথর। এটা তিন নম্বর টানেলের তিন নম্বর পাইপের অংশ। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে পরিকল্পনা করা হয়। তবে কনস্ট্রাকশন শুরু হয় সত্তর দশকে। জানেন, তিন নম্বর টানেলের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা কী?'

বোঝা গেল, বাচাল লোক ড্রাইভার, কিন্তু তাকে দমিয়ে দিল না রানা। চেয়ে আছে গোল টানেলের ভিতর দিয়ে দূরের অন্ধকারে। বলল, 'জানি না তো, মিস্টার ম্যাককেবে। সেটা কী?'

'ভাল্‌ভ্। প্রতিটা হাউসিঙের ভিতর আছে একটা করে। যাতে সহজে ওখানে যাওয়া যায়। তার মানেই, টানেল ওয়ান বা টু-র চেয়ে অনেক বিশদ ডিজাইন করা হয়েছে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

ওর মন পড়ে আছে ক্রস ও সোনার উপর।

কিছুক্ষণ পর শেষ হয়ে গেল উত্তর ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির স' মিল এলাকা। মনে মনে বলল রানা, কোথায় যাচ্ছে ক্রস?

টানেলের ভিতর দিয়ে চেয়ে রইল ও দূরে।

নিজেকে ক্রসের জায়গায় ভাবতে চাইল।

শহরের উপরের অংশে ছোট ছোট সব বসতি। ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডেইরি ফার্মগুলো। এলাকায় সবাই সবাইকে চেনে। কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারবে না কেউ। বাইরের যে-কাউকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। ওখানে ঘাঁটি গাঁড়বে না ক্রস।

তা হলে যাচ্ছে কোথায় লোকটা?

টানেলে বাঁক ঘুরে এগোলো ট্রাক।

সামনে থেমে যাওয়া এক ট্রাকের লাল টেইল লাইট জ্বলছে।

চট্ করে বাস্তবে ফিরল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'ম্যাককেবে, এখানেই রাখুন।'

বোধহয় কপাল খুলতে শুরু করেছে, ভাবছে রানা। তবে ভুলও হতে পারে। হয়তো ম্যাককেবের কোনও সহকর্মী, ফিরছে রিযারভয়ের থেকে। যাই হোক, সার্চ করতে হবে ওই ট্রাক। আরেকবার বলল, 'আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।'

সিটের পাশ থেকে হলদে শক্ত হ্যাট তুলে নিল রানা, মাথার উপর চাপিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। মাত্র পঁচিশ সেকেণ্ডে নিঃশব্দে পৌঁছে গেল সামনের ট্রাকের পাশে।

ক্যাবের ভিতর দু'জন লোক।

'এই যে, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল তোমাদেরকে,' উৎসাহ নিয়ে বলল রানা। 'ফোরম্যান বলেছে...'

পিছনের ট্রাকের হেডলাইটে কী যেন ঝিলিক দিল ড্রাইভারের হাতে!

পিস্তল!

হাতেই ছিল ওয়ালথার, দেরি না করে ক্যাবের ভিতর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল রানা।

টাশ! টাশ!

টানেলের বদ্ধ পরিবেশে বিকট আওয়াজ তুলেছে বুলেট।

কানের পাশে গুলি খেয়ে হুইলের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছে ড্রাইভার। প্যাসেঞ্জার সিটের ওদিকের দরজায় হেলান দিয়েছে দ্বিতীয়জন। কপালে গুলি নিয়ে আর নড়ছে না।

ক্যাবের দরজা খুলতেই পেভমেন্টের উপর ধুপ্ করে পড়ল ড্রাইভারের লাশ। হাঁটু গেঁড়ে পাশে বসে পড়ল রানা, পকেট হাতড়ে দেখল। মনে মনে বলল, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।

তেমন কিছুই নেই।

ড্রাইভারের লাইসেন্স, টিমস্টারের কার্ড— দুটোই নকল।

এক প্যাকেট মার্লবোরো সিগারেট পাওয়া গেল।

স্বচ্ছ সেলোফেনের ভিতর এক নামকরা রেস্টুরেন্টের কার্ড। ডিসকাউন্ট দেবে ঘোষণা দিয়েছে।

একটা মার্লবোরো ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচ দিয়ে জ্বেলে নিল রানা।

বুক ভরে ধোঁয়া টেনে ভাবল: রেস্টুরেন্টের ডিসকাউন্ট কার্ড দিয়ে কী করত?

'হায় ঈশ্বর! হায় যিশু!' রানার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পিছনের ট্রাকের ড্রাইভার ম্যাককেবে, মুখে ভীষণ ভয়। 'এরা তো মরে গেছে!'

'সন্দেহ কী,' বুক ভরে ধোঁয়া নিল রানা। 'ম্যাককেবে, একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। জনসন নামের পুলিশ ক্যাপ্টেনকে ফোন করবেন। তাঁকে পেলেই জানাবেন আমি কোথায় গেছি।'

টেরোরিস্টের উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ড্রাইভার। আস্তে করে মাথা দোলাল। বুঝতে পেরেছে।

'তাঁকে বলবেন, উনি যেন খুঁজে বের করেন বাইশতম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন। স্কুলে যে বোমা খুঁজছেন, ব্যাপারটা তার সঙ্গে জড়িত।'

'প্রেসিডেন্ট স্টিফেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড, ডেমোক্রেটিক দলের,' বলল ড্রাইভার।

'আপনি শিওর স্টিফেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড বাইশতম প্রেসিডেন্ট?'

'জী। ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন টমাস এ. হেণ্ড্রিক্স।'

'আরও কিছু জানেন?' বিস্ময় লুকিয়ে রাখল রানা।

'বেশি কিছু না। তাঁর আগেরজন ছিলেন চেস্টার এ. আর্থার। ইন্টারেস্টিং মানুষ ছিলেন। আগে নিউ ইয়র্কে কাস্টম্‌স্ কালেক্টর ছিলেন।'

'জানতাম না,' উঠে দাঁড়াল রানা, চলে গেল ট্রাকের আরেক পাশে।

প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে টান দিয়ে ফেলে দিল দ্বিতীয় টেরোরিস্টের লাশ। উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে।

ঝুলছে ইগনিশনে চাবি, একবার ম্যাককেবের দিকে হাত নেড়ে ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেল ও।

জো মাইনার রীতিমত ঘৃণা করে আমেরিকান লিগ। খুবই ভাল হয়েছে, শেষ ক'টা নিঃশ্বাস ফেলছে ইয়াঙ্কি স্টেডিয়াম। আগের সেই জৌলুস নেই। চুপ করে পড়ে আছে ব্রঙ্কসের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আজকে কোনও খেলা চলছে না। এন্ট্র্যান্সে ল্যাণ্ডমার্ক বাদুড়ের আশপাশে কেউ নেই। ট্র্যানস্টিল টপকে গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল জো।

স্টেডিয়ামের ফাঁকা ময়দান খাঁ-খাঁ করছে।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

দুপুরের সূর্যে ভাজা ভাজা হচ্ছে চারপাশ।

টেরোরিস্টরা যদি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিছুই করতে পারবে না। অবশ্য কেউ থেকে থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। বেড়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে জো। মাথা নিচু করে রেখেছে। দরকার পড়লে ঝেড়ে দৌড় দেবে।

খুবই সতর্ক, কিন্তু সহজেই ওকে দেখে ফেলল মুনসন ও রোলফ। ওরা ক্রসের লেফটেন্যান্ট। লুকিয়ে আছে ছায়ার ভিতর। হাতে তৈরি পিস্তল ও ইনোকিউলেটার।

'কেলে-ভূতটা এসে হাজির,' নিচু স্বরে ক্রসের সিবি-তে জানাল মুনসন।

নিউ ইয়র্কের আরেক প্রান্তে ওয়েস্ট সাইড হাই স্কুলের বেসমেন্টে অস্থায়ী কমাণ্ড সেন্টার বসিয়েছেন ক্যাপ্টেন জনসন। রানার শেষ কথাগুলো শুনতে পাননি, আগের চেয়ে জোরে ফোনে বললেন, 'মিস্টার রানা? বাইশতম কী?'

স্ট্যাটিক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। হতাশ হয়ে ফোন রেখে দিলেন। এখন পর্যন্ত মিস্টার রানা যা বলেছেন, সেগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। ব্যাপারটা পাগলামি মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। পাগলামি হতেই পারে। ক্রস লোকটা তো বদ্ধ উন্মাদ!

'ট্রিবোলোতে রোমানের সঙ্গে যোগাযোগ করো,' ক্রিস্টি হলকে বললেন তিনি। 'ওকে বলবে ফিফটি-নাইন্থের উত্তরে র‍্যাম্পগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। খুঁজতে হবে একদল ডাম্প ট্রাক।'

'ডাম্প ট্রাক?'

'মিস্টার রানা জানিয়েছেন, ফেডারাল রোড ধরে সোনা নিয়ে চলেছে কয়েকটা ডাম্প ট্রাক।'

'স্যর, ফেডারাল রোডে ডাম্প ট্রাক তুলতে দেয় না কর্তৃপক্ষ,' আপত্তির সুরে বলল ক্রিস্টি।

জানেন না তা নয়, কিন্তু এবার ধমকে বললেন জনসন, 'তর্ক নয়, যা বলছি তাই করো!' মনে মনে ভাবলেন, যে-লোক এই তর্কবাগীশকে বিয়ে করেছে তার সব সুখ শেষ!

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, আমি বাড়তি কথা বলব না,' বলল ক্রিস্টি। 'কিন্তু কাজটা বোকামি হচ্ছে!'

সুন্দরী মহিলার দিকে চেয়ে রইলেন জনসন। নিশ্চিত হলেন রোমানের নাম্বারে ফোন করা হচ্ছে।

ভাবলেন, মহিলা কাকে বলে!

বিশ মিনিট পর আবারও কানের কাছে ক্রিস্টির গলা শুনলেন জনসন।

'একটা কথা...' জনসন কিছু বলবার আগেই বলল মহিলা, 'মাসুদ রানা এক ট্রাক ড্রাইভারের মাধ্যমে...'

'কী?' কান খাড়া হয়ে গেল জনসনের।

'জানিয়েছেন, বাইশতম প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই স্কুল-বোমার সম্পর্ক আছে।'

'অ্যাঁ?' চমকে উঠলেন ডিটেকটিভ চিফ। 'তাই বলেছে?'

'হ্যাঁ, আপনি কথা বলতে দিচ্ছেন কই?' বলেই ঝট্ করে ঘুরে রওনা হয়ে গেল ক্রিস্টি নিজের কাজে।

এখনও কনভয়ের সামনে ক্রসের ট্রাক। প্রায় পৌঁছে গেছে কফারড্যামের কাছে।

কংক্রিটের বাঁধের ওপাশে বিপুল পানি।

একবার পথ পেলে হুড়মুড় করে নামতে শুরু করবে টানেলের ভিতর।

কংক্রিটের মেঝেতে ইলেকট্রিকাল ট্রেঞ্চের উপর স্টিলের প্লেট রাখা। ওটা সেতুর কাজ করে। এখানে এসে অপেক্ষা করছে ক্রস, তাকে পাশ কাটিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে পেরিয়ে গেল ট্রাকগুলো।

এবার ইশারা করল ক্রস, তার ট্রাক পেরিয়ে যেতেই ট্রেঞ্চের ভিতর ফেলে দেয়া হলো স্টিল প্লেটের র‍্যাম্প।

ঢাল বেয়ে সমতলের দিকে উঠতে শুরু করেছে ক্রসের ট্রাক। রেডিয়োতে বলল ক্রস, 'একা? তুমি ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ, একা,' বলল মুনসন। নজর রেখেছে জো-র উপর। 'লোকটা ডাগআউট বেঞ্চ থেকে তুলে নিয়েছে তুবড়ে যাওয়া বলটা।'

বলের নীচে টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে কাগজ। ওখানে লেখা: আজকের মত খেলা শেষ!

জো-র চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। ভয় পেয়েছে।

'আমরা ওকে ধরে আনব?' জানতে চাইল মুনসন।

'না,' বলল ক্রস। ভুরু কুঁচকে ফেলেছে।

জো একা কেন?

বদমাশ মাসুদ রানা কোথায়?

'কালো লোকটার পিছু নিয়ে রানাকে খুঁজে বের করো, তারপর দু'জনকেই শেষ করে দেবে।'

বিরক্তি নিয়ে মাথা নাড়ল মুনসন, ক্রসের বক্তব্য জানিয়ে দিল রোলফকে।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে জো, টেরও পেল না ওর উপর নজর রেখেছে দুই আততায়ী।

চারপাশে চোখ বোলাল জো।

ক্রস লোকটা বলেছে খেলা শেষ।

তার মানে কী?

এরপর কী ঘটবে?

হঠাৎ করে হাজির হবে ক্রস?

আউটফিল্ড দেয়ালের ওদিক থেকে আসবে শক্তিশালী কোনও বোমা?

ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে। সরসর আওয়াজ তুলছে সবুজ ঘাস। মাথার উপর দিয়ে চলে গেল জেট বিমান। এ ছাড়া চারপাশ একদম থমথমে।

জো জানে না, অনেক দূরে ক্রসের কাছে জানতে চেয়েছে মার্গো: 'মাসুদ রানা কোথায়?' রেগে গেছে সে।

জবাব দিল না ক্রস, সিবি-র চ্যানেল বদলে নিল। 'এরিক, এবার চলে আসতে পারো।' আবারও রেডিয়োতে বলল, 'এরিক?' অধৈর্য হয়ে উঠছে।

'এরিক মারা গেছে,' ভেসে এল রানার গম্ভীর কণ্ঠ। 'তার বন্ধুও নেই।'

ভীষণ চমকে গেছে মার্গো, কড়া চোখে চাইল ক্রসের দিকে।

মাসুদ রানা ওদের দলের লোকগুলোকে শিকার করতে শুরু করেছে!

'আর ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্কে তোমাদের চার দোস্তও শেষ। ওরা আর আসছে না।'

রাগে লাল হয়ে গেল ক্রস। চোয়াল পিষতে শুরু করেছে। তবে কণ্ঠে কোনও উত্তেজনা থাকল না। পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন প্ল্যান তৈরি করবে দক্ষ যে-কেউ। প্রয়োজনে সে-ও তাই করবে।

'তুমি যে ট্রাকে আছ, ওটার ভিতর তেরো বিলিয়ন ডলারের সোনা। তাড়া নেই তোমার, রানা। আমরা কি নতুন কোনও চুক্তি করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারো,' বলল রানা।

খুশির দৃষ্টি ফেলল ক্রস মার্গোর উপর।

'মর্ডাক?' ডাকল রানা। 'কেমন হয় তুমি উবু হয়ে বসলে? আমি এই ট্রাক ঢুকিয়ে দেব তোমার পশ্চাদ্দেশ দিয়ে?'

'খুব নোংরা কথা বলেছ,' করমচার মত লাল হয়ে গেল ক্রসের দুই গাল।

'কী করব, এর চেয়ে খারাপ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।'

এবার প্রথমবারের মত রানা নিজেই সিবি রেডিয়ো বন্ধ করে দিল।

'আমি তোমাকে বারবার বলেছি ওই লোকের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না,' প্রায় ধমকে উঠল মার্গো।

টিপটিপে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে ক্রসের মাথার তালুর নীচে, তার মানে যে-কোনও সময়ে শুরু হবে মাইগ্রেন। ডাক্তারের দেয়া মাথা-ব্যথার ওষুধ শার্টের পকেট থেকে বের করল সে, চারটে পিল গিলে ফেলল। 'মূল্যবান উপদেশ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, মার্গো। খুবই কাজে এসেছে।'

অ্যাকুয়েডাক্টের মুখে পৌঁছে গেছে ট্রাক। এবার উঠে আসবে সমতলে। ট্রাক দাঁড় করিয়ে ফেলল মার্গো।

অন্য ট্রাকগুলো সামনে।

বাঁধের উপর পার্ক করা হয়েছে ধূসর এক গাড়ি। ওটার ভিতর থাকবে রেলি এবং তার দুই নকল পুলিশ। একটু আগে ওয়াল স্ট্রিট থেকে এসে হাজির হয়েছে।

সাবমেশিনগান হাতে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল মার্গো। 'ওই

লোকের সঙ্গে খেলতে গিয়ে বহু সময় নষ্ট করেছ, ক্রস। এতে মিশন ভণ্ডুলও হতে পারে। এটা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। এবার শেষ করতে হবে ওকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্রস, নিজেও নেমে এল ট্রাক থেকে। বাধ্য হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, খেলা শেষ করে দাও।'

মার্গো এবং ওর তিন নকল পুলিশের হাতে সাবমেশিনগান, অ্যাকুয়েডাক্ট থেকে র‍্যাম্প বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে।

একটু পর ধূসর গাড়ির পিছন সিটে পরিচিত জিনিসটা চোখে পড়ল ক্রসের। পিছন থেকে জোরালো কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মার্গো। ক্রমেই বিরক্তি বাড়ছে তার ক্রসের উপর। দরকার পড়লে শেষ করে দেবে এই লোকটাকেও।

হেসে ফেলল ক্রস, টম্পকিন্স স্কয়্যার পার্কে রানা ও জো যে ব্রিফকেস-বোমা পেয়েছিল, ওটা বাড়িয়ে দিল মার্গোর দিকে। 'কফারড্যামের দেয়াল উড়িয়ে দাও।'

অবাক হয়ে গেছে মার্গো। 'কেন?'

'কারণটা তুমি জানো।'

এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল মার্গোর সদাগম্ভীর মুখে।

সঙ্গীর হাত থেকে নিল ব্রিফকেস, তারপর ছুটতে লাগল কফারড্যামের দিকে।

মনে মনে রাগে গরগর করছে রানা। একবার হাতে পেলে খবর আছে ক্রসের। গলা টিপে ধরবে শয়তানটার, কয়েক ঘুষিতে ফেলে দেবে মুলোর মত দাঁতগুলো। রিযারভয়েরে ফোরম্যান যা বলেছে, বেশিক্ষণ লাগবে না কফারড্যামে পৌঁছে যেতে। সামনেই কোথাও থাকবে ইবলিশটা। সময় লাগবে না তাকে

পেয়ে যেতে। আর তারপরই...

এখনও মনের কোণে খচখচ করছে একটা কথা: কীভাবে এই দেশ থেকে সোনা সরাবে ক্রস?

পশ্চিমে গেলেই হাডসন নদী। কিন্তু গত কয়েক বছরে বড় কোনও জাহাজ ভেড়েনি। ওদিকে যাওয়ার কথা নয় ক্রসের। কানেকটিকাটের পুবে সরে এসেছে। তাতে সমস্যাও আছে তার।

আপাতত এসব নিয়ে ভাববে না, ঠিক করল রানা।

আগে মুঠোর ভিতর পেতে হবে শয়তানটাকে, তারপর...

কড়া ব্রেক কষল রানা। সামনে হাঁ করেছে গভীর ট্রেঞ্চ। আগে থেকে গতি তুললেও ওই ফাটল পেরুতে পারবে না ট্রাক। কিন্তু এদিক দিয়েই গেছে কনভয়ের অন্যগুলো। চওড়া ফাটলের উপর বোধহয় কোনও কাঠের বা স্টিলের প্ল্যাঙ্ক ছিল। এখন নেই।

ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা, দড়াম করে বন্ধ করল দরজা, তদন্ত করে দেখতে সামনে বাড়ল। দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ জোরালো হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর ঠিক তখনই টানেলের ভিতর ভেসে এল আরেকটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

যেন দূরে ফেটেছে কোনও বোমা।

দিনের পর দিন ঘুমের অভাবে কানে ভুল শুনছি, ভাবল রানা। খাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

যা ভেবেছে, ট্রেঞ্চের নীচে পড়ে আছে লোহার প্লেট।

আবারও তুলে আনা যায়?

কিন্তু কাত করে ফেলে গেছে।

বোধহয় দু'হাতে তুলতে পারবে না।

এক হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল রানা, প্লেটের পাশে কাঁধ রেখে

টেনে তুলতে চাইল।

একটু একটু নড়ছে প্লেট।

আরও মনোযোগ দিল রানা। কিন্তু ঠিক তখনই শুনতে পেল বজ্রপাতের চাপা আওয়াজ। এক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল, ও আছে মাটির অনেক নীচে। বজ্রপাতের আওয়াজ এখানে পৌঁছবার কথা নয়!

তা ছাড়া, টানেলের ভিতর ঢুকবার আগে দেখেছে ঝলমলে সূর্য।

আকাশে এক ফোঁটা মেঘও ছিল না।

সন্দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, আগে বুঝতে হবে কী ঘটছে!

ট্রেঞ্চে নেমে পড়ল, ওদিকের পাড় বেয়ে উঠে গেল। কয়েক পা বেড়ে আবারও থমকে দাঁড়াল।

সামনে থেকে আসছে কীসের যেন জোরালো আওয়াজ।

স্রোত বা ঢেউয়ের মত?

সাগরের চাপা গর্জন যেন!

কলকল করছে পানি?

আরও বাড়ছে আওয়াজ!

ওদিক থেকে কী যেন আসছে কালো রঙের!

ঝড়ের আগে যেভাবে কালো হয় আকাশ, সেরকম!

সুদীর্ঘ, ফাঁকা টানেলে চেয়ে রইল রানা।

যেন অনন্ত পর্যন্ত সিলিঙে টিমটিমে আলো...

কিন্তু সেসব বাতি একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে!

আসলে কী ঘটছে এসব!

কালো ওটা কী, জানে না রানা। কিন্তু বুঝল, এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

আবারও ট্রাকের দিকে রওনা হয়ে গেল, শেষবারের মত কাঁধের উপর দিয়ে চাইল পিছনে।

হঠাৎ মনে পড়ল নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা।

ক' মাস আগে তিশাকে নিয়ে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল। বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে পড়ছিল বিপুল পানি। তালা লেগে গিয়েছিল কানে।

আর এখন ঠিক একই রকম আওয়াজ শুনছে।

ভয়ঙ্কর গর্জন!

বোধহয় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে পানির প্রাচীর!

রানাকে জোরালো তাড়া দিচ্ছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়: ট্রেঞ্চের ওদিকে গিয়ে দৌড়ে ওঠো ট্রাকে! পালাও, রানা!

এবার আর দেরি করল না রানা, মনের নির্দেশ মানল।

দশ সেকেণ্ড লাগল ট্রেঞ্চ পেরিয়ে ওদিকে উঠতে। ট্রাকের ক্যাবে উঠবার সময় চট্ করে দেখে নিল সামনে।

এবার দূরে দেখা গেল আওয়াজের মালিককে।

তিরিশ ফুট উঁচু পানির গোল দেয়াল। টানেলের ভিতর কামানের গোলার মত আসছে গুড়গুড়-ছলছল আওয়াজ তুলে!

জীবনে প্রথমবারের মত এত দ্রুত গিয়ার ফেলল রানা, চরকির মত ঘুরিয়ে নিল ট্রাক, পরক্ষণে মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার।

দ্রুত বাড়ছে গতি। কয়েক সেকেণ্ড পর গতিবেগ উঠল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলে।

কিন্তু প্রকৃতির ভয়ঙ্কর শক্তির কাছে সামান্য ট্রাক কিছুই নয়।

গড়াতে গড়াতে আসছে বৃত্তাকার বিশাল দেয়াল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর ট্রাকের উপর আছড়ে পড়ল বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে।

যেন টর্নেডোর ভিতর পড়েছে ট্রাক।

ঝাঁকি খেয়ে ক্যাবের ছাতে মাথা ঠুকে গেল রানার।

পানির প্রচণ্ড সুনামি খপ্ করে ধরেছে ট্রাকটাকে, ঢেউয়ের মাথায় তুলে সার্ফবোর্ডের মত করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

এখন দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, জানে রানা।

হয় বেরুতে পারবে টানেল থেকে, নইলে পানিতে ডুবে মরবে।

আপাতত ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মত ভেসে চলেছে ট্রাক, গতি প্রচণ্ড। দুই সেকেণ্ডে জানালার পাশে পৌঁছে গেল রানা, ওখান দিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে বেরিয়ে উঠে পড়ল ট্রাকের ছাতে।

কমপক্ষে সত্তর মাইল বেগে ট্রাকটাকে নিয়ে চলেছে পানির তুমুল তোড়।

টানেলের ভিতর যেন পাগল হয়ে গেছে কোনও রেলগাড়ি, ভয়ঙ্কর জোরালো আওয়াজ তুলছে।

অন্ধকারে চেয়ে রইল রানা। দূরে দেখতে চাইছে। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে উঁকি দিল আশা।

টানেলের ভিতর নেমেছে বর্শার মত সোনালী রোদ।

ওখানে নিশ্চয়ই ভেন্টিলেশন গ্রেট!

ওদিক দিয়ে উঠতে পারবে কি না, জানে না রানা। কিন্তু বাঁচবার একমাত্র পথ ওটাই।

সিলিঙের বাতিগুলো কয়েক ফুট উপরে। ট্রাকের ছাতে সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, দৃঢ় রাখল দুই পা।

মাত্র তিন সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল ভেন্টিলেশন গ্রেটের সামনে। আর ঠিক তখনই দুই হাত বাড়িয়ে লাফ দিল ও বারগুলো ধরবার জন্য।

পায়ের নীচ দিয়ে সাঁৎ করে সরে গেল ট্রাক। এক সেকেণ্ড

পর খপ্ করে লোহার বার ধরল রানা। গ্রেটের হিঞ্জ পিছন দিকে খুলে গেল, পিঠ দিয়ে ধুপ্ করে টানেলের সিলিঙে বাড়ি খেল রানা।

ওর চারপাশে প্রচণ্ড ঘূর্ণি তৈরি করে ছুটছে ক্ষ্যাপা জলরাশি। সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ওকে।

রানার জানা ছিল না এখনও শরীরে যথেষ্ট শক্তি আছে, শক্ত করে বার ধরে রইল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর একটা একটা করে বার বেয়ে উঠতে লাগল।

উপরে আছে সূর্যের আলো।

মুক্তি!

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর সমতলের কাছে পৌঁছে গেল রানা। আর ঠিক তখনই পানির মস্ত এক কলাম ধাক্কা দিল ওকে। বার থেকে ছুটে গেল হাত। ভীষণ চমকে গেছে। এবার পানির নীচে তলিয়ে যাবে!

কিন্তু আরেকটা ঢেউ এল তখনই। খোলা শাফটের বাতাসে এক পাক ঘুরে গেল উড়ন্ত রানা, ছিটকে গিয়ে পড়ল টানেলের বাইরে। নিতম্ব পড়ল কাদা-মাটি ও একরাঁশ পানির ভিতর, সড়াৎ করে পিছলে গেল। পরের সেকেণ্ডে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে পাশেই থেমে গেছে এক মার্সিডিজ গাড়ি। ওটা খুবই চেনা।

'হায় যিশু!' মার্সিডিজের জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে জো। 'তুমি দেখছি সত্যিই ভেজা বেড়াল!'

'আমাকে পেলে কীভাবে?' বেসুরো কণ্ঠে বলল রানা।

'কোনও ব্যাপার?' বলল জো। চেয়ে আছে ভেণ্টিলেশন শাফটের দিকে। ওখান দিয়ে ছিটকে উঠছে পানির মোটা স্তম্ভ।

'তুমি না ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে গিয়েছিলে?'

'গেছি, আবার ফিরেও এসেছি। ওখানে একটা বেঞ্চির উপর এটা ছিল। কৌতুক করেছে।' তুবড়ে যাওয়া বল দেখাল জো।

ওটা নিল রানা, উল্টেপাল্টে দেখল। চোখ আটকে গেল ক্রসের মেসেজে। ওখানে লেখা: আজকের মত খেলা শেষ!

'না, খেলা শেষ নয়,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'ওখানে কিছু হওয়ার কথা ছিল।'

'হতে পারে, কিন্তু কেউ ছিল না ওখানে।'

'ছিল কেউ।'

'আরে, আমি বলছি কেউ ছিল না!' আপত্তি নিয়ে বলল জো। 'আমাদেরকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে!'

কথাগুলো মাত্র বলেছে, অমনি এক পশলা গুলি এসে বিঁধল কাদার ভিতর। আরেক দফা গুলি লাগল মার্সিডিজের পিছন ডালায়।

'ওরেহ্... গেছি!' ভীষণ চমকে উঠেছে জো।

এক সেকেণ্ড পর চড়ুই পাখির মত প্যাসেঞ্জার জানালা দিয়ে উড়ে ভিতরে ঢুকল রানা। হুড়মুড় করে পড়েছে সিটের সামনের সংকীর্ণ জায়গায়। সোজা হয়ে বসবার বদলে ওখান থেকেই বলল, 'স্টেডিয়ামেও ছিল না, তোমার পিছুও নেয়নি— ঠিক? ...ভাগো, জো! জলদি!'

ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ তুলছে ক্যাপ্টেন জনসনের গাড়ির সাইরেন, তুমুল ক্রিঁচক্রিঁচ আওয়াজ তুলে থেমে গেল চাকাগুলো স্টিফেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড এলিমেণ্টারি স্কুলের উঠানে। ছিটকে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন জনসন। ব্যারিকেড তৈরি করেছে ইউনিফর্ম্ড্ পুলিশ-সদস্যরা। বাধার ওপাশে উত্তেজিত একদল

অভিভাবক। জনসনের সঙ্গে রয়েছে টনি রুস্টার, অ্যাণ্ডি জার্ভিস ও তাঁর সেক্রেটারি।

'ক্রাইস্ট!' বিড়বিড় করলেন জনসন। হৈ-চৈ করছে রেগে যাওয়া অভিভাবকরা, সরিয়ে দিতে চাইছে ব্যারিকেড। 'আমি ভেবেছিলাম আমরা পিছন দিয়ে ভিতরে ঢুকব।'

'এটাই পিছন উঠান, ক্যাপ্টেন,' বলল ক্রিস্টি হল। কিছুক্ষণ আগে এসেছে। স্কুল-দালান থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যদেরকে প্রিন্সিপালের অফিসে নিয়ে যেতে। 'আগামী আধ ঘণ্টার ভিতর প্রতিটা স্কুলের সামনে রায়ট শুরু হবে!'

দালানে ঢুকতেই দেখা গেল ইউনিফর্মড্ পুলিশদের চারজনকে, তাদেরকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, 'উপর তলা থেকে শুরু করবে বিশজন। আর পঞ্চাশজনকে পাঠাবে বেসমেন্ট কাভার করতে।' সেক্রেটারি মেরি জোন্সের দিকে ফিরলেন। 'মিস্টার রানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে?'

মাথা নাড়ল মহিলা। 'সম্ভব হয়নি। রিযারভয়েরের ফোরম্যান অ্যাকুয়েডাক্ট থেকে নিজের লোক সরাতে ব্যস্ত। খুব খারাপ অবস্থা ওদিকে।'

'টেরোরিস্টরা আমাদের সবাইকে কোণঠাসা করতে চাইছে,' বলল বম স্পেশালিস্ট টনি রুস্টার। 'কিন্তু মিস্টার রানার কথা যদি ভুল হয়?'

প্রিন্সিপালের অফিসে ঢুকে পড়েছে ওরা, কয়েক সেকেণ্ড পর. ভিতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট মাইকেল গ্রিয়ার। তার সঙ্গে ধূসর চুলের এক মহিলা। বয়স হবে ষাট মত। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিল গ্রিয়ার, 'ইনি প্রিন্সিপাল মিসেস হার্নেন্দেজ ইনি ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন।'

হাত মেলালেন দু'জন।

মহিলার চোখে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দেখলেন জনসন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলাকে খুব দরকার এখন তাঁর। বাচ্চাদেরকে শান্ত রাখা জরুরি। সার্চ করতে হবে গোটা স্কুল-দালান। পরিস্থিতি খুবই খারাপ, এখন যদি ভেঙে পড়েন মহিলা, শুরু হবে মস্ত সমস্যা। অবশ্য একপলক তাঁকে দেখে ক্যাপ্টেন নিশ্চিত হলেন, তিনি শক্তই আছেন।

'মিসেস হার্নেন্দেজ,' বললেন জনসন, 'কয়েক মিনিট পর স্কুল দালানে ঢুকবে একদল পুলিশ। আমি চাইছি, বাচ্চারা যেন সবাই অডিটোরিয়ামে জড় হয়।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রিন্সিপাল। ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে গেলেন, জানিয়ে দেবেন টিচারদেরকে।

নিজের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করলেন জনসন, মিস্টার রানার কথা যেন ঠিক হয়। বাঙালি যুবকের কথা খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আগেও বেশ কয়েকবার বড় ঝামেলায় সাহায্য করেছে সে। কখনও ভুল হয়নি সামান্যতম তথ্যে। এবারও আগের মত তার ধারণা সঠিক না হলে বোধহয় মস্ত বিপদে পড়বেন। শেষে হয়তো অপমানিত হতে হবে, চাকরিটাও যাবে। রুস্টার ঠিকই বলেছে, সবাইকে নিয়ে একই জায়গায় জড় হয়েছেন মনে সন্দেহ নিয়ে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না তাঁর। কিন্তু শহরের অন্য সব জায়গা এখন একেবারেই নিরাপত্তাহীন, যখন-তখন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারে।

গাঢ় হরিৎ বনানীভরা কাউন্টির ভিতর অলসভাবে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা এবং পিকনিক করবার জন্য গ্রাম্য পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে স' মিল পার্কওয়েতে। সরু ও

আঁকাবাঁকা পথ গেছে বহু দূরে। দু'পাশ থেকে ঝেঁপে এসেছে প্রকাণ্ড সব গাছ, যেন তৈরি করেছে সবুজ সুড়ঙ্গ। উত্তরদিকের লেন এবং দক্ষিণের লেন আলাদা করা হয়েছে নিচু ধাতব রেলিং দিয়ে। অপ্রশস্ত পথে পাশাপাশি দুই গাড়ি চলাই কঠিন। রেস তো দূরের কথা। কিন্তু এখন আততায়ীরা ওভারটেক করতে চাইছে সামনের মার্সিডিজ গাড়িটাকে।

সাধ্যমত গতি তুলছে জো, থাকতে চাইছে নিজের সরু আঁকাবাঁকা লেনে। কিলবিলে সাপের মত শরীর মুচড়ে গেছে পথ, একের পর এক বাঁক। মার্সিডিজে এসে লাগতে শুরু করেছে সারি সারি গুলি। এইমাত্র ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল পিছনের কাঁচ, ছিটকে গেল চারপাশে।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা, পিছন সিটের উপর দিয়ে চাইল। ডজ পিকআপ কমিয়ে আনছে দূরত্ব।

কোমর থেকে ওয়ালথার বের করে নিয়েছে রানা, তাক করল পিছনের পিকআপের উপর, কয়েক সেকেণ্ডে খালি করে ফেলল ম্যাগাযিন।

দু-একটা গুলি নীচ দিকে গেছে, কিন্তু অন্যগুলো বিঁধেছে ডজের গ্রিলে।

স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় মেরে সরে গেল পিছনের ড্রাইভার, পিছিয়ে গেল দশ গজ।

রিলিজ বাটন টিপতেই সড়াৎ করে খুলে এল খালি ম্যাগাযিন, ওয়ালথারে নতুন ক্লিপ আটকে নিল রানা।

মার্সিডিজের গতি এখন আশি মাইল, হঠাৎ করেই নিয়ন্ত্রণ হারাল জো, বামের লেনের ব্যারিয়ারে গুঁতো দিতে গিয়েও কীভাবে যেন শেষমেষ সামলে নিল। এই সুযোগে ব্যবধান কমিয়ে নিল পিকআপ। ডানদিক থেকে ওভারটেক করতে শুরু

করেছে।

'সামনে থেকে সর্ শালী!' গলা ফাটিয়ে বলল জো।

একটু দূরে চলেছে মন্থর এক এক্সপ্লোরার।

'ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাও!' তাড়া দিল রানা।

হর্ন টিপে ধরেছে জো।

পিছন সিটে এসে বিঁধল আরেক পশলা গুলি।

খপ্ করে স্টিয়ারিং ধরল রানা, ডানে সরিয়ে নিল মার্সিডিজ। এগুতে শুরু করেছে এক্সপ্লোরারের পাশ দিয়ে। বিশ্রী খ্যাস-খ্যাস ধাতব আওয়াজ তুলে মেয়েটির গাড়ি ঘষে সামনে বাড়ল ওদের মার্সিডিজ।

ভীষণ ভয় পেয়েছে সুন্দরী, হারিয়ে বসল হুঁশ। চলে এল পিকআপের সামনে। সড়কের কিনারে সরে গেল আততায়ীদের পিকআপ, কয়েক সেকেণ্ড পর পাশ কাটিয়ে এল সুন্দরীকে। আবারও শুরু করেছে মার্সিডিজকে ধাওয়া।

'আরও জোরে যাও!' তাগাদা দিল রানা।

'আরও জোরে যাওয়া যায় না!' জবাবে ধমক দিল জো।

আবারও গুলি করতে তৈরি হলো রানা, সিটের পাশ থেকে উঁকি দেয়ার ফাঁকে বলল, 'এখন জানি বাইশতম প্রেসিডেন্ট কে! স্টিফেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড!'

'কী বললে?' আঁৎকে উঠল জো। 'স্টিফেন গ্রোভার ক্লিভল্যাণ্ড এলিমেণ্টারি স্কুল?'

কড়া ব্রেক কষল ও; কুমিয়ে আনতে শুরু করেছে গতি।

পিকআপ চলে আসবার আগেই পা দিয়ে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা। 'পাগল হয়ে গেলে?'

'আমার ভাইয়ের ছেলেরা ওই স্কুলে পড়ে!'

হাইওয়ের একদিক থেকে আরেকদিকে সরছে মার্সিডিজ।

আপাতত দখল করে রেখেছে দুই লেন। জো-র সামান্য দ্বিধার কারণে অনেক কাছে চলে এসেছে পিকআপ। পিছন থেকে ধুম্ করে গুঁতো দিল মার্সিডিজে।

ওদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা গুলি।

'শালার কপাল!' আফসোস করল জো।

'আমাকে চালাতে দাও!' ধমক দিল রানা। 'সিট থেকে সরো, আমি দেখছি!'

সিটের পাশের অপ্রশস্ত জায়গা দিয়ে পিছনে চলে গেল জো।

ড্রাইভিং সিটে পিছলে চলে এল রানা।

'মরুক ওই হারামজাদা!' নিজেকে সামলে নিতে চাইছে জো। 'আগে বলোনি কেন! বোমা এখন ওই স্কুলে! ইচ্ছে করেই ওখানে রেখেছে!'

'মনে হয় না,' আপত্তি তুলল রানা। 'স্রেফ কাকতালীয়।' চোখ রাখল রাস্তার উপর, বাড়ছে রাজকীয় গাড়ির গতি। চিরুনির কাঁটার মত বাঁক পেরিয়ে গেল বিদ্যুদ্বেগে। ডানদিকের লেনে হামলে পড়বার আগেই সরে এল আবারও বামে।

বাঁকের ওপাশে রয়ে গেছে পিকআপ।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে প্যাসেঞ্জার সিটে এসে ঠাঁই নিল জো। 'রানা! যেভাবে হোক যেতে হবে ওই স্কুলে!'

'গিয়ে কী করবে? দাঁড়িয়ে দেখবে কীভাবে বোমা ফাটে? ভুলে যাও! মর্ডাককে ধরব আমরা!'

'আমার ভাস্তেদের সরিয়ে নিতে হবে ওখান থেকে!'

'তোমার ভাই যাবে ওখানে।'

'যেতে পারবে না, রানা! সাদা এক পুলিশ মেরে ফেলেছে ওকে!'

রানা জিজ্ঞেস করবার আগেই বলল, 'ড্রাগসের এক জয়েন্টে

রেইড করে খুন করেছে ওরা আমার ভাইকে!'

'ড্রাগস যখন নিতে শুরু করেছে, তখনই নিজের জীবন শেষ করে দিয়েছে।'

'আরে মর্ জ্বালা! ও ড্রাগ্‌সকে ঘৃণা করত! ওর পরিবার ছিল! ব্যবসাও ছিল! আমার জানা সবচেয়ে সৎ মানুষ ও!'

আবারও পিছনে হাজির হয়েছে পিকআপ।

অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল রানা।

ইঞ্জিনের কাছ থেকে পুরো শক্তি আদায় করতে চাইছে।

'তা হলে ওখানে গেছিল কেন?' রাস্তার উপর থেকে চোখ সরাল না রানা।

'আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার জন্য!'

হতবাক হয়ে গেল রানা। চট্ করে চাইল জো-র দিকে।

অনেক কড়া কথা বলে ফেলেছে ও, এখন ভীষণ লজ্জা লাগছে।

ধুম্!

আরেকটা বাঁক ঘুরেই মার্সিডিজের পিছনে গুঁতো দিয়েছে পিকআপ। চেপ্টে গেল রিয়ার ফেণ্ডার। ছ্যার-ছ্যার আওয়াজে পিছলে যেতে শুরু করেছে ওদের গাড়ি।

এই সুযোগে পাশে চলে এল পিকআপ।

জানালা দিয়ে এমপি-৫ বের করেছে এক লোক, এবার শুরু করবে গুলি।

'মাথা নিচু করে নাও!' চাপা স্বরে বলল রানা।

সিট থেকে নেমে মেঝেতে বসে পড়ল জো। এক সেকেণ্ড পর পাশ থেকে ঝাঁঝরা হতে লাগল মার্সিডিজ।

স্বল্প পানির ধ্যানী বকের মত বুকে মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা। বিশ্রী ভাবে পিছলে গেল গাড়ি, চলে যাচ্ছে পাশের লেনের

দিকে। ছাতে এসে লাগল অসংখ্য বুলেট। খটা-খট্ বিঁধছে গাড়ির ভিতরে। সরে যেতে শুরু করেছে আশপাশের গাড়িগুলো, চেপে গেল রাস্তার কাঁধে।

মার্সিডিজের ভিতর নানাদিকে উড়ছে ভাঙা প্লাস্টিক, চুরচুর হওয়া কাঁচ ও ছেঁড়া চামড়া। জো-র ঘাড়ে আঁচড় কেটে দিয়েছে একটা বুলেট। আরেকটা গেছে রানার বাহুর চামড়া ছিলে।

'হায় ঈশ্বর! হায় যিশু!' বিড়বিড় করতে শুরু করেছে জো।

হঠাৎ করেই বন্ধ হলো গুলি। পিছিয়ে গেল পিকআপ।

রানা আঁচ করল, অস্ত্র রিলোড করতে চাইছে লোকটা।

'ফিউয প্যানেল কোথায়?' জানতে চাইল ও।

ড্যাশবোর্ডের নীচে দেখাল জো। 'ওখানে।'

'অ্যান্টিলক ব্রেক ধরে টান দাও!' নির্দেশ দিল রানা।

'জানি না কোনটা...'

'সব ক'টা ফিউয ছিঁড়ে ফেলো!' নির্দেশ দিল রানা। 'তারপর মেঝের উপর শুয়ে পড়বে! ভুলেও নড়বে না! পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে!'

ওয়ালথার তৈরি আছে কি না চট্ করে দেখে নিল রানা। এক পা রেখেছে অ্যাক্সেলারেটারে, অন্য পা ব্রেকের উপর। আরেকবার দেখে নিল রিয়ারভিউ মিরর। দ্রুত আসছে পিকআপ।

'তোমার ভাস্তেরা মরবে না, বুঝতে পেরেছ?' গম্ভীর শোনাল রানার কণ্ঠ। 'ওই বোমা ফাটবে না! মর্ডাককে খুঁজে বের করব আমরা, দরকার হলে ছিঁড়ে ফেলব ওর মাথা!'

তুমুল গতি তুলেছে পিকআপ।

সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে রানা, তারপর কাজে নামবে।

পিকআপের জানালা দিয়ে সাবমেশিনগান বের করল আততায়ী, এবার শেষ করে দেবে রানা ও জো-কে।

ওই একই সময়ে কড়া ব্রেক কষল রানা, বনবন করে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল, পরক্ষণে নিউট্রাল করে দিল গিয়ার। আশি মাইল বেগে চরকির মত ঘুরে গেল মার্সিডিজ, সরাসরি মুখোমুখি হলো পিকআপের।

হতবাক বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল সামনের দুই টেরোরিস্ট।

আর তখনই জানালা দিয়ে ওয়ালথার বের করল রানা।

একই সঙ্গে গুলি শুরু করেছে ও আর আততায়ী। বাতাস কেটে ছুটছে বুলেটের সারি, কানের কাছে বজ্রপাতের আওয়াজ তুলছে আগ্নেয়াস্ত্র।

পিছিয়ে যাওয়ার সময় পিকআপকে পাশ কাটাল মার্সিডিজ, তখনও গুলি করছে রানা। তারই ফাঁকে একবার দেখল ক্যাবের ভিতর রক্ত ও কাঁচের বিস্ফোরণ। সাঁৎ করে রাস্তা থেকে নেমে গেল পিকআপ। এদিকে সড়কের সরু কাঁধ থেকে সরতে চাইল রানা, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছে— ঢালু পাড়ে পুরো গড়ান দিল মার্সিডিজ, সরসর করে কিছুদূর যাওয়ার পর থামল ছাতের উপর ভর করে।

কয়েক মুহূর্ত পর আস্তে করে চোখ খুলল জো, উপরে দেখতে পেল গাড়ির মেঝে। বোকা বোকা সুরে জানতে চাইল, 'হলোটা কী?'

সিট বেল্ট খুলে নিজেকে মুক্ত করেছে রানা, স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'চমৎকার ড্রাইভিং,আবার কী!'

কয়েক সেকেণ্ড পর মার্সিডিজ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা, উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে চলল পিকআপের দিকে।

অবশ্য ওখানে পৌঁছে ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ওদিকের দৃশ্য দেখে

ওয়ালথার নামিয়ে ফেলল রানা।

যে-লোক গুলি করছিল, পাল্টা গুলি খেয়ে উড়ে গেছে তার অর্ধেক কপাল।

খোলা দরজা দিয়ে কোমর পর্যন্ত ঝুলছে ড্রাইভার। পেটে কয়েকটা বড় লাল গর্ত। ভাঙা কাঁচ গেঁথে আছে বুক জুড়ে।

'সর্বনাশ, রানা,' গুঙিয়ে উঠল জো। পেট গুলিয়ে উঠছে ওর। যে-কোনও সময়ে বমি করে দেবে। আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিল মুখ। কয়েক সেকেণ্ড পর কেটে গেল মাথা ঘোরার ভাব। আবারও চাইল রানার দিকে। ড্রাইভারের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসেছে রানা।

'কী করছ?' জানতে চাইল জো।

'ইন্টারোগেশন।'

'ও কী বলবে— আমি মরে গেছি?'

'এখনও জানি না কী বলবে, আগে দেখি কী বলে,' বলল রানা। 'জো, দেখো তো গ্লাভ্‌স্ কমপার্টমেন্টে অ্যাসপিরিন পাও কি না।' রাতে অতিরিক্ত কফি গিলে এখন বেদম মাথা-ব্যথা শুরু হয়েছে ওর।

পুরো ড্যাশবোর্ড রক্তাক্ত, ক্যাবের ভিতর বাজে আঁশটে গন্ধ। ওখানে হাত দিতে পারবে না জো। 'তুমি নিজেই দেখো,' বলল।

দ্বিতীয়বার বলল না রানা, টেরোরিস্টের পকেটগুলো খালি করতে শুরু করেছে। নকল আইডি ও ইউনিয়ন কার্ড পাওয়া গেল। এ ছাড়া আরেকটা জিনিস।

'আই-৯৫ হাইওয়ের এক নামকরা রেস্টুরেন্টের কার্ড,' বলল রানা। 'ভাল ডিসকাউন্ট দেবে।'

'কী কাজে আসবে ওটা?'

'ডাম্প ট্রাকের ড্রাইভারের কাছেও এই একই জিনিস ছিল,'

জানাল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'হয়তো জমিয়ে রেখেছে, পরে ওখানে গেলে পয়সা বাঁচবে।'

'হতে পারে,' দূরবর্তী কানেকটিকাটের দিকে চোখ রাখল রানা, 'অথবা ওদিক দিয়েই যেত এরা।'

তেরো

'ক্যাপ্টেন জনসন!' হাতের ইশারায় বসকে ডাকছে ক্রিস্টি হল।

জনসন আছেন বম স্কোয়াডের চিফ টনি রুস্টার ও তার দলের অন্য কয়েকজনের পাশে।

রুস্টারকে নিয়ে করিডোর ধরে ক্রিস্টির দিকে এগুতে শুরু করেছেন তিনি, একই সময়ে ছুটে এল মাইকেল গ্রিয়ার

স্কুলের ক্যাফেটেরিয়ায় সার্চ করছিল সে। দ্রুত বলল, 'কিচেনে যেতে হবে।'

'কিছু পেলে?' জানতে চাইলেন জনসন।

মাথা দোলাল গম্ভীর গ্রিয়ার।

সবাই বড়সড় ঘরে ঢুকতেই চলে গেল সে ইন্সটিটিউশন-সাইযের রেফ্রিযারেটারগুলোর কাছে।

থামল একসারি ফ্রিযের শেষেরটার সামনে।

'জ্যানিটর বলেছে আজকে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে এই জিনিস। এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি।' ফ্রিযের সামনের

দিক দেখাল গ্রিয়ার। 'খেয়াল করুন।'

রেফ্রিযারেটারের এলইডি রিডআউট কাজ করছে।

পরস্পরকে দেখে নিলেন জনসন ও রুস্টার।

'কবজাগুলো বোধহয় ড্রিল করতে হবে,' বলল রুস্টার। 'সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিন।'

পাঁচ মিনিট পর ধাতুর জন্য স্পেশালি ডিযাইন করা অপটিক লেন্স দিয়ে রেফ্রিযারেটারের দরজা পরীক্ষা করতে শুরু করল বম স্কোয়াডের চিফ।

শ্বাস আটকে অপেক্ষা করলেন জনসন।

স্ক্যান করছে রুস্টার।

'না, কোনও তার নেই দরজার সঙ্গে,' বলল সে।

খুব সাবধানে দরজা খুলল বম স্কোয়াডের দুই বিশেষজ্ঞ পুলিশ। ভিতরে প্রকাণ্ড এক বোমা। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সেই বোমার চেয়ে এক শ' গুণ বড়। ফ্রিযের ভিতর দুটো ট্যাঙ্ক, একটার ভিতর স্বচ্ছ তরল, অন্যটার ভিতর লাল। ওগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ কয়েকটা তার, উঠেছে গিয়ে ডিজিটাল টাইমারে।

টাইমার চলছে:

২০:২৫

২০:২৪

২০:২৩

টাইমারের পাশে নোটবুকের মত ছোট কমপিউটার কি-বোর্ড। পাশের স্ক্রিনে থাকতে পারত ডিযআর্মিং কোড। এখন জায়গাটা শূন্য।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রুস্টার। 'এবার সার্চ বন্ধ করতে পারেন, ক্যাপ্টেন।'

পিকআপ নিয়ে দ্রুতগতিতে চলেছে রানা, ভাবছে ওর ধারণা বোধহয় সঠিক। ইউনাইটেড স্টেটস্ অভ আমেরিকা থেকে সোনা সরিয়ে নিতে কানেকটিকাটের ব্রিজপোর্ট ব্যবহার করবে ক্রস। ওদের মতই একই পথে গেছে ট্রাকগুলো। ওই কাজ করেছে জো-ও। দক্ষিণ থেকে ড্যানবারি হয়ে ঢুকে পড়েছে নরওয়াকে, ব্যবহার করেছে কানেকটিকাটের টার্নপাইক বা আই-৯৫। নিউ ইয়র্ক ও নিউ হেভেনের ব্যস্ত সড়ক ওটা, এক সময় একটু পর পর সেতুর টোল দিতে হতো। প্রধান ট্রাকিং রুট, গিলত অসংখ্য দশ কোয়ার্টার কয়েন। প্রতি দিন দেড় লাখ গাড়ি চলে ওটা ধরে।

ব্রিজপোর্ট একইসঙ্গে দুটো কাজে আসবে ক্রসের। ওটা চালু বন্দর, ওখানে ভিড়বে বড় জাহাজ। অনায়াসেই তুলবে ক্রস কার্গো। আবার সরেও যাবে নিউ ইয়র্ক থেকে। চট্ করে কেউ বুঝবে না বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সোনার সম্পর্ক আছে।

লোকটা সত্যিই বুদ্ধিমান, তবে পার পাবে না, ভাবল রানা। তুমুল গতি তুলে চলেছে ও। সামনে দু'পারে বিভক্ত বন্দর, ওটাকে সংযুক্ত করেছে দুই সেতু।

'ওই যে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জো। 'ওদিকে!'

নীচের এক শিপ ইয়ার্ডে দেখা গেল ডাম্প ট্রাকগুলোকে। এইমাত্র ডক ছেড়েছে বড় এক জাহাজ। ওটার ডেক থেকে আকাশের দিকে আঙুল তুলে খাড়া হয়ে আছে শক্তিশালী ক্রেন। বোধহয় ওটার মাধ্যমেই জাহাজে তোলা হয়েছে ভারী সোনার কার্গো।

'ওরা ওই জাহাজে!' উত্তেজিত হয়ে বলল জো। 'কিন্তু আমরা দেরি করে ফেলেছি!'

সেতুর মাঝে পিকআপ থামিয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেল রানা। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে নীচে চাইল। শিপ ইয়ার্ড পিছনে ফেলে আসছে জাহাজ, একটু পর যাবে এই ব্রিজের নীচ দিয়ে।

ঝট করে ঘুরে চাইল রানা, পাশ দিয়ে যাওয়া এক গাড়ির চালকের উদ্দেশে গলা ছাড়লঃ 'পুলিশ! থামুন!'

বিশ্বাস করেছে গাড়ির মালিক।

সে থেমে যেতেই বলল রানা, 'আমি পুলিশ! ফোন কাজে আসছে না, যত দ্রুত সম্ভব ডেকে আনুন পুলিশ, প্লিজ!'

অনিশ্চয়তা নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে লোকটা। বুঝতে পারছে না এ পাগল কি না।

'যান, খবর দিন পুলিশে,' আবারও বলল রানা, 'দেরি করবেন না।'

রওনা হয়ে গেল লোকটা, সত্যি পুলিশে যোগাযোগ করবে কি না কে জানে!

সেতুর রেলিঙের পাশে জো, অসহায় হয়ে উঠেছে চেহারা। এত কাছে মর্ডাকের জাহাজ, কিন্তু কিছুই করতে পারছে না ওরা।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জো, 'আমি ঝাঁপিয়ে নেমে যেতে পারব! লাফ দিয়ে নেমে যাব!'

ধীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল রানা। আজ ভয়ানক সব বিপদের ভিতর দিয়ে গেছে ওরা। পছন্দ করে ফেলেছে ও জো-কে। চাইছে না মানুষটা মারা পড়ুক। 'জাহাজের ডেক কমপক্ষে এক শ' ফুট নীচে, জো,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

'কিন্তু ক্রেন অনেক উপরে।'

'ক্রেন পর্যন্ত যেতে পারবে না,' অন্য চিন্তা ঢুকেছে রানার মাথায়।

'আমি ওই শুয়োরের বাচ্চাকে আমার ভাস্তেদের খুন করতে দেব না!' পুরো খেপে গেছে জো, তৈরি হয়ে গেল রেলিং টপকে জাহাজে লাফিয়ে পড়তে।

'অত ওপর থেকে হুড়মুড় করে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মরবে,' এক হাত ধরে টান দিয়ে জো-কে সরিয়ে নিল রানা। 'অন্য উপায় আছে।' পিকআপের সামনে চলে গেল ও, ট্রাকের হুডের উইঞ্চ থেকে খুলতে শুরু করেছে কেবল ওয়্যার। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, জো। দেখো তো গ্লাভ্‌স্ কমপার্টমেন্টে দস্তানা আছে কি না।'

গ্লাভ্‌স্? বোকার মত রানার দিকে চাইল জো।

রানা পাগল হতে পারে, কিন্তু আজ যা কিছু করেছে, সবকিছুর ভিতর পোক্ত যুক্তি ছিল। বোধহয় এখনও কোনও পরিকল্পনা করছে। তা ছাড়া, এক শ' ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

পিকআপের ক্যাবে গিয়ে ঢুকল জো। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পর ছিটকে বেরিয়ে এল গ্রিজ ভরা মোটা ন্যাকড়া ও ইউটিলিটি গ্লাভ্‌স্ নিয়ে। ততক্ষণে পঞ্চাশ ফুট কেবল বের করে ফেলেছে রানা।

'বড়শি কেমন ছোঁড়ো?' জানতে চাইল রানা। কেবলের শেষ প্রান্তের হুক পরখ করছে।

'খুব খারাপ,' বলল জো।

'আমিও,' বিনা দ্বিধায় স্বীকার করল রানা। 'এবার ধরতে হবে আস্ত জাহাজ!' সেতুর পাশ থেকে নীচে চাইল। 'ঠিক আছে, তৈরি থাকো!'

কেবল নামাতে শুরু করেছে রানা, চুপ করে অপেক্ষা করছে। সেতুর নীচ দিয়ে চলেছে জাহাজ। আরও এক ফুট কেবল ছাড়ল

ও। এদিক-ওদিক দুলছে হুক। আটকাতে হবে ক্রেনের সঙ্গে।

প্রথমবার হুক বেশি বামে সরিয়েছে বলে ফস্কে গেল ক্রেন।

অবশ্য দ্বিতীয়বারে কাজ হলো, হাতে টান পড়ল রানার।

ক্রেনের সঙ্গে আটকে গেছে হুক।

পানির অনেক উপর দিয়ে সরসর করে চলেছে কেবল।

ওদিকে চাইল জো। 'এবার কী?'

'আগে সমান্তরাল হোক, তারপর ওটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে সামনে বাড়ব,' জো-র দিকে চোখ টিপল রানা। 'সহজ কাজ। গ্লাভ্‌স্ পেয়েছ?'

হাতের জিনিস রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জো।

'এটা দিয়ে কী করবে?' গ্রিজ মাখা ন্যাকড়া দেখাল রানা।

'এটা বেঁধে নেব হাতে।'

'হ্যাঁ, তারপর এত উপর থেকে হাত ফস্কে পড়ে মরবে।'

জোরাজুরি করে জো-র হাতে গ্লাভ্‌স্ আবারও গুঁজে দিল রানা। দেরি না করে কাঁধ থেকে খুলে ফেলল হোলস্টারের হার্নেস, দুই হাতে পেঁচিয়ে নিল চামড়ার ফিতা, তারপর লাফ দিয়ে উঠল রেলিঙের উপর, পরক্ষণে কেবল ধরতে গেল।

কিন্তু পিছন থেকে ওর হাত চেপে ধরল জো। লজ্জিত সুরে বলল, 'তোমাকে আগে ঝুঁকি নিতে হবে না, রানা। সারাদিন বোকার মত তোমাকে পাগল ভেবেছি, কখনও ভাবতে পারিনি তুমি কোনও কেলে-ভূত বা তার ভাস্তেদের জন্য নিজের জীবন বাজি ধরবে। ...আমিই আগে যাব।'

কী ভেবে আপত্তি তুলল না রানা।

রেলিঙে উঠল জো, তারপর গ্লাভ্‌স্ পরা হাতে ধরে রইল কেবল। তার টানটান হলেই রওনা হবে।

দূরে লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডের নীল-ধূসর জলরাশির দিকে

চাইল রানা। জো আগে ড্রাগ্ অ্যাডিক্ট ছিল শুনবার পর থেকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছে একটা কথা, কিন্তু এখনও বলেনি কিছু। উত্তরটা হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হলো ওর।

'একটা কথা বলবে?' বলল রানা। 'তোমার ভাই মারা যাওয়ার পর কী হয়েছিল তোমার?'

রাগী চোখে রানার দিকে চাইল জো।

'সাদাচামড়ার এক পুলিশ ওকে মেরে ফেলেছিল,' আবার বলল রানা। 'কিন্তু আসলে তোমার কারণেই মরেছে সে।' নিষ্ঠুর শোনাল রানার কণ্ঠ।

এ কথা শুনতে চায়নি জো, কিন্তু আসলে ঠিকই বলেছে রানা। মন থেকে মুছতে পারবে না, ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ আসলে ও নিজেই।

'আমি যেটা জানতে চাইছি, জো, এতবড় দুর্ঘটনার পর নিজেকে কীভাবে সামলে নিয়েছিলে?' বলল রানা।

টানটান হয়ে উঠেছে কেবল। ঝুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল জো। 'একটা একটা করে নরকের মত দিন পার করেছি ড্রাগস্হীন ভাবে। মনে মনে শুধু বারবার বলেছি, মানুষের মত মানুষ করব আমার দুই ভাস্তেকে। ওরা হবে শিক্ষিত, মস্ত মনের মানুষ। ঠিক যেমন ছিল ওদের বাবা।'

কেবল ধরে ঝুলে পড়ল জো, প্রতিবারে ছয় ইঞ্চি করে এগুতে শুরু করেছে ক্রেনের দিকে। গ্লাভ্স্ খানিকটা কাজে এল। তারপরও তালুর ভিতর গেঁথে যেতে চাইল কেবল। একটু পর প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হলো কাঁধ ও বাইসেপে। মন থেকে দূর করতে চাইল সব ভয়। এক শ' ফুট নীচে লোহার ডেক, পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সবশেষ!

কেবলের মাঝামাঝি যাওয়ার পর মস্ত ভুল করল। নীচে

জাহাজের দিকে চাইল।

স্টার্নের পোর্টে ডেকহাউসে বেরিয়ে এসেছে এক টেরোরিস্ট।

'সর্বনাশ!' হিসহিস করে শ্বাস ফেলল জো। ভীষণ দুরু-দুরু কাঁপছে ওর বুক। আরও কত দূরে ক্রেন!

ঠিক পিছনেই রানা, জো-র মত করেই নীচে চাইল।

এখনও ওদেরকে দেখেনি টেরোরিস্ট।

ওরা নিরাপদ।

অবশ্য মাত্র এক সেকেণ্ড পর ভীষণ টানটান হয়ে উঠল কেবল। চট্ করে সেতুর দিকে চাইল রানা। ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। সব নিরাপত্তার বোধ উড়ে গেছে বুকের পিঞ্জর থেকে। মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। ফুরিয়ে গেছে উইঞ্চের কেবল। হ্যাঁচকা টান খেয়ে সেতুর রেলিঙের দিকে আসছে হোঁচট খাওয়া হ্যাণ্ড ব্রেক করা পিকআপ।

'কারণ জানতে চেয়ো না, জো, কিন্তু তাড়াতাড়ি করো,' তাড়া দিল রানা।

সেতুর রেলিঙে নাক দিয়ে গুঁতো মারল পিকআপ। ভীষণ দুলতে শুরু করেছে কেবল।

ভেঙে পড়তে শুরু করেছে পাইপের রেলিং।

ঘনঘন পা নাড়ছে রানা ও জো, কেবলটা খসে পড়বার আগেই পৌঁছুতে চাইছে ক্রেনের কাছে।

ওরা আছে জাহাজের স্টার্নের অনেক উপরে।

প্রায় পৌঁছে গেছে ক্রেনের কাছে, এমন সময় মুখ তুলে চাইল টেরোরিস্ট।

'আরেহ্!' চেঁচিয়ে উঠল সে। ভীষণ অবাক হয়ে দেখছে অনেক উপর দিয়ে জাহাজে এসে জুটেছে দুই লোক। দুই

সেকেণ্ড পর তুলল সে সাবমেশিনগান।

তার মাথার ঠিক সরাসরি উপরে আকাশের পটভূমিতে জমে গেছে রানা ও জো।

পিছনে পিকআপের গুঁতো খেয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল রেলিঙের পাইপের বড় এক অংশ।

হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়তে শুরু করেছে পিকআপ। সঙ্গে নামছে কেবল।

ভীষণ জোরালো ঝপাস্ আওয়াজ তুলে পানির ভিতর পড়ল পিকআপ।

উইঞ্চ থেকে ছিঁড়ে গেল কেবল, চাবুকের মত নানাদিকে দুলতে শুরু করেছে।

বাতাস কেটে সোজা এল স্টার্নের দিকেই।

মস্ত হাঁ করে চেয়ে রইল ভেরোরিস্ট। এখনও জানে না কী করবে। সপাং করে তাকে পেঁচিয়ে নিল কেব্লের ছেঁড়া অংশ, বার কয়েক ভয়ঙ্কর আছাড় দিল। ঠিক যেন বড়শিতে আটকা পড়া বড়সড় হাঙর। পরক্ষণে কেবল ছিটকে ফেলল তাকে জাহাজের রেলিঙে। ভীষণভাবে ছেঁচে গেল মাথা, সঙ্গে সঙ্গে মরল লোকটা।

ক্রেনের সঙ্গে দড়াম করে বাড়ি খাওয়ার জন্য রওনা হয়ে গেছে জো ও রানা।

জো খপ্ করে ধরতে পারল ক্রেন, দু'হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল দণ্ড। কিন্তু রানার কপাল মন্দ, ক্রেন মিস করল, সরসর করে নেমে গেল কেবলের চারফুট, তারপর সামলে নিল ক্রেন ধরে।

'দারুণ বুদ্ধি! বাহ্! ভাগ্যিস লাফ দিইনি!' খুশি হয়ে বলল জো। ক্রেনের পাশ দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্ত পর ওর পিছু নিল রানা। কেবলের স্প্লিন্টারের কারণে রক্তাক্ত হয়ে গেছে কাঁধ। ব্যথায় মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবে। ওর মন চাইল জো-কে বলতে, 'মরগে যা, ব্যাটা! আমেরিকা নাকি মুক্ত দেশ! লাফ দিতে ইচ্ছে হলে লাফ দিতি!'

ব্যথার কারণে রেগে লাভ নেই, বুঝতে পারছে রানা। বরং এখন শক্তি সঞ্চয় করা উচিত। সামনে জরুরি কাজ। আগে লুকিয়ে ফেলতে হবে মরা টেরোরিস্টকে।

যে-কোনও সময়ে তার সঙ্গীরা বেরিয়ে আসতে পারে ডেকে।

ক্রেন থেকে নেমেই জো-কে বলল রানা, 'ওর পা-দুটো ধরো।' নিজে ধরল লাশের দুই হাত, ডেকের আরেকদিকে নিয়ে গেল, লুকিয়ে ফেলল দড়ির বড় এক স্তূপের ভিতর।

এবার চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। ভেঙে চুরচুর হয়েছে ওটা। 'সময় কত?' জানতে চাইল।

'বারো মিনিট,' বলল জো।

মৃত টেরোরিস্টের কবজি ধরল রানা, দেখে নিল ঘড়ি। 'এর ঘড়ি বলছে এগারো মিনিট। আশা করো এর ঘড়ি ফাস্ট।'

বাড়তি কথা বলল না জো। 'কী করবে?' জানতে চাইল।

'দু'জন দু'দিকে যাব, খুঁজে বের করব মর্ডাককে,' বলল রানা। 'জাহাজে শিপ-টু-শোর ফোন থাকবে। ঘাড় ধরে ওকে ওখানে নেব, বোমা ডিযআর্ম করবে। আমি দেখছি কার্গো ডেক, তুমি দেখো কেবিনগুলো।'

টেরোরিস্টের সাবমেশিনগান তুলে নিল রানা, এগিয়ে দিল জো-র দিকে। 'এটা নাও।'

খপ্ করে নিল জো, তবে রাখল শরীর থেকে দূরে। নার্ভাস সুরে বলল, 'জিনিসটা কাজ করে কীভাবে?'

'আগে কখনও গুলি করোনি?' অবাক হয়ে চাইল রানা।

'আরে, তুমি কি ভেবেছ কালোরা রাইফেল হাতে জন্ম নেয়? তুমিও সাদাদের মত বর্ণবাদী, বদমাশ!'

'আহা, থাক্ এখন,' বলল বিরক্ত রানা। দেরি না করে ঝটপট সাবমেশিনগানের উপর কারিগরী বিদ্যা শিখিয়ে দিল। 'দেখো, টেনে দেবে এই বোল্ট, তারপর ট্রিগারে আঙুল রেখে টিপে দেবে।'

'আর কিছু না তো?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল জো। কাঁধে ঠেকিয়ে নিল স্টক। ব্যারেলের উপর দিয়ে চাইল।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'নিজেকে আবার গুলি কোরে দিয়ো না।'

ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখল জো, তারপর রওনা হয়ে গেল কেবিনগুলো খুঁজতে।

পিছন থেকে উপদেশ দিল রানা। 'আরেকটা কথা, জো, ওকে যদি পাও, হিরো হওয়ার চেষ্টা কোরো না। সোজা আসবে আমাকে নিয়ে যেতে।'

ক্রসের পাঠানো রেফ্রিধারেটারের ভিতর মস্ত বোমা, ওটার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছেন জনসন, ধুকপুক করছে হৃৎপিণ্ড। এক সেকেণ্ড এক সেকেণ্ড করে কমছে টাইমারের সময়।

'থামাতে পারবে?' টনি রুস্টারের দিকে চেয়ে বললেন।

'আমার ছোঁয়াই উচিত না,' নার্তাস ভঙ্গিতে আঙুল মটকাল বম স্পেশালিস্ট। 'কে জানে কী বুবি-ট্র্যাপ করেছে। কোডটা জোগাড় করতে পারেননি মাসুদ রানা?'

মিস্টার রানার সঙ্গে এখন আলাপ করতে পারলে ভাল হতো, ভাবলেন জনসন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'না, আর কোনও

যোগাযোগ হয়নি।'

ক্যাফেটেরিয়ায় পায়চারি করছে গ্রিয়ার। পুড়িয়ে চলেছে একের পর এক সিগারেট। যদিও স্কুলে এসব আনা নিষেধ। 'তা হলে আর কখন ছেলেমেয়েদেরকে সরিয়ে নেব?' অধৈর্য হয়ে বলল।

'মর্ডাক বলেছে, আমরা যদি ওদেরকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করি...' চুপ হয়ে গেলেন জনসন।

কুইন্সে পাবলিক স্কুলে তিনটে ছেলেমেয়ে পড়ে গ্রিয়ারের। বারবার ওদের মুখ ভাসছে ওর চোখে। অডিটোরিয়ামে ওর বাচ্চাদের মতই অসংখ্য ছেলেমেয়ে জড় হয়েছে। জানে না পাশের ঘরে কী ঘটছে।

'আমরা কি তা হলে যার যার পোঁদে আঙুল ভরে বসে থাকব?' প্রতিবাদের সুরে বলল গ্রিয়ার।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবছেন জনসন, এবার হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্রিয়ার ঠিকই বলেছে। কখন মিস্টার রানা ফোন দেবেন আর বলবেন কোড কী, সেজন্য বসে থাকা যায় না। এমনও হতে পারে রুস্টার ডিসম্যান্টলই করতে পারল না বোমা, শেষ হয়ে গেল টাইমারের সময়।

না, আগেই সরিয়ে নিতে হবে বাচ্চাদেরকে।

আরেকটা সিদ্ধান্তে এলেন জনসন: ছোটদেরকে কিছু বোঝাতে হলে বা সামলাতে হলে, একমাত্র মানুষ ওই ক্রিস্টি হল।

দেরি না করে প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যাপ্টেন, ক্রিস্টি ও গ্রিয়ারকে নিয়ে তৈরি করে নিলেন পরিকল্পনা।

একটু পর দুই পুলিশ অফিসার ও প্রিন্সিপাল চলে গেলেন

অডিটোরিয়ামে।

মঞ্চের দিকে যাওয়ার পথে দু'পাশের ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ টিপল গ্রিয়ার।

বাচ্চাদের লাইনের সামনে উৎসাহ দিচ্ছেন সুন্দরী এক মহিলা টিচার। আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে বাচ্চারা: 'রো, রো, রো ইয়োর বোট।'

কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা।

দুই পুলিশ এবং প্রিন্সিপালকে আসতে দেখে দুর্বল হাসি দিলেন ম্যাডাম। হাত তুলে গান থামাতে ইশারা করলেন। নীরবতা নামতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। এবার বললেন টিচার, 'খুব সুন্দর গেয়েছ! তোমরা দেখেছ কারা এসেছে? মিসেস হার্নেন্দেজ। বলো, "হাই, প্রিন্সিপাল হার্নেন্দেজ।" '

'হাই প্রিন্সিপাল,' কয়েক ধরনের সুরে আগে-পরে বলল বাচ্চারা।

উরুর কাছে দুই হাত জোড়াবদ্ধ করলেন মিসেস হার্নেন্দেজ, আওয়াজ কমবার জন্য অপেক্ষা করলেন। কয়েক মুহূর্ত পর থামল আওয়াজ। প্রিন্সিপালের পাশেই গ্রিয়ার, ও পরিষ্কার দেখল, ভয়ে কাঁপছেন মিসেস হার্নেন্দেজ। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর যখন কথা বললেন, কণ্ঠ থাকল শান্ত, সমাহিত।

'মিস্টার গ্রিয়ার এসেছেন ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে,' বললেন তিনি। 'উনি আমাদেরকে নতুন ড্রিল দেখাবেন। আমরা এখন সুন্দর লাইন তৈরি করব।'

আবারও হৈ-হুল্লোড় উঠল ঘরে। খসখস আওয়াজ শুরু হলো জুতোর। নিজেদের ভিতর ফিসফিস করছে বাচ্চারা। খুশি যে নিয়মিত কাজ থেকে ছাড়া পাওয়া গেছে। টিচারদের নির্দেশ মত লাইন করতে লাগল ওরা সিটের পাশে।

জো-র ভাস্তে মাইক ও কোডি আছে অডিটোরিয়ামের শেষে।

'ফায়ার ডিপার্টমেন্টের ড্রিল না কচু,' বলল কোডি। আঙুল তুলে দেখাল গ্রিয়ারকে।

বড় ভাইয়ের চোখ অনুসরণ করল মাইক। 'ভাইয়া, ওই বুমবক্সের জন্যে পুলিশ এসেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল কোডি। ছোট ভাইয়ের মত একই কথা ভাবছে।

ওর অনিশ্চিত কণ্ঠ শুনে যা বুঝবার বুঝে গেল মাইক।

ক্লাস থেকে বেরুবার সময় দেখেছে শত শত পুলিশ হাজির হয়েছে। এখন পুরো বুঝে গেল কী ঘটেছে। এবার গ্রেফতার করা হবে ওদেরকে। হাতকড়া পরিয়ে ভরে দেবে জেলে। তার আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখবে অনেক জোরালো বাতির নীচে। একের পর এক প্রশ্ন করবে, ওদের পেট থেকে সব বের করবে। মিলিয়ে দেখবে ওরা দু'জন ঠিক বলেছে কি না। তারপর নিয়ে যাবে আদালতে। আর তখনই ওদের দুই ভাইকে... ইস্, কী মস্ত ভুলই না করেছে ওরা!

কখনও মাফ করবেন না আঙ্কেল জো!

এখন বাঁচবার একমাত্র উপায়, পুলিশগুলো ওদেরকে ধরে ফেলার আগেই পালিয়ে যাওয়া।

'চলো পালাই, পিছনের দরজা, কোডি!' তাগাদা দিল মাইক।

এইমাত্র অডিটোরিয়ামে ঢুকেছেন ক্যাপ্টেন জনসন। দুই দরজার সামনে লম্বা লাইন করেছে বাচ্চারা।

'শেষবারের মত ঘুরে দেখতে গেছে জ্যানিটররা,' ক্যাপ্টেনকে বললেন প্রিন্সিপাল।

প্রতিটা ক্লাস-রুম খুঁজতে গেছে আয়ারা, কেউ ভিতরে না থাকলে তালা-বন্ধ করে দেবে দরজা। আয়ারা প্রত্যেকে ভালমানুষ, নিয়ম মেনেই চলে, কিন্তু বাচ্চাদের পাশাপাশি নিজেদের জানের কথাও ভাবছে। চট্ করে ঘরে উঁকি দিচ্ছে তারা, তারপর ঝটপট তালা মেরে দিচ্ছে দরজাগুলোতে।

ওদের কেউ জানে না কোডি, মাইক এবং আরও দুই ছেলে লুকিয়ে বেরিয়ে গেছে অডিটোরিয়াম থেকে। আবারও নিজেদের ক্লাসে ফিরেছে ওরা। কয়েক সেকেণ্ড পর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল মাইকরা। চোখাচোখি করল ওরা, লুকিয়ে পড়ল টিচারের ডেস্কের নীচে। শ্বাস আটকে ফেলেছে। দরজার সামনে থেমেছে পায়ের শব্দ। তারপর ধুপ করে বন্ধ হলো দরজা। আবারও দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

খুশি হয়ে হাততালি দিল মাইক।

ডেস্কের তলা থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

প্যাণ্টের পকেট থেকে তাসের পেটি বের করল কোডি, একবার শাফল করে নিল। খুশি মনে বলল, 'ঠিক আছে, হয়ে যাক ফাইভ কার্ড স্টাড। থ্রি আর নাইন জোকার।'

ভীষণ সন্দেহপ্রবণ লোক মার্গো, প্রায় কাউকে বিশ্বাস করে না। অবশ্য একজনের উপর পুরো বিশ্বাস আছে ওর। সে তার বডিগার্ড/অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জার্গেন। হাঙ্গেরিতে সেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে দু'জন, আর্মিতে যোগ দিয়েছে, জেনেছে কীভাবে তৈরি করতে হয় বোমা, কীভাবে ধ্বংস করতে হয় যে-কোনও কিছু।

মার্গো বড়সড় আকৃতির লোক, কিন্তু জার্গেন সত্যিকারের দানব, অদ্ভুত এক গুণ আছে ওর— সহজেই বের করে ফেলতে

পারে জটিল সব সমস্যার সমাধান। বসকে অন্ধের মত অনুসরণ করে। পুরোপুরি বিশ্বস্ত। এরই ভিতর তার মনে হয়েছে ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে পারে। সেই প্রথম থেকেই ক্রসকে অপছন্দ হয়েছে তার, কিন্তু এই মিশন শুরু করবার পর থেকে এই প্রথম সে নিশ্চিত হলো, লোকটা কালসাপ।

কিছুক্ষণ হলো মার্গোকে খুঁজতে শুরু করেছে জার্গেন। পেল সে বসকে ডেকের নীচে, জাহাজের পোর্ট সাইডে। ক্যাটরিনা ওকে কী যেন বলছে।

তার পাশে পৌঁছে গেল জার্গেন, নিচু স্বরে বলল, 'মার্গো, তোমার বোধহয় একটা ব্যাপার দেখা উচিত।'

মাথা নাড়ল মার্গো। 'এখন না। ঘড়ি অনুযায়ী চলতে হচ্ছে এখন।'

'খুব জরুরি,' বলল জার্গেন। মার্গোর সামনে এসে দাঁড়াল সে। একটা পাহাড়, ঝাড়া তিন শ' পাউণ্ড ওজন ওর। পেশিবহুল। এখন আর ওকে পাশ কাটাতে পারবে না বস

'কী এত জরুরি?' অধৈর্য স্বরে বলল মার্গো।

হাতের তালু খুলল জার্গেন। ওখানে স্ক্র্যাপ লোহা।

ওটা পেয়েছে হোল্ডের ভিতর।

ভুরু কুঁচকে ফেলল মার্গো।

ক্যাটরিনার কথা পরে শুনলেও চলবে।

এখনই সার্চ করতে হবে হোল্ড।

জার্গেন কী বোঝাতে চাইছে বুঝতে শুরু করেছে সে।

তা হলে কি হোল্ডের ভিতর সোনা নেই?

জাহাজের হোল্ডের মই বেয়ে শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে রানা, তখনই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক টেরোরিস্ট। হতবাক ও

হতভম্ব লোকটা চেয়ে রইল রানার দিকে।

'ক্যাসিনো কোনদিকে?' মেঝেতে নেমে জানতে চাইল রানা

ঝট্ করে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল টেরোরিস্ট। কিন্তু তার চেয়ে অনেক দ্রুত রানা। দুটো গুলি করল ও, বুকে গর্ত নিয়ে ধুপ্ করে পড়ল লোকটা। ক্রসের লোক একজন কমল।

মইয়ের কাছে লাশ ফেলে সামনে বাড়ল রানা। করিডোর ধরে এগুতে শুরু করেছে। ছায়ার ভিতর একটু সামনে বাড়তেই ওদিক থেকে দ্রুতপায়ে এল দুই লোক। আঁধারে দেখতে পায়নি রানাকে, পাশ কাটিয়ে গেল।

হোল্ডে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চারপাশে একের পর এক কন্টেইনার।

ওয়ালথার হাতে কন্টেইনারের মাঝের গলি ধরে সামনে বাড়তে শুরু করেছে রানা। মনে মনে বলল, ক্রসকে এখানে পেলে ভাল হতো।

ওর হিসাব অনুযায়ী, মাত্র নয় মিনিট বাকি, তারপর ফাটবে স্কুলের বোমা।

তার আগেই জানতে হবে বোমার কোড, ডিযআর্ম করতে হবে বাইনারি তরলের টাইমার।

কাজটা শেষ হলে ক্রসকে বন্দি করবে, বদমাশটা বাকি জীবন পচবে জেলে। অথচ, উচিত তার মগজ উড়িয়ে দেয়া। সেটা করবে না বলে নিজেকে ভদ্রলোক মনে হলো রানার।

পিছনে দেয়াল রেখে বাঁক ঘুরল ও, তখনই বুঝল সামনে ক্রস নেই, পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে ষাঁড়ের মত এক লোক। গর্জে উঠল ওয়ালথার। ওদিক থেকেও গুলি করা হয়েছে। পাশের এক কন্টেইনারের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। তার আগে তিনটে গুলি করেছে। এক সেকেণ্ড পর ধড়াস্ করে মেঝেতে কারও

পড়বার আওয়াজ পেল।

ধড়মড় করে উঠে বসল রানা, কন্টেইনারের কোনায় ফিরে উঁকি দিল। কয়েক সেকেণ্ড পর নিশ্চিত হলো, আর কথা বলবে না ওই দানব টেরোরিস্ট। উঠে দাঁড়িয়ে আবারও করিডোরে বেরিয়ে এল রানা, রওনা হয়ে গেল নতুন উদ্যম নিয়ে। কিন্তু কয়েক পা যেতেই চোখের কোণে কী যেন নড়ল।

একটা কন্টেইনারের উপর কে যেন!

এক সেকেণ্ড পর টের পেল, ওই লোক এফবিআই-এর ছবির সেই ক্যাসিয়াস মার্গো!

কন্টেইনারের ছাত থেকে উড়ে নেমে এল সে কারাতে লাথির ভঙ্গিতে।

ঝট্ করে সরে যেতে চাইল রানা, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয় ও, মুখের উপর ধুপ করে নামল লাথি।

ছিটকে পিছিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে মেঝের উপর পড়ল রানা।

খট্-খটাং আওয়াজ তুলে মেঝের উপর দিয়ে পিছলে আরেক দিকে চলে গেল ওয়ালথার।

আরেক লাফে রানার বুকে এসে জুড়ে বসল মার্গো। একহাতে পতিত শত্রুর দুই কবজি মেঝের সঙ্গে চেপে ধরেছে, আরেক হাতে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসাল চোয়ালে।

লোকটা ভয়ঙ্কর, গণ্ডারের মত শক্তি— টের পেল রানা, বেকায়দা অবস্থায় ফাঁদে পড়েছে ও!

ক্যাফেটারিয়ার ভিতর বেশ গরম, কিন্তু ওই উষ্ণতার জন্য দরদর করে ঘামছে না বম স্কোয়াডের চিফ টনি রুস্টার। আগেও ঢের চাপের ভিতর কাজ করেছে, কিন্তু আজকের দুপুর একেবারেই

অন্যরকম। শত শত শিশুর জীবন নির্ভর করছে তার হাতে। কিছুক্ষণ হলো বোমার সার্কিটগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। কিন্তু এসব পরীক্ষা কোনও সুফল বয়ে আনছে না।

'তুমি অনেক চালাক, তাই না?' বিড়বিড় করে বলল রুস্টার।

বরফ-ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি ঢালল গলা দিয়ে। কিন্তু মরুভূমি হয়েই থাকল বুকের ভিতর। ঘর্মাক্ত হাতদুটো আবারও ট্যালকম পাউডার দিয়ে শুকিয়ে নিল। তুলে নিল ওয়ায়ার কাটার, সাবধানে কাটতে শুরু করল সরু সব তার। 'ঠিক আছে, সোনা,' বিড়বিড় করছে, 'রাগে না, রাগে না... শান্ত থাকো!'

কিন্তু পাশের অডিটোরিয়ামে দুই দরজায় থেমেছে গ্রিয়ার ও ক্রিস্টি, সামনে এক সারিতে লাইন করে দাঁড়িয়েছে বাচ্চারা।

'ঠিক আছে, মাত্র একমিনিট পর আমরা দারুণ মজা করব,' বলল গ্রিয়ার। 'দেখব কে আগে স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।' হাসল লেফটেন্যান্ট। ঠোঁটের কোণে ক্যাপ্টেন জনসনকে বলল, 'স্যর, হাতে সময় নেই, আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলছি?'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখলেন জনসন।

আর মাত্র তিন মিনিট!

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বাচ্চারা। কী করে যেন বুঝে গেছে বড়রা ভীষণ চিন্তিত। ভয় পেতে শুরু করেছে ওরা।

এবার দেরি না করে ওদেরকে বের করে নিয়ে যেতে হবে। আগেই বোঝানো হয়েছে, কোনও ধাক্কাধাক্কি করা চলবে না। দৌড়ে বেরিয়ে যাবে স্কুল থেকে। যে দশজন আগে যেতে পারবে রাস্তার পাশের ওই মাঠে, তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে।

আর দেরি করবার উপায় নেই, ভাবলেন জনসন। চট্ করে

মাথা দোলালেন গ্রিয়ার ও ক্রিস্টির উদ্দেশে।

হাট করে দুই দরজা খুলে দিল দুই পুলিশ অফিসার।

সামনে বিশাল চওড়া উঠান, ওটা পেরুলে একপাশে মাঠ এবং ওদিকে রাস্তা।

টনি রুস্টারের কথা অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছে, দেড় শ' গজ দূরে সরে যেতে হবে বোমা থেকে।

'ঠিক আছে, এবার!' গলা ছাড়ল গ্রিয়ার, কণ্ঠ শুনে মনে হতে পারে দারুণ মজা করছে। 'আমি যেই বলব, ছুটতে শুরু করবে তোমরা! দেখি কারা প্রথম হয়! তৈরি হয়ে নাও! ...হ্যাঁ, এবার!'

ছিটকে বেরুতে শুরু করেছে ছেলেমেয়েরা, উঠানে পড়ে ছড়িয়ে গেল। প্রাণপণে ছুটছে দূরের মাঠ লক্ষ্য করে। একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে। চারপাশে হৈ-চৈ। মনের ভিতর ভীষণ ভয়। স্কুলে কী যেন হয়েছে। ছুটি দিয়ে দিয়েছেন টিচাররা।

বাচ্চাদের পর পর ছিটকে বেরিয়ে গেছে গ্রিয়ার ও ক্রিস্টি। দু'একজন ছোট বাচ্চা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে, ওদেরকে তুলে নিল ওরা, ছুটতে লাগল আর সবার সঙ্গে।

রাস্তার পাশে ইউনিফর্মড্ পুলিশ তৈরি করেছে নীল ব্যারিকেড। বোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে হবে বাচ্চাদেরকে। হাতের ইশারা করছে পুলিশ-সদস্যরা।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর মাঠের শুরুতে পৌঁছে গেল বাচ্চারা। সামনে ওদের জন্য একগাদা চকলেট, চিপ্স্, আইসক্রিম ও কোল্ড ড্রিঙ্কস্ নিয়ে অপেক্ষা করছে বিশজন পুলিশ

একটু দূরের এক দোকান খালি হয়ে গেছে, মহাখুশি দোকান-মালিক

বাচ্চাদের পর মাঠের মাঝে পৌঁছে গেল গ্রিয়ার, ক্রিস্টি ও

ক্যাপ্টেন জনসন। ঘুরে চাইলেন তাঁরা স্কুল-বাড়ির দিকে।

যে কোনও সময়ে ফাটবে ক্রসের বোমা।

একমিনিট পেরিয়ে গেল।

কোনও বিস্ফোরণ হলো না।

আগুন নেই কোথাও।

ভেঙে পড়েনি স্কুল-দালান।

'লোকটা মিথ্যা বলেছে,' জনসনকে বলল গ্রিয়ার।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'এবার রুস্টারকে চলে আসতে বলতে হবে।' হেডসেটে বললেন, 'বেরিয়ে এসো, টনি। সময় শেষ।'

'আর মাত্র তিরিশ সেকেণ্ড,' জবাবে বলল রুস্টার।

এরই ভিতর চারটে তার কেটেছে। রয়ে গেছে আরও ছয়টা।

টাইমারে দেখিয়ে চলেছে:

০২:০৪

'আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না, টনি!' বললেন জনসন।

'এই তো আসছি,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল বম স্কোয়াডের চিফ। ভীষণ হতাশ লাগছে ওর, প্রায় শেষ করে এনেছিল কাজ। 'আর একমিনিট...' বিড়বিড় করল।

মাঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন জনসন, বেরুচ্ছে না বম স্কোয়াডের চিফ। ঠিক তখনই বলে উঠল ক্রিস্টি, 'হায় ঈশ্বর!'

স্কুল-দালানের দিকে আঙুল তুলেছে সে। পাঁচতলা জানালায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ছেলে!

'ওদেরকে বলো চলে আসতে হবে!' গলা ফাটিয়ে বললেন জনসন।

'ঈশ্বর!' মৃতপ্রায় মানুষের মত কাতরে উঠলেন মিসেস হার্নেন্দেজ। 'জ্যানিটরদেরকে বলেছি ক্লাসরুম তালা দিয়ে

দিতে!'

'চলো!' গ্রিয়ারের দিকে একবার দেখেই ছুটতে শুরু করল ক্রিস্টি হল।

'অ্যাই যে!' গ্রিয়ারের দিকে এক গোছা চাবি বাড়িয়ে দিল এক জ্যানিটর। স্কুলের দিক থেকে আসছে মহিলা।

ক্যাফেটেরিয়া থেকে সরে পড়তে হবে এবার, এমনসময় ইন্টারকমে ক্যাপ্টেন জনসনের কথা শুনল টনি রুস্টার।

তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, ক্যাপ্টেন?'

ওদিকে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল ও।

'দালানে এখনও ছেলে রয়ে গেছে!'

সর্বনাশ!

'আমি থাকছি,' জানিয়ে দিল রুস্টার।

'না! বেরিয়ে এসো, টনি!'

ইন্টারকম অফ করে দিল বম স্কোয়াডের চিফ, আবারও বসে পড়ল বোমার সামনে।

নিজের কাজ তাকে করতেই হবে।

মরতে হলেও!

চারপাশে কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। পোর্টসাইড করিডোর ধরে সামনে বাড়ছে জো, খুঁজছে মর্ডাককে। হাতে সাবমেশিনগান, ভাবতে শুরু করেছে, লোকগুলো বোধহয় জাহাজ ছেড়ে নেমেই গেছে।

ঘুরে দেখেছে বেশ কয়েকটা খালি কেবিন। এখন উঠে এসেছে এক কমপ্যানিয়নওয়েতে। এখানেও সেই একই অবস্থা, কেউ নেই। আরেকটা কমপ্যানিয়নওয়ের কাছে চলে এল জো

একটা ইঁদুরও নেই কোথাও।

কোথায় যেন চলে গেছে সবাই!

হাল ছেড়ে রানাকে খুঁজে বের করবে ভাবছে, এমনসময় হঠাৎ এক লোকের কণ্ঠ শুনল।

ওই লোক মর্ডাক না হয়েই যায় না!

টেলিফোনে কয়েকবার তার কণ্ঠ শুনেছে জো।

বাঁকের ওপাশেই আছে লোকটা।

ধমকের ভঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে কাউকে।

করিডোরের আরেক পাশে পায়ের জোরালো আওয়াজ পেল জো। লোকটা ওর দিকে না এলেই হয়।

সাবমেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসল ওর।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করতে চাইল। আস্তে করে বাঁক নিল, আর তখনই দেখতে পেল মর্ডাককে।

লোকটা পিঠ দিয়ে রেখেছে ওর দিকে।

'খবরদার! নড়বে না!' ধমকে উঠল জো।

ড্রাগস নেয়া দৌড়বিদ বেন জনসনের মত ছুটছে গ্রিয়ার ও ক্রিস্টি, ঝড়ের গতিতে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। দরদর করে ঘামছে ওরা। হাঁপিয়ে চলেছে। এইমাত্র উঠে এল পঞ্চমতলায়। কাছেই দরজায় ছেলেদের ধাক্কার আওয়াজ, চিৎকার শুরু করেছে ওরা।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক গুচ্ছ চাবির ভিতর খুঁজতে শুরু করেছে গ্রিয়ার সঠিক চাবি। অবশ্য এক সেকেণ্ড পর বলে উঠল, 'দুশ্‌শালা!' কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল কবাট।

দেরি না করে খপ্ করে ছেলেগুলোকে ধরল গ্রিয়ার ও ক্রিস্টি, রওনা হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

অবশ্য এক সেকেণ্ড পর বলল গ্রিয়ার, 'সময় নেই! ছাতে ওঠো! পরের দালানে লাফিয়ে পড়ব!'

সিঁড়ি-ঘরে উঠে এল ওরা।

কিন্তু দরজায় মস্ত তালা।

ততক্ষণে ভীষণ ভীত হয়ে উঠেছে ছেলেরা। কাঁদতে শুরু করেছে দু'জন। পিস্তল বের করেই গুলি করল গ্রিয়ার তালার উপর। ছিটকে গেল ওটা। বাচ্চাদের নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছাতে উঠে এল ক্রিস্টি। এক দৌড়ে ওরা পৌঁছে গেল পাশের দালানের কাছে। এক এক করে ছেলেদেরকে পার করতে হবে।

পাঁচতলা নীচে পাকা চাতাল।

ক্যাফেটেরিয়ায় নিজের কাজ থেকে মুখ তুলল টনি রুস্টার। চাপা স্বরে বলল, 'ক্যাপ্টেন, ওরা এখন কোথায়?'

'এখনও ভেতরে,' জানালেন জনসন।

টাইমারের সময় শেষ হতে আর মাত্র একমিনিট। বড় করে দম নিল টনি, হাতে আরও মাখিয়ে নিল ট্যালকম পাউডার। বিড়বিড় করে বলল, 'পৃথিবী সাহসী লোকের জন্য!'

ক্রসের পিঠে সাবমেশিনগান তাক করেছে জো, পিছন থেকে গর্জে উঠল, 'বোমার কোড বলো, মর্ডাক!'

খুবই ধীরে ক্যাটরিনার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল ক্রস, বিস্ময় নিয়ে চাইল জো-র দিকে। আস্তে করে মাথা নাড়ল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তা সম্ভব নয়।'

কেন তা সম্ভব নয়?

মুখ খুলতে চাইল জো, কিন্তু তার আগেই হাসল ক্রস, পরামর্শ দিল, 'কেলে ভূত, নামিয়ে রাখো অস্ত্রটা।'

খেপতে খেপতে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে জো। ট্রিগারের উপর থেকে সরাল না তর্জনী। 'শুয়োরের বাচ্চা! সাদা শুয়োর! তোর মা গিয়েছিল শুয়োরের কাছে! কোড বলবি, নইলে তোর সাদা পাছাটা পাঠিয়ে দেব নরকে!'

ভীষণ গম্ভীর মুখে জো-কে দেখল ক্রস। 'খুব খারাপ গাল দিচ্ছ, কেলে ভূত!' বলেই হাসল, 'যদিও খুব একটা মিথ্যে বলোনি।'

জো বুঝল না এত হাসির কী পেল মর্ডাক।

ও জানে না, সাবমেশিনগানের সেফটি ক্যাচ এখনও রয়ে গেছে সেফ পজিশনে!

খামোকা হিরো হতে চেয়েছে জো।

'আমার কথা শুনবে না যখন, তো গুলি করে মেরেই ফেলো আমাকে,' বলল ক্রস।

তাই করব, ভাবল জো। এই হারামজাদাকে আসলে খুনই করা উচিত! নাক-চোখ কুঁচকে টিপে দিল ট্রিগার।

কিছুই হলো না।

'আগে তো সেফটি অফ করতে হয়,' বলল ক্রস। খপ করে ধরল সে সাবমেশিনগানের নল, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল ওটা। নিজে এবার সেফটি অফ করল, নলটা তাক করল জো-র হাঁটুর নীচে, তারপর গুলি করল।

ভীষণ ব্যথায় কাতরে উঠল জো। হুড়মুড় করে পড়ল ক্রসের পায়ের কাছে।

'এবার শিখে নিলে তো, কীভাবে গুলি করতে হয়?' মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল সে, 'ব্রিজে নিয়ে যাও ওকে

দুপাশ থেকে এগিয়ে এল দুইজন।

আর মাত্র বত্রিশ সেকেণ্ড, একেবারেই অসহায় বোধ করছে টনি রুস্টার। সে যেন রাশান রুলেত খেলছে। পরের চারটে তার কীসের তা নিজেও জানে না।

কোন্‌টা কাটবে আগে?

আর মাত্র সাতাশ সেকেণ্ড বাকি!

তারপরই ফাটবে বোমা!

ড্রামের লাল তরল রওনা হয়ে গেছে ড্রাম ভরা স্বচ্ছ তরলের দিকে।

চোখ বুজে ফেলল টনি রুস্টার, শ্বাস আটকে ফেলেছে।

ঠিক আছে, চার তারের যেটা খুশি কাটবে।

যা খুশি হোক।

আর কী করবার ছিল ওর?

কুট্ করে কেটে দিল সামনের তারটা।

অবাক হয়ে ভাবল, এখনও বেঁচে আছি!

এখনও ফাটেনি বোমা।

উড়ে যায়নি স্কুল-দালান

টিকটিক করে চলছে টাইমার।

মার্গোর চোক হোল্ড থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে রানা, চার হাত-পায়ে সরে যেতে শুরু করেছে, পাগলের মত খুঁজছে ওয়ালথার।

একটু দূরেই আছে ওটা!

কিন্তু পরের দুই ফুট যেতে পারল না, আবারও ওর উপর হামলে পড়ল গণ্ডারের মত লোকটা।

রানার পিঠ ও ঘাড়ের উপর নামছে একের পর এক ঘুষি। মুখের পাশে ঘুষি খেয়ে ধুপ করে পড়ল মেঝেতে। মার খাওয়ার

ভয়েই ঝট্ করে চিত হলো, আর তখনই দুই হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিতে চাইল মার্গোর তলপেটে।

বেদম ব্যথা পেয়ে ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে গেল। আর এই সুযোগে শরীর গড়িয়ে সরে গেল রানা। উঠে বসেই গায়ের জোরে জ্যাব করল মার্গোর পাঁজরে। ওই ঘুষি খেলে সাধারণ মানুষ পাঁচ মিনিট শুয়ে থাকত। কিন্তু পাত্তাই দিল না মার্গো।

রানার সঙ্গে নিজেও উঠে দাঁড়াল সে, ভয়ঙ্কর এক আপারকাট বসিয়ে দিল রানার থুতনিতে। মুখের ভিতর নোনা রক্তের স্বাদ পেল রানা। ওর জোরালো এক হুক নামল মার্গোর পেটে।

হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল মার্গো। তার আগে খপ্ করে ধরে ফেলেছে রানার গলা, সঙ্গে নিয়েছে শত্রুকে। আরেক হাতে কয়েকটা জ্যাব বসিয়ে দিল রানার মুখ ও মাথায়।

'বেঁটে শালা!' একের পর এক ঘুষির ফাঁকে বলছে মার্গো। 'সারাদিন তোকে চোখে চোখে রেখেছি!'

'কিন্তু কিছুই করতে পারোনি,' লড়তে গিয়ে ভীষণ হাঁপিয়ে উঠেছে রানা। ঝট্ করে সরে যেতে চাইল মার্গোর ভয়ঙ্কর ডানহাত থেকে।

সামনে বেড়ে রানাকে বালকহেডে আছড়ে ফেলল মার্গো। কয়েক মুহূর্তের জন্য ফাঁকা হয়ে গেল রানার মগজ। হুঁশ ফিরতেই টের পেল ঠোঁটের উপর পড়েছে ভয়ানক ঘুষি।

'এবার কী করবি তুই?' দাঁতে দাঁত চিপে বলল মার্গো। ঠাট্টার সুর আছে কণ্ঠে। নাকের উপর ঘুষি নামল রানার। 'পুলিশের হয়ে গ্রেফতার করবি আমাকে?' আরেক ঘুষিতে ফেটে গেল রানার গালের চামড়া। 'কীরে! কী করবি?'

পেটে আরেকটা জোরালো ঘুষি খেয়ে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল রানার বুকের সব দম। ছেঁড়া কাপড়ের পুতুলের মত ধুপ করে পড়ল ও মেঝেতে।

শত্রু ধরাশায়ী হতেই তার পিস্তলের খোঁজে গেল মার্গো।

'না, তোমাকে গ্রেফতার করব না,' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। বিশাল এক কন্টেইনারের পাশে আছে ও, এখান থেকে ওকে দেখবে না মার্গো। এক সেকেণ্ড দেরি করল না রানা, ঝট্ করে খুলে দিল কন্টেইনারের ক্লিট লক। ওটাই আটকে রেখেছিল ভারী কার্গো কন্টেইনার।

'আমি তোমাকে খুন করব!' ফিসফিস করল রানা। দুই হাতে ঠেলতে শুরু করেছে কন্টেইনার। রেলের উপর সরসর করে রওনা হয়ে গেল জিনিসটা, আওয়াজ তুলছে গুড়-গুড়। ক্রমেই বাড়ছে গতি!

অস্বাভাবিক আওয়াজ পেয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল মার্গো, একপলক অবাক চোখে দেখল মেইল ট্রেনের মত আসছে কন্টেইনার ওর দিকে। ওটা এতই দ্রুত আসছে, সরতে পারবে না ও। ভয়ঙ্কর জোরালো ধুম্‌ম্‌ম্! আওয়াজ তুলে জাহাজের দেয়ালে গুঁতো দিল কন্টেইনার। হোল্ডের ভিতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শব্দটা। দেয়াল ও কন্টেইনারের মাঝে মুহূর্তে তেলাপোকার মত চেপ্টে গেল ক্যাসিয়াস মার্গো।

বেদম মার খাওয়া রক্তাক্ত রানা টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল, চলে গেল গুলিবিদ্ধ জার্গেনের লাশের পাশে, তুলে নিল লোকটার পিস্তল।

ম্যাগাযিন পুরো ভরা।

টলতে টলতে হোল্ড থেকে বেরুল ও, বেয়ে উঠতে শুরু করল মই।

'যার সাহস নেই, তার জন্যে এই জগৎ নয়,' বিড়বিড় করে বলল বম স্পেশালিস্ট টনি রুস্টার। পলকের জন্য মনে পড়ল ওর ছোট্ট ছেলে ও তার মাকে।

চাপা শ্বাস ফেলল টনি, আর দেখা হবে না ওদের সঙ্গে।

টাইমারে আর মাত্র বিশ সেকেণ্ড!

ট্যাঙ্কের পাশে রয়ে গেছে আরও তিনটে তার। ডানপাশের তারটা বেছে নিল রুস্টার, কুট করে কেটে দিতে চাইল। কিন্তু এই তার অনেক বেশি শক্ত। ওয়ায়ার কাটার দাঁত বসাতে পারছে না।

হাতের আরও চাপ তৈরি করল টনি। ট্যাঙ্কের পাশ থেকে দুপ্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল প্লাগ। ট্যাঙ্কের ভিতর থেকে ছিটকে পড়তে শুরু করেছে বিস্ফোরক।

লাল তরলে ভিজে গেল টনি। ঠোঁটে মিষ্টি স্বাদ। অবাক হয়ে বলল, 'প্যানকেক সিরাপ?'

আর তখনই যিরো হয়ে গেল টাইমার।

বিস্ফোরণ হলো।

চারপাশে ছিটকে গেল চিনিভরা লাল ও স্বচ্ছ তরল!

প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ব্রিজের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, তৈরি রেখেছে পিস্তল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। ফোনের সামনে চলে গেল ও, যিরো বাটন টিপে যোগাযোগ করতে চাইল অপারেটারের সঙ্গে।

লাইন পেতেই বলল, 'অপারেটার! আমি মাসুদ রানা, এনওয়াইপিডি! দেরি না করে কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করুন! ফোন ব্যস্ত থাকলে নিজে যাবেন!'

মহিলার প্রশ্নের জবাবে দ্রুত বলল, 'ঠিকই বলেছেন! ইমার্জেন্সি! আমি আছি লং আইল্যাণ্ড সাউণ্ডে এক জাহাজে! চারপাশে দশ-বারোজন টেরোরিস্ট! নিয়ে চলেছে এক শ' বিলিয়ন ডলারের চোরাই সোনা!'

বোকা হয়ে গেছে অপারেটার মহিলা। 'আমি কি তা হলে লাইনে থাকব?'

'থাকুন, আগে যোগাযোগ করুন কোস্ট গার্ডের সঙ্গে।'

মহিলা ফোনের বাটন টিপতে শুরু করেছে, এই সুযোগে ব্রিজের উপর চোখ বোলাল রানা। পিছনের জানালা দিয়ে চাইল স্টার্নের দিকে। আরেকটু হলে হাত থেকে পড়ে যেত পিস্তল। হতবাক হয়ে গেছে ও।

পার্কে যে বোমা পেয়েছিল, ঠিক তেমনই একটা এখন ঝুলছে খোলা কার্গো হ্যাচের উপরের ক্রেনে।

তফাৎ হচ্ছে, এটা অন্তত বিশ গুণ বড়!

হঠাৎ তখনই একটা ধাঁধার জবাব পেয়ে গেল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'তাই?' আবারও ফোনের দিকে ঘুরে গেল ও, বলল, 'মিস, ওদেরকে আরও বলবেন, স্কুলের ওই বোমা আসলে নকল।'

কথাটা মাত্র শেষ করেছে রানা, মুখ তুলে দেখল ওকে ঘিরে ফেলা হয়েছে চারপাশ থেকে। ক্রসের লোক এরা, প্রত্যেকে সশস্ত্র। তাদের ভিতর এক মেয়েকে দেখল রানা। মার্গোর প্রেমিকা ক্যাটরিনা। এইমাত্র পিস্তল হাতে ঢুকেছে। সামনে জো। খুঁড়িয়ে চলেছে ও। ওর মাথার পিছনে পিস্তলের নল ঠেসে ধরেছে মেয়েটা। এই দু'জনের পর ভিতরে ঢুকল ক্রস।

'কী খবর, রানা?' জানতে চাইল লোকটা।

আর তখনই রানার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল ক্রসের

এক লোক।

চট্ করে নড়তে গেল না রানা।

অন্তত ছয়টা পিস্তল ওর দিকে তাক করা।

'লাইনে আছে মেরিন অপারেটার,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'তোমার খেলা শেষ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা,' হাসল ক্রস। 'আমি খুশি যে অপারেটার এখনও লাইনে। পুলিশের ফোনে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারছিলাম না।' হাতের ইশারা করল সে।

দুই লোক খপ্ করে ধরল রানার ঘাড় ও হাত, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল জো-র পাশে।

জো-র পা থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। কুঁচকে রেখেছে মুখ। নিচু স্বরে বলল, 'সরি, রানা, কোনও সাহায্যে এলাম না।'

রানার দিকে চেয়ে ভুরু নাচাল ক্রস, ডেস্ক থেকে তুলে নিল ফোনের রিসিভার, বলল, 'অপারেটার? আমি ডাবলিউ পি. ক্রস বলছি। ...হ্যাঁ, সোনা, যাকে সবাই বলছে টেরোরিস্ট। ...এই কল রেকর্ড করছ তো? যদি না করে থাকো, শুরু করো। জরুরি কিছু কথা বলব।'

ক্রসের হাতে বেরিয়ে এল এ-৪ কাগজ, ওটা থেকে পড়তে শুরু করল সে, 'এই চিঠি নাৎসি দলের, তোমাদের মত নিকৃষ্ট মানুষের জন্য। আমরা তোমাদের স্কুলে সামান্য মশকরা করেছি। মনে করি না ভবিষ্যতে এমন আবারও করা হবে। তা যাই হোক, তোমরা পশ্চিমারা বছরের পর বছর ধরে দুনিয়ার সব দেশ থেকে চুরি করে এনেছ রাশি রাশি সোনা, ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করেছ অন্য দেশের মানুষকে, না খাইয়ে রেখেছ। কিন্তু আজ আমরা তোমাদের কাছ থেকে সে সোনার বড় একটা অংশ সরিয়ে নিলাম। ...না, নিজেদের জন্য নয়। তোমাদের শাস্তি

দেয়ার জন্য। আগামী পনেরো মিনিট পর তোমাদের ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্কের সমস্ত সোনা নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এই জাহাজ। জানি তোমাদের অর্থনীতি মস্ত এক ঝাঁকির ভিতর পড়বে, এটা অবশ্য অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। যদি কখনও পারো সাগরের তলা থেকে উদ্ধার করে নিয়ো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সোনা। যদি দেখতে চাও জাহাজ উড়ে যাওয়ার দৃশ্য, আমাদের তরফ থেকে রইল আমন্ত্রণ।'

কাগজ ভাঁজ করে নিল ক্রস, অপারেটারের উদ্দেশে বলল, 'তুমি কি একইসঙ্গে কর্তৃপক্ষ এবং মিডিয়াগুলোতে খবর দিতে পারবে? ...তাই? থ্যাঙ্ক ইউ, ডিয়ার।'

ফোনের ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, ঘুরে দেখল দলের সবাইকে। 'হোল্ডে নিয়ে রাখো বোমাটা। কোর্স অনুযায়ী অটোপাইলট সেট করো। তার পর চলে আসবে, আমাদের লঞ্চ তৈরি।'

দু' মিনিট পর হোল্ডের ভিতর নেমে গেল বাইনারি বোমা। অস্ত্রের মুখে রানা ও জো-কে হোল্ডে নামিয়ে আনল ক্রস ও ক্যাটরিনা। রানা দেখল, একটা বালকহেডের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়েছে বোমা।

ক্যাটরিনার দিকে চেয়ে ইশারা করল ক্রস।

হাঁ করে চেয়ে রইল জো।

বোমার ভিতর তার ও টাইমারের সংযোগ দিতে শুরু করেছে ক্যাটরিনা।

'তোমরা আমাদেরকে উড়িয়ে দেবে বোমা দিয়ে?' অবাক স্বরে বলল জো।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবে না।'

'কিছুই বিশ্বাস করতে হবে না তোমাদের,' একটু অভিমান নিয়ে বলল ক্রস। 'তোমরা হয়ে যাবে জাহাজের অংশ। আগামী কয়েক বছর ধরে ড্রেজিং করে সাগর থেকে সোনা তুলতে চাইবে আমেরিকান সরকার। বর্তমানের সোনার বাজার বিশাল এক হোঁচট খাবে। ভেবে দেখো, কেমন বাড়বে মিডল ইস্টের তেলের দাম? স্রেফ পাগল হয়ে যাবে পশ্চিমারা।'

'এসবের সঙ্গে বাচ্চাদেরকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার কী সম্পর্ক?' বলল রানা।

আহত ভঙ্গিতে চাইল ক্রস। 'কে চাইবে কচি সব শিশুদের ক্ষতি করতে?'

'নিশ্চয়ই তোমার ভাই মরার সঙ্গেও এর কোনও সম্পর্ক নেই?'

কর্কশ স্বরে হেসে ফেলল ক্রস। দুই চোখে চকচক করছে কৌতুক।

ঘৃণা বোধ করল রানা লোকটার প্রতি।

'সুদূর পরিকল্পনা করার সাধ্য ছিল না চার্লসের, হোক না সে আমার ভাই,' বলল ক্রস। 'তা ছাড়া দু'জন দু'জনকে পছন্দও করতাম না।'

'তোমার ভাই ছিল লোভী ও নির্বোধ, আর তুমি হয়েছ সাইকোপ্যাথ,' মন্তব্য করল রানা। 'দারুণ পরিবার। মা কেমন ছিল তোমাদের?'

হঠাৎ করেই থেমে গেল আলাপচারিতা। বরফের মত ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে চাইল ক্রস। বোমার তারগুলো সংযুক্ত করে ফেলেছে ক্যাটরিনা। পিছনের এক লোককে নির্দেশ দিল ক্রস, 'হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে ওদের হাত আটকে দাও পাইপের সঙ্গে।'

একজন এল না, এল চারজন, ঘাড় ধরে মেঝেতে শুইয়ে

দিল রানা ও জো-কে। খুশি হলে বস্ তাদেরকে বাড়তি টাকা দেবেন, সেটাই বোধহয় আগ্রহের কারণ।

পাইপের দু'পাশে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে রানা ও জো। পাইপের নীচ দিয়ে হ্যাণ্ডকাফ নিয়ে দু'জনের ডান কবজিতে আটকে দিল তারা, অন্য কাফ আটকে দিল পাইপের সঙ্গে।

কবজি মুচড়ে দেয়ায় ব্যথা পেয়েছে রানা। চট্ করে চাইল ক্রসের মুখে। 'জানতাম তুমি প্রতিশোধের জন্য এসব করছ না।'

'ভুল, ভাইকে পছন্দ করা না করা এক কথা, কিন্তু আর কেউ তাকে মেরে ফেললে সেটা একেবারেই অন্য প্রসঙ্গ হয়ে যায়,' বলল ক্রস।

রাগ নিয়ে লোকটার দিকে চাইল জো। প্রায় আপত্তির সুরে বলল, 'আর আমি? আমি ওই লোককে জীবনে দেখিনি!'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রস। 'আজ তোমার দিন মন্দ। তবে কপাল ভাল যে এত কম কষ্টে ঈশ্বর মিলনে যেতে পারছ।' রানার দিকে চাইল। 'শেষ কোনও ইচ্ছে, রানা?'

এফবিআই-এর লোকগুলোর কথা মনে পড়ল রানার। ক্রসের মাইগ্রেন আছে। স্বাভাবিক স্বরে বলল ও, 'তোমার কাছে অ্যাসপিরিন আছে? ভীষণ মাথা ধরেছে।'

মৃদু হাসল ক্রস। ভঙ্গি দেখে মনে হলো স্বয়ং ঈশ্বর। পারলে যে যা চাইবে তাই দিয়ে দেবে। 'কয়টা চাই?' বলল ক্রস। কোট থেকে বের করল এক বোতল অ্যাসপিরিন। গুঁজে দিল রানার বুক পকেটে। 'পুরো বোতলটাই রাখো।'

সত্যি, সবকিছু দারুণ লাগছে ক্রসের। সবই গুছিয়ে নিয়েছে। বদলে পেয়েছে কোটি কোটি ডলারের সোনার বার। ক্যাটরিনা রওনা হয়ে গেছে হোল্ডের মইয়ের দিকে। হাতের ইশারা করল ক্রস নিজ লোকদের উদ্দেশে।

এবার ডেকে উঠে নেমে পড়বে ওরা লঞ্চে।

দলের অন্য লোকগুলো মই বেয়ে উঠে যেতেই প্রথম ধাপে পা রাখল ক্যাটরিনা, আর ঠিক তখনই পাশের এক হ্যাচ খুলে গেল, বেরিয়ে এল ক্যাসিয়াস মার্গো।

'ক্রস!' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

আবারও মার্গোকে দেখবে, ভাবেনি টেরোরিস্ট। সব সুতো গুটিয়ে নিয়েছে সে, কিন্তু মাঝখানে এই গিঁঠ আবার এল কোত্থেকে?

মার্গোর পিস্তলটা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলো ক্রসের।

'সোনাগুলো কোথায়?' দাবির সুরে বলল মার্গো।

একটা কথাও বলল না ক্রস।

'এই শুয়োরের বাচ্চা আমাদেরকে ঠকিয়েছে,' ক্যাটরিনাকে বলল মার্গো। 'কন্টেইনারগুলোর ভিতর এই জিনিস। সব স্ক্র্যাপ লোহা।' বামহাত বাড়িয়ে দিল সে, তালু খুলে দেখাল।

ঠিকই বলেছিল জার্গেন। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

ক্যাটরিনা জানত এমন সময় আসবেই, সেজন্য তৈরিও ছিল, একবার দেখল লোহার টুকরো, আরেকবার চাইল ক্রসের দিকে। পরক্ষণে মুক্তা খচিত ওয়ালথার তাক করল ক্রসের বুকে।

সব বলে দিল ক্রসের চোখ।

ঘুরেই গুলি করল ক্যাটরিনা।

তবে ক্রসকে নয়, মার্গোর বুকে।

পর পর তিনটে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল মার্গো।

'চলো, যাওয়া যাক,' বলল ক্রস।

সত্যিকারের ভদ্রলোকের মত ডেকে উঠবার পর হাত বাড়িয়ে ক্যাটরিনার কনুই ধরে চলল লঞ্চের উদ্দেশে।

এই দৃশ্য পুরনো হয়ে গেছে রানার কাছে। বিরক্তি লাগছে এখন। জো আর ও চুপ করে চেয়ে আছে টিকটিক করে নীচের দিকে যাওয়া টাইমারের দিকে।

একটু পর ফাটবে বোমা।

এবারেরটা সত্যিকারের।

টাইমার দেখিয়ে চলেছে, সময় বাকি ৯ মিঃ ২৫ সেকেণ্ড।

'সকালে ঘুম থেকে উঠে ভালই লাগছিল,' তিক্ত স্বরে মন্তব্য করল জো। 'শেষমুহূর্তে সান্ত্বনা ছিল, ডুবছি এক শ' ছেচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের সোনা বুকে নিয়ে। শালার কপাল! এখন শুনছি সোনা নয়, সব লোহা!' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল ও।

আস্তে করে বলল রানা, 'অবস্থা আরও খারাপ, জো। শুধু লোহা না, মরতে হচ্ছে তামাটে পাছা এক লোকের সঙ্গে।'

প্রায় রেগেই গেল জো। 'কে বলেছে তোমার সঙ্গে মরতে আমার আপত্তি?' গলার স্বর পাল্টে বলল, 'কিন্তু... গেল কোথায় ওগুলো?'

'লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান,' বলল রানা। 'ওর পরিবারের সবকটা ওর মতই ছিল। ছোট দুই বোন খুন করেছে তাদের স্বামীদেরকে। ...কে জানে কোথায় সরিয়ে নিয়েছে এক শ' ছেচল্লিশ বিলিয়ন ডলারের সোনা! এখন সবাইকে বোঝাতে চাইছে উড়িয়ে দিচ্ছে সব, তলিয়ে যাচ্ছে সাগরে।'

ভীষণ বিরক্তি বোধ করছে জো। অবাক লাগছে ওর।

আরে! এখন এসব ভাবছেই বা কেন?

নয় মিনিট পর ওরা হাজির হবে স্বর্গের মেইন গেটে।

ব্যাটা দেবদূত ওখানে ঢুকতে দেবে কি না, কে জানে!

'কিন্তু... সোনাগুলো গেল কোথায়?' আবারও বলল জো।

মন সরিয়ে নিতে চাইছে বোমার উপর থেকে।

'ডকে পৌঁছবার পর মাল সরিয়ে লোহা রেখেছে,' বলল রানা।

'তাতে আমার খুশি হওয়া উচিত?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো।

'তা নয়,' বলল রানা। 'তবে বুঝতে পারছি, এযাত্রায় মরছ না তুমি। হরেক রকম চিন্তা চলছে তোমার মাথায়, এটা ভাবছ, ওটা ভাবছ... মরার চিন্তা কই! তা হলে মরবে কী করে?'

'তুমি ঠাট্টা করছ,' গোমড়া মুখে বলল জো।

রানা জানে, হুডিনির সাহায্য না পেলে আর বাঁচার কায়দা নেই। চুপ করে থাকল।

'তুমি কোনও কৌশল জানো?' হঠাৎ বলল জো, 'হ্যাণ্ডকাফ থেকে ছুটে যাওয়ার?'

'জানি। চাবি পেলে সম্ভব, তুমি তালা খুলতে পারো না? কালোদের অনেকেই কিন্তু পারে।'

'দুশ্‌শালা, ফালতু কথা বাদ দাও।' এ মুহূর্তে এসব শুনতে মন চাইল না জো-র।

'তালা খুলতে পারো, না পারো না?'

'পারি, যদি ঠিক যন্ত্র থাকে,' স্বীকার করল জো।

নিজে পারবে না রানা, রক্তাক্ত বাম কাঁধের দিকে চাইল। ওখানে মাংসের ভিতর এক ইঞ্চি গেঁথে আছে কেবলের সরু এক স্প্লিণ্টার।

'একমিনিট,' বলল রানা। কাঁধ উঁচু করল, ঘাড় নিয়ে গেল ওদিকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল স্প্লিণ্টার। ঝট করে পিছিয়ে নিল মুখ, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। ভীষণ লেগেছে।

দুই ইঞ্চি তারের মত জিনিসটা বের করে এনেছে ও।

দুই দাঁতে ধরে জো-র দিকে বাড়িয়ে দিল।

'চেষ্টা করে দেখো।'

ধীর গতিতে কাজ শুরু করল জো। ঘামে ভিজে গেছে ওর আঙুলগুলো।

প্রায় অন্ধকারে কাজ করতে হচ্ছে।

পিছনের ওই তালা দেখতেও পাচ্ছে না।

কয়েক সেকেণ্ডে বুঝে গেল, আসলে আশা নেই ওদের।

'তুমি পুলিশ হতে পারো, কিন্তু খারাপ মানুষ ছিলে না,' মন্তব্য করল জো।

'এখনও মরিনি, আর আমি পুলিশও নই,' বলল রানা।

'তা হলে কী?'

'ভাবতে যেয়ো না মরবে,' জবাবে বলল রানা। 'আরেকটা কথা, পুরো মিথ্যা বলেছি আমি তোমাকে।'

'কীসের ব্যাপারে?' রানার দিকে ঘুরে গেল জো-র মুখ।

আর মিথ্যা বলা ঠিক নয়, ভাবল রানা।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ওই বোমা আসলে হারলেমে ছিল না। ওটা ছিল চায়নাটাউনে।'

ভীষণ আপত্তি নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে চাইল জো। 'শালা! তুমি...' চুপ হয়ে গেল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ভেবেই বা কী করব? কপালে ছিল তামাটে পাছা এক লোকের সঙ্গে মৃত্যু!'

'বলবে না আমি গাধার পাছা?' বেশ খুশি খুশি মনেই বলল রানা।

'কপালই মন্দ, কিন্তু মরছি ভাল বন্ধুর পাশে, তাই বা কম কী?'

আর দু'মিনিট পর বোমা ফাটবে।

টাইমার দেখিয়ে চলেছে: ০১:৫৯।

'তুমি কি বিবাহিত, রানা?' জানতে চাইল জো। কাজের ফাঁকে নিজের মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে চাইছে।

'না, কিন্তু ভাল লাগে অনেক মেয়েকেই।'

'আশ্চর্য! মেয়েরা কী করে যে তোমাকে সহ্য করে!'

'আর সহ্য করতে হবে না কারও।'

হ্যাণ্ডকাফের তালার একটা সিলিণ্ডারে কাজ শুরু করেছে স্প্লিণ্টার। 'যদি কখনও বিয়ে করো, তোমার বউকে বোলো: কালো এক লোক তোমার বন্ধু ছিল। নাম ছিল তার জো মাইনার।'

পরক্ষণে খট্ করে খুলে গেল রানার হ্যাণ্ডকাফ।

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা, অবাক হয়ে ভাবল, মুক্ত হয়ে গেছে ও!

'যাহ্!' বলল জো।

'কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

'ভেঙে গেছে তারটা। আরেকটা আছে?'

'না, আর নেই,' চট্ করে টাইমারের দিকে চাইল রানা।

সময় ০১:২০।

যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে জো। হতাশা চেপে বলল, 'বেরিয়ে যাও, রানা।'

'অন্য কোনও উপায় খুঁজতে হবে,' বলল রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর তাড়া দিল জো, 'যাও তো, রানা!'

'তোমাকে রেখে যাব না!' রেগে গেল রানা। 'আমাদেরকে মরতে হবে না! চিন্তা করে বের করো কীভাবে...'

টাইমার দেখিয়ে চলেছে ০০:৫৯।

জো অন্তর দিয়ে বুঝল, সত্যিই এই রানা লোকটা পাগল। কিন্তু ভাল পাগল। বন্ধুকে ফেলে যাবে না কিছুতেই।

'হয়তো ইঞ্জিনরুমে টুলস্ আছে,' বলল জো।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'সময় নেই।'

লাল তরল মিশতে শুরু করেছে স্বচ্ছ তরলের ভিতর।

চট্ করে চারপাশ দেখে নিল রানা। একটু দূরে একটা চার্ট টেবিলের উপর ন্যাভিগেটরদের কাঁটা-কম্পাস পড়ে আছে।

লাফ দিয়ে গিয়ে ওটা ধরল রানা, চলে গেল বোমার ওপাশে। কালিপার ব্যবহার করে ফুটো করে দিল লাল তরলের ট্যাঙ্কে। টিপটিপ করে পড়তে শুরু করেছে তরল।

টাইমার দেখিয়ে চলেছে ০০:৪৮।

ভীষণ শুকিয়ে গেছে জো-র মুখ। খসখস করছে জিভ।

'পালাও, রানা!'

'তোমাকে নিয়েই পালাব,' আবারও জানিয়ে দিল রানা।

'তুমি শালা আসলে পুরোই পাগল!'

দ্বিতীয় ট্যাঙ্কে ফুটো করল রানা। কয়েক ফোঁটা তরল বেরিয়ে এল। খুব সাবধানে ক্যালিপারের ডানদিকের বাহুতে ফেলল এক ফোঁটা লাল তরল। অন্য পাশে এক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল।

'শালা তুমি গাধা!' ধমক দিল জো। ওর মনে পড়েছে পুলিশ স্টেশনে কেমন বিস্ফোরণ হয়েছিল।

'চোখ বন্ধ করো, জো।'

বন্ধুর পাশে এসে বসে পড়েছে রানা।

এক সেকেণ্ড পর জো-র হ্যাণ্ডকাফের চেইনে টোকা দিল রানা ক্যালিপার দিয়ে।

বুম্!

জোরালো আওয়াজ হয়েছে। চারপাশ ভরে গেছে ধোঁয়ায়।

দু'টুকরো হয়ে গেছে জো-র হ্যাণ্ডকাফের চেইন।

ওরা মরেনি দেখে ঝট্ করে জো-কে টেনে তুলল রানা।

টাইমার নেমে এসেছে ০০:৩৭ সেকেণ্ডে।

'চলো পালাই!' তাড়া দিল রানা।

দু'জনই আহত, খোঁড়াতে খোঁড়াতে রওনা হয়ে গেল, মই বেয়ে উঠতে শুরু করেছে দ্রুত।

উপরের শেষ রাং-এ হাত ফস্কে গেল জো-র।

এক সেকেণ্ড পর ওকে কাঁধে নিয়ে ডেকে উঠে এল রানা।

গড়িয়ে পড়েছে ওরা, পরক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েই ছুট দিল স্টার্নের দিকে।

পরের দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল ওরা সাগরে।

বাতাসে ভাসছে ওরা, এমনসময় বিস্ফোরিত হলো গোটা জাহাজ।

ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শক ওয়েভ উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে অনেকটা দূরে ফেলল ওদেরকে।

ঝপাস্ করে পড়ল ওরা পানিতে, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান। টুপ করে ডুবে গেল। ক্রমেই নীচের দিকে যাচ্ছে। ওদের চারপাশে পানির উপর ঝরঝর করে পড়ছে জঞ্জাল।

কয়েক সেকেণ্ড পর সল্টওয়াটার জাঙ্কইয়ার্ডে ঠাঁই হলো ওদের। পরের সেকেণ্ডে হঠাৎ নড়ে উঠল রানা।

হুঁশ ফিরেছে।

এক ঢোক পানি ফুসফুসে ঢুকতেই বাতাস নেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠল। বুঝতে পারছে না কোথায় আছে। উপরের দিকে চাইল। ওদিকে রোদ। ও আছে পানির নীচে।

পাশেই বালির ভিতর পড়ে আছে জো।

ওর চুল ধরে ঝাঁকি দিতে শুরু করল রানা।

কোনও সাড়া নেই।

পানির নীচে সব থমথমে।

কী শান্তি!

কত দূরে পৃথিবীর ফালতু ব্যস্ততা!

একহাতে জো-র কাঁধ জড়িয়ে ধরল রানা, লাফিয়ে উঠে মাটি ছেড়েই ঝড়ের গতিতে নাড়তে শুরু করেছে দুই পা।

রওনা হয়ে গেছে ও উপরের দিকে।

ওদিকে আছে সূর্যের আলো। বাতাস, বাতাস খুব দরকার।

বিশ সেকেণ্ড পর পানি সমতলে ভুস্ করে উঠে এল রানা। বড় করে দম নিল। বগলের নীচে নড়ে উঠেছে জো।

সরে গেল সে। নিজে থেকে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

একবার পরস্পরের দিকে চাইল ওরা।

চারপাশে এক মাইলের ভিতর কিছুই নেই।

পানির সঙ্গে মিশে আছে ধোঁয়া।

হালকা জঞ্জালগুলো ভাসছে ঢেউয়ের ভিতর।

ক্রসের জাহাজ উধাও হয়েছে।

'চলো, তীরে উঠতে হবে,' বলল রানা।

ওর পাশে তিন হাত-পায়ে সাঁতরাতে শুরু করল জো।

চোদ্দ

আকাশ মরাটে ধূসর, হাঙ্গেরির মেডইভেল শহর বিসট্রিয়ার বুকে নেমে আসছে সাদাটে পর্দার মত কোমল তুষার। কোবল স্টোন দিয়ে বাঁধানো পথে হাঁটছে কেউ কেউ। অলস পায়ে থামছে কেউ, আলাপ করছে বন্ধু বা প্রতিবেশীদের সঙ্গে। মেইন স্কয়্যারে গল্প করছে অনেকে। বড় শান্তিময় পরিবেশ।

হঠাৎ স্কয়্যারে এসে থামল দুটো গাড়ি।

সবাই ঘুরে চাইল দুই গাড়ির দিকে।

আরোহীরা ভিতর থেকে নামছে না। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পর নেমে এল এক যুবক। চারপাশ দেখে নিল সে।

এই ছোট শহর যেন উঠে এসেছে গত শতাব্দি থেকে। আধুনিক কোনও ব্যস্ত শহরের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া লাগেনি বিসট্রিয়ার বুকে।

স্কয়্যারের মাঝে ব্যারোকো স্টাইলের প্রাসাদ। ওটার চূড়া কয়েক মাইল দূর থেকেও চোখে পড়ে। প্রাসাদের উল্টোদিকে বিখ্যাত এবং প্রাচীন বার।

প্রায় প্রতিদিন ওখানে জড় হয় স্থানীয়রা, জমে ওঠে আড্ডা। সকাল থেকেই কেউ কেউ চলে যায় ওখানে, টেবিল দখল করে খবরের কাগজ পড়ে, বা সঙ্গী দাবাড়ুর সঙ্গে লিপ্ত হয় মগজ-যুদ্ধে।

ডিসেম্বরের এই হিম শীতে বারের ভিতর খদ্দের নেই বললেই চলে। বিয়ার নিয়ে বসে আছে মাত্র দু'চারজন। অবশ্য দূরে একটা টেবিল দখল করে বসেছে এক অচেনা লোক। নাকের কাছে ধরেছে

সে দৈনিক পত্রিকা। এই লোকটা শহরে এসেছে বেশ কিছু দিন, কিন্তু কারও সঙ্গে মেশে না।

'আপনার কনিয়াক,' বলল ওয়েইট্রেস।

কী ব্র্যাণ্ডের মদ দিতে হবে, বলেনি লোকটা।

প্রথমবার এখানে এসেই জানিয়ে দিয়েছে কী চাই। প্রতিদিন আসে সে, পেগের পর পেগ পেটে ঢেলে চুপ করে বসে থাকে। কারও সঙ্গে কথা বলে না।

'ধন্যবাদ,' খবরের কাগজ নামিয়ে মিষ্টি হাসল ডাবলিউ পি. ক্রস। 'আর আজ তোমাকে দারুণ সুন্দর লাগছে।'

গোলাপের মত লালচে হয়ে গেল ওয়েইট্রেসের দুই গাল।

খদ্দেররা বেশিরভাগ সময়েই ভাল টিপ্‌স্ দেয় না।

কিন্তু এই ভদ্রলোক একেবারেই অন্যরকম।

টেবিলে গ্লাস রাখল মেয়েটি। পাশেই এক বোতল ব্র্যাণ্ডি।

ঝুনঝুন করে বেজে উঠেছে বারের দরজার ঘণ্টি।

আরও এক খদ্দের এসেছে।

অ্যাশট্রের ভিতর আধ পোড়া সিগারেট ঠুসে দিল ক্রস। গ্লাসে ঢেলে নিল দেড় পেগ কনিয়াক। মুখ তুলতেই বিস্ফারিত হয়ে উঠল ওর চোখ। ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মাসুদ রানা।

বোতলটা তুলে নিল বাঙালি এজেন্ট। লেবেলটা দেখল। 'লুই আঠারো। প্রতি গ্লাসের দাম পড়ে দেড় শ' ডলারেরও বেশি।'

চট্ করে বারের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল ক্রস।

একা এসেছে মাসুদ রানা?

না, আর কেউ তো নেই।

পরিচিত কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না।

'নেবে এক গ্লাস?' জানতে চাইল ক্রস।

'খুব একটা পছন্দ করি না,' চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল রানা।

ওর দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে ক্রস। ওর মনে হচ্ছে সাগরের গভীর থেকে উঠে এসেছে ভয়ঙ্কর কোনও প্রেতাত্মা। সামলে নিয়ে বলল, 'চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। পুরোপুরি তাজা।'

জবাব দিল না রানা। ও তাজা সেজন্য ক্রসকে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। এ লোকের কারণে ওর ছিন্নভিন্ন লাশ মাছের পেটে হজম হয়ে যাওয়ার কথা।

'বুঝতে পারছি তুমি পুরো ফিট,' একটু আড়ষ্ট শোনাল ক্রসের কণ্ঠ। প্রসঙ্গ পাল্টে নিল, 'ক্যাপ্টেন জনসন কেমন আছেন? আর তোমার বন্ধু জো?'

রানা খেয়াল করল, মাথার তালু টিপতে শুরু করেছে ক্রস। মাইগ্রেন শুরু হয়েছে বোধহয়।

মৃদু হাসল রানা। 'কখনও কখনও কঠিন হয়ে ওঠে জীবন, তাই না, ক্রস?'

'কী রকম?'

'এই যেমন এখন।'

বার কয়েক কপাল টিপে নিল ক্রস, তারপর বলল, 'তোমার বন্ধু জো কেমন আছে?'

'ভাল। ওর ভাস্তেরা ভাল রেযাল্ট করছে।'

আরেকবার চট্ করে বারের চারপাশ দেখে নিল ক্রস। 'তো হঠাৎ কী মনে করে?'

'জো-র তরফ থেকে একটা জিনিস দিতে।'

'কী সেটা?'

'দেব। আগে আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

'রানা এজেন্সির ছেলেরা তোমার টেরোরিস্ট বান্ধবীর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল।'

'তো?'

'জরুরি কিছু কথা বলেছে সে।'

'কম কথাই বলে ও,' বলল ক্রস। 'পাগল হয়ে থাকে বিছানায়...'

'তোমার সেক্স লাইফ নিয়ে গল্প শুনতে চাইনি,' বলল রানা।

চুপ করে চেয়ে রইল ক্রস।

'সোনাগুলো খুঁজে পেয়েছে ওরা। ওসব এখন ফেডারাল রিযার্ভ ব্যাঙ্কের ভল্টের দিকে রওনা হয়ে গেছে।'

'তাই? তা হলে আগামী দশ বছর ধরে সাগর ড্রেজ করবে না নেভি?'

'না, তা করবে না। জাহাজে সোনা ছিল না। সব ছিল কানাডার এক জঙ্গলের ভিতর।'

ভীষণ মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে, শুকনো স্বরে বলল ক্রস, 'কংগ্র্যাচুলেশন্স!'

'সব ছোট টুল্‌স্ হিসাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সহজেই পেরিয়ে গেছে বর্ডার।'

চট্ করে পাশ থেকে সেলুলার ফোন তুলে নিল ক্রস।

'ফোন করে লাভ নেই,' বলল রানা। 'তোমার দলের চারজন মরেছে মাত্র একঘণ্টা আগে। আরও দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুলিশ স্টেশনে।'

ফোন চলে গেল ক্রসের বুক পকেটে। মিথ্যা বলছে না

মাসুদ রানা।

'তো এখন কী করবে?' জানতে চাইল ক্রস।

'ঋণ শোধ।'

লোকটা খুন করতেই এসেছে, ঝট্ করে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াল ক্রস।

একই সময়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পুরো টেবিল উল্টে ফেলে দিল ক্রসের উপর।

টেবিল ও চেয়ার নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ক্রস মেঝেতে।

এক সেকেণ্ড পর ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা, ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে হাতে। পরক্ষণে গুলি করল ক্রসের ডান হাঁটুর বাটির উপর।

'শোধ করে দিলাম জো-র ঋণ,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

বিশ্রী ভাবে মুখ কুঁচকে ফেলেছে ক্রস। ব্যথায় কপালে উঠেছে চোখ।

আর ঠিক তখনই বারে এসে ঢুকল ছয় হাঙ্গেরিয়ান পুলিশ। ঝড়ের গতিতে এল তারা।

তাদের দু'জন মেঝেতে গেঁথে ফেলল ক্রসকে। ডানদিকের পুলিশ দেরি না করে টেরোরিস্টের হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তল।

'এবার আমেরিকায় সুন্দর এক জায়গা পাবে তুমি,' বলল রানা। চলে গেছে বারের দরজার কাছে। 'বড়জোর এক শ' বছরের জেল। তারপরই তুমি মুক্ত-বিহঙ্গ।'

হোলস্টারে ওয়ালথার রেখে বার থেকে বেরিয়ে গেল রানা। আরও দুটো গাড়ি এসে থেমেছে স্কয়্যারে। একটা থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসন।

তাঁকে পাশ কাটাল রানা, দ্বিতীয় গাড়ির প্যাসেঞ্জার ডোর

খুলে উঠে পড়ল।

ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল রানা এজেন্সির ছেলেরা।

ওরা খুশি, ওদের পাশেই আছে মাসুদ ভাই, অক্ষত।

***

মাসুদ রানা

টাইম বম

কাজী আনোয়ার হোসেন

গনগনে তপ্ত নিউ ইয়র্ক। বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর
ধসে পড়ল শক্তিশালী এক বোমার আঘাতে।
জড়িয়ে পড়ল রানা। কারণ, হুমকি দিয়েছে টেরোরিস্ট,
ওকে ডেকে না আনলে আরও অনেক বোমা ফাটবে শহরে।
ডিটেকটিভ চিফ ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসনের সনির্বন্ধ
অনুরোধ রাখতে গিয়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে
হারলেমের ক্রাইম জোনে যেতে হলো রানাকে।
ডাক পিওনের মত ছুটছে ও শহরের এদিক থেকে ওদিক!
এখানে-ওখানে-সেখানে ভয়ানক সব বোমা পেতে
রেখেছে লোকটা! উড়িয়ে দিতে চাইছে কমিউটার ট্রেন,
স্কুলের কচি শিশু ও নিরীহ জনসাধারণকে!
আসলে কী চায় লোকটা? যখন বোঝা গেল
সত্যিই কী চায়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।
ঠেকাতে গিয়ে অসহায়ভাবে বন্দি হলো রানা
ও তার কালো বন্ধু জো মাইনার।
এবার মরতে বসেছে দুজনই। বাইনারি বোমা দিয়ে
ওদের সহ লোকটা উড়িয়ে দিল মস্ত জাহাজ।
তা হলে কি এখানেই শেষ রানার...
চিরতরে গুড বাই, মাসুদ রানা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net